চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • সোনাই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 18 May 2019 ■ আগরতলা, ১৮ মে, ২০১৯ ইং ■ ৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

# একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় ফিরবে এনডিএ

## যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি মোদী-শাহের

**নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) :** যা সাড়া পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে তিনশোর বেশি আসন পাবে ভারতীয় জনতা পার্টি। শুক্রবার বিজেপির সদর দফতরে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই দাবি করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ উ সেইসঙ্গে যৌথ এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর দাবি ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ফের ক্ষমতায় ফিরবে মোদী সরকার উ শুক্রবার লোকসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বের শেষে প্রধানমন্ত্রীকে পাশে বসিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি করেন, "আমরা আমাদের নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলাম ১৬ জানুয়ারি। গতবারের পরাজিত ১২০টি আসনকে এবার টার্গেট করা হয়েছিল। যা সাড়া পাচ্ছি, তাতে মনে হচ্ছে তিনশোর বেশি আসন পাবে ভারতীয় জনতা পার্টি ।মোদীজি প্রধানমন্ত্রী হবেন।" তাঁর মতে, "বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ নিয়েই ক্ষমতায় আসবে বিজেপি" উ এদিন, দেশের জনতা ও সাংবাদিকদের ধন্যবাদ জানান উ পাঁচ বছরে মোদী সরকারের সাফল্যের কথা উল্লেখ করে অমিত শাহ বলেন, "স্বাধীনতার পর দেশের সবচেয়ে বড় নির্বাচনী অভিযান ছিল এটা। যাতে স্লোগান উঠেছে, ফির এক বার মোদী সরকার। ফেব্রুয়ারি-মার্চে দেশের এমন এলাকা নেই, যেখানে প্রধানমন্ত্রী যাননি।" তাঁর কথায়, "মোট ৩৮০০ বিধানসভা এলাকায় সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ২৩ মে ভোটের ফলাফল ঘোষণার পরই জানা যাবে, নরেন্দ্র মোদীই ফের প্রধানমন্ত্রী হতে চলেছেন।" ভোটের ফলাফল নিয়ে তিনি কতটা আশাবাদী প্রশ্ন করা হলে বিজেপি সভাপতি "উত্তর-পূর্ব" দিয়ে শুরু করেন। তাঁর কথায়, "উত্তর-পূর্বে ভালো ফল করব। পশ্চিমবঙ্গেও আমরা খুব ভালো করব এবার। ওড়িশার পাশাপাশি দক্ষিণেও আমাদের আসন সংখ্যা বাড়বে। মহারাষ্ট্রেও আসন বাড়বে বিজেপির।" এছাড়াও ছত্তিশগড়, রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশের কথা উল্লেখ করেন তিনি।

সেইসঙ্গে সাধ্বী প্রজ্ঞা প্রসঙ্গে এদিন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেন, নাথুরাম গডসে-কে নিয়ে মন্তব্য করার জন্য সাধ্বী প্রজ্ঞাকে শো-কজ করেছে বিজেপি। শুধু তাই নয়, তাঁকে ১০ দিনের মধ্যে উত্তর দিতে বলা হয়। তাঁর উত্তর দেওয়ার পর পার্টি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে সাংবাদিকেদের প্রশ্নে আক্রমণাত্মক বিজেপি সভাপতি বলেন, "বাংলায় আমার ৮০ জন কর্মীর মৃত্যু হয়েছে। এর জবাব মমতাজি দেবেন? আমি তো মিডিয়াকে দোষ দেব। আপনারা এই খবর দেখাতে চান না। আমরা যদি দোষী হই, তবে দেশের অন্যত্র কেন কিছু হল না। কেরালাতেও হল না। শুধু বাংলাতেই কেন?

এদিকে, আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পুরনো স্মৃতি স্মরণ করলেন নরেন্দ্র মোদী উ তিনি বলেন, একটা সময়ে পার্টি অফিসে সন্ধেয় সাংবাদিকদের সঙ্গে জমিয়ে চা খেতাম। পুরনো কয়েকজন রয়েছেন। আপনারাও প্রচুর পরিশ্রম করেছেন। আশা করি মাঝে কয়েকটা দিন ছুটি পাবেন। অভাবনীয় হয়েছে ভোটগ্রহণ। ইতিবাচক মনোভাব নিয়েই সকলে ভোটদান করেছেন। দীর্ঘ সময় পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠ পেয়ে প্রত্যাবর্তন করতে চলেছে সরকার""।

তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রথম সাংবাদিক বৈঠকে কোনও প্রশ্নের উত্তর দেননি নরেন্দ্র মোদী। সব প্রশ্নের একাই উত্তর দেন বিজেপি সভাপতি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# শ্বশুর বাড়িতে নববধূকে পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১৭ মে।।** আবারো অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু নববধুর। এই ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ইছাই লালছড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ছ মাস পূর্বে কদমতলা থানা দিন ইছাই লালছড়ার বাসিন্দা যুবেল হোসেন ইসলামিক শাস্ত্রমতে কদমতলা থানাধীনের কালা গাঙ্গেরপার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডের সাদিকা সুবানির সাথে বিয়ে হয়।

বিয়ের কিছু দিন ঠিকঠাক চললেও তারপর থেকে শুরু হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে কলহ ও মানসিক নির্যাতন এমনটাই সাদীরার বাবার বাড়ির আত্মীয় পরিজনদের অভিযোগ। অবশেষে গতকাল সন্ধ্যাবেলা সাদিকা সুবানির স্বামীর ঘর থেকে তার বাবার বাড়িতে খবর যায় যে, উনাদের মেয়ে গায়ে আগুন দিয়েছে। তড়িঘড়ি সাদিকার বাবার বাড়ি আত্মীয় পরিজনরা স্বামীর বাড়িতে এসে স্বামীর বাড়ির লোকজন সহ প্রথমে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সাদিকার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে বহি রাজ্যে রেফার করেন। তারপর সাদিকার স্বামীর বাড়ির ও বাবার বাড়ির লোকজন মিলে অসমের মাকুন্দা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসক সাদিকার অবস্থা দেখে তার আত্মীয় পরিজনদের বলেন তার শরীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে প্রায় ৭০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য শিলচর রেফার করেন চিকিৎসক।

আত্মীয় পরিজনরা অগ্নিদগ্ধ সাদীররাকে নিয়ে শিলচরের উদ্দেশে রওনা দিলে মাঝপথেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে নববধূ সাদিকা। তারপর সাদিকার মৃতদেহটি তার বাপের বাড়ির লোকজন কদমতলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। অপরদিকে সাদিকার বাবার বাড়ির লোকজন কদমতলা থানায় সাদিকার স্বামী যুবেল হোসেন ও শাশুড়ির নামে একটি মামলা দায়ের করেন। কদমতলা থানার পুলিশ সাদিকার বাবার বাড়ির তরফ থেকে অভিযোগ পেয়ে সাদিকার অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহটি কদমতলা হাসপাতালে ময়না তদন্তেতের জন্য নিয়ে আসে।

ময়না তদন্তের পর সাদিকার মৃতদেহটি তার বাবার বাড়ির আত্মীয় পরিজনদের হাতে তুলে দেয় কদমতলা থানার পুলিশ। পাশাপাশি কদমতলা থানার পুলিশ মামলাটি হাতে নিয়ে তদন্তে নেমে পড়েছে। এদিকে এস ডি পি ও রাজিব সূত্রধর জানিয়েছেন, অভিযোগের উপর ভিত্তি করে উনারা ঘটনাটি সুষ্ঠু তদন্ত করে দেখছেন। অপরদিকে সাদিকার বাবার বাড়ির আত্মীয়-পরিজনদের অভিযোগ স্বামী যুবেল হোসেনের পরিবার ও শাশুড়ি মিলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে তাদের মেয়ে সাদিকাকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে।জানা গেছে সাদিকার স্বামী যুবেল হোসেন কর্মসূত্রে বহি রাজ্য থাকেন গত দু-তিন দিন পূর্বে পুনরায় কর্মসূত্রে বহি রাজ্যে চলে গিয়েছেন। এখন দেখার বিষয় পুলিশি তদন্তে কি বেরিয়ে আসে এটা হত্যা না আত্মহত্যা।

# কুঞ্জবনে ১১টি বৃক্ষ নিধন, রহস্য উদ্ঘাটনে পুলিশ ও বন দফতর

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** রহস্যজনকভাবে বৃক্ষ নিধন, প্রকৃত কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা আদৌ মিটবে কিনা সে চিন্তায় রয়েছে বন দফতর ও পুলিশ প্রশাসন । ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলার কুঞ্জবন টাউনশিপ কোয়ার্টার কমপ্লেক্স এলাকায় রাতের আধারে ১১টি গাছ কেটে নেওয়ার ঘটনায় ধোঁয়াশা থাকলেও বন দফতর অনুমান করছে স্থানীয় জনগণই এর সাথে যুক্ত । জেলা বন আধিকারিক প্রেমানন্দ দেববর্মার কথায়, ওই গাছগুলির কোনও বাণিজ্যিক মূল্য নেই । ধারণা করা হচ্ছে ওই গাছগুলি ঝড়ে ভেঙে যেতে পারে, তাই স্থানীয় বাসিন্দারা হয়তো কেটে ফেলেছেন ।

বুধবার গভীর রাতে কুঞ্জবন টাউনশিপ কোয়ার্টার এলাকায় ভিভিআইপি জোনে ১১টি গাছ কেটে ফেলা হয় । সকালে পথচারিরা দেখতে পেয়ে খবর দেন বন দফতরে । বন দফতরের আধিকারিক আসার পর স্থানীয় কয়েকজন উপজাতি জনগোষ্ঠীয় জনগণের সঙ্গে এ ঘটনা নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ হয়েছে ।

কুঞ্জবন টাউনশিপ কোয়ার্টার এলাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# দ্বাদশরে বিজ্ঞানের ফলাফল ২১শে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত ২০১৯ সালের উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার বিজ্ঞান বিভাগের ফলাফল আগামী ২১ মে সকাল নয়টায় পর্ষদের মিলনায়তনে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশিত হবে বলে পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

# ওবিসি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য গুচ্ছ স্কলারশিপ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গুচ্ছ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকুল্যে ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষায় একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, মাধ্যমিকের পূর্বে পাঁচ বছরের জন্য ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৩৩২ জন ছাত্রছাত্রীকে ২৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ২২ হাজার টাকা স্কলারশিপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও একশ শতাংশ কেন্দ্রীয় খাতে আরও ১ লক্ষ ৫ হাজার ২৩১ জন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত বনমালীপুর পরিদর্শন

# রাজ্যে বিজেপি-তে বিভীষণদের চিহ্নিত করে শীঘ্রই ব্যবস্থা, আবারও জানালেন বিপ্লব দেব

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** মাঝে-মধ্যে রাজ্যে সরকার পরিচালনায় বিজেপি-কে হোঁচট খেতে হচ্ছে। সমালোচনাও পিছু ছাড়ছে না। অবশ্য এর জন্য বিজেপি-র অন্দরে বিদ্যমান বিভীষণদের আবারও দায়ী করলেন দলের প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। তবে এখানেই থেমে থাকেননি তিনি, দলের ভেতরে বিভীষণদের উদ্দেশ্যে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, আগামী মাস-দুয়েকের মধ্যে সমস্ত সত্য জনগণের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

শুক্রবার বিপ্লবকুমার দেব নিজের বিধানসভা ক্ষেত্র বনমালীপুরে ঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তাতে তিনি দেখেছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য

জোর কদমে কাজ চলছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা-সহ অন্যান্য সরকারি পরিষেবা আজ বিকেলের মধ্যেই স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে তিনি আশ্বস্ত করেন। কিন্তু, দু-দিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়ে রয়েছে এবং ঝড়ে বিধ্বস্তদের কাছে সরকারি সহায়তা পৌঁছায়নি, বিষয়টি সম্পর্কে তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়। তাতে মুখ্যমন্ত্রীর জবাব, নিন্দুকেরা সর্বদাই সমালোচনা করবে। তাঁদের কাজই অহেতুক সমালোচনা করে সরকারের কাজে বাধা দেওয়া। তাঁর কথায়, আগেও বলেছি, এখন আবার বলছি, বিজেপি জোট সরকারের বিরুদ্ধে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলছে। একাংশ ষড়যন্ত্রকারী সরকারকে বেকায়দায় ফেলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। শুধু তা-ই নয়, বিজেপি-তে অনেক বিভীষণ রয়েছেন, ওঁরা প্রতি মুহূর্তে ষড়যন্ত্র করছেন। তবে, বিজেপি এখন ওই সব বিভীষণদের কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না। তাঁর হুঁশিয়ারি, বিভীষণদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিস্তর পরিমাণে নেশা সামগ্রী বাজেয়াপ্ত, গ্রেপ্তার এক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** ত্রিপুরায় বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া পাহারা সত্ত্বেও পাচার বাণিজ্য বন্ধ করা যাচ্ছে না। একাধিক স্থানে অভিযান জালিয়ে বিএসএফ ইয়াবা ট্যাবলেট, গাঁজা এবং কাপড় উদ্ধার করেছে। শুধু তাই নয়, পাচারকারীদের ধরতে গিয়ে গুলিও চালাতে হয়েছে বিএসএফকে। বিএসএফ আজ উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, রাজ্যের সোনামুড়া, মেলাঘর, বিশালগড়, আগরতলা, শ্রীমন্তপুর, এনসিনগর এবং বক্সনগর পাচার বাণিজ্যের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। নেশামুক্ত ত্রিপুরা গঠনের ক্ষেত্রে তা মূল বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

বিএসএফ-এর ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার আশাবাড়ি বিওপি-র জওয়ানরা সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় ১,২০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। তিনি জানান, পাচরকারীরা বিএসএফ জওয়ানদের দেখতে পেয়ে বাঁশঝাড়ের পিছনে লুকিয়ে পড়েছিল। কিন্তুতাদের নড়াচড়ায় জওয়ানরা বুঝতে পারেন পাচারকারীরা ওই স্থানে লুকিয়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে তল্লাশি চালানো হয়। কিন্তু পাচরকারীরা রাতের অন্ধকারের সুযোগে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তিনি বলেন, ওই স্থান থেকে যে ১,২০০ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়েছে সেগুলোর বাজারমূল্য ৬ লক্ষ টাকা। তিনি জানান, ওই ট্যাবলেটগুলি কলমছড়া পুলিশের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে।

বিএসএফ-এর জনসংযোগ আধিকারিক আরও জানান, একই এলাকায় আরেকটি স্থানে কয়েকজন পাচারকারী মাথায় করে কাপড় পাচার করছিলেন। তিনি জানান, সীমান্তে টহলরত বিএসএফ জওয়ানরা হঠাৎ লক্ষ্য করেন কাঁটাতারের বেড়ার এ-পাড় থেকে ও-পাড়ে বাংলাদেশে সামগ্রী পাচার করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তাদের পাচার থামানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু তারা সেই আদেশ শুনেনি এবং পাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন বাধ্য হয়েছে বিএসএফ জওয়ানরা নন-ল্যাথেল বন্দুক থেকে গুলি ছুঁড়েন। গুলির শব্দে পাচারকারীরা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। কিন্তু পাচার সামগ্রী সেখানেই ফেলে রেখে গিয়েছে। বিএসএফ আধিকারিক বলেন, ১০০টি কটনের শাড়ি এবং ৯-টি লেহেঙ্গা উদ্ধার হয়েছে। এগুলোর বাজারমূল্য ১ লক্ষ ৯ হাজার টাকা। তিনি জানান, কাপড়গুলি সোনামুড়া কাস্টমসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, একই রাতে মোহনপুরের সীমান্ত এলাকায় ৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বিএসএফ। যার বাজার মূল্য ২০ হাজার টাকা। বিএসএফ আধিকারিক জানিয়েছেন, ওই গাঁজা আগরতলা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# বনকুমারীতে ভাড়া বাড়ি থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** রাজধানী আগরতলার যোগেন্দ্রনগর নাথপাড়া এলাকায় এক ভাড়া বাড়ির ঘর থেকে এক ব্যক্তির গলায় ফাঁস জড়িয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার সকালে। মৃত ব্যক্তিকে বিশ্বজিৎ দেবনাথ (৪০) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশের এক দল। তাঁরা গিয়ে প্রাথমিক তদন্ত শেষে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠিয়েছেন।

এদিকে বিশ্বজিৎবাবুর এই মৃত্যুকে রহস্যজনক বলে মনে করছেন এলাকার অনেকে। তাঁদের মন্তব্য, যে ভাবে মৃতদেহটি ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে তাতে বিষয়টিকে আত্মহত্যা বলে মনে করা যাচ্ছে না। তবে পুলিশ এ-বিষয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাইছে না। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার বলেছেন, ময়না ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# লোকসভা নির্বাচন : রাজ্যে গণনাকর্মীদের মহড়া শুরু

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** ত্রিপুরায় লোকসভা নির্বাচনকে ঘিরে গণনাকর্মীদের মহড়া শুরু হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শ্রীরাম তরণিকান্তি জানিয়েছেন, জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারস্তরে গণনাকে ঘিরে গণনাকর্মীদের নিয়ে মহড়া হবে।সারা রাজ্যেই পর্যায়ক্রমে এই মহড়া অনুষ্ঠিত হবে। তিনি জানান, আজ আগরতলায়ও গণনা কর্মীদের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাঁর কথায়, ভোট গণনা প্রক্রিয়ায় অনেক কিছু জানার বিষয় থাকে যেগুলি সম্পর্কে ধারণা থাকা খুবই জরুরি। নয়তো-বা গণনার সময় সমস্যা হতে পারে।

এদিকে পূর্ব ত্রিপুরা (এসটি) লোকসভা আসনের অন্তর্গত কাঞ্চনপুর মহকুমার ২-টি বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোট গণনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভোট গণনা কর্মীদের আজ কাঞ্চনপুর টাউন হল-এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতের নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা অনুযায়ী ভোট গণনার পদ্ধতির বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেন ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মাস্টার ট্রেনার-সহ নির্বাচনী আধিকারিকগণ। আজকের প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন ৩৩ জন কাউন্টিং সুপারভাইজার এবং ৩২ জন কাউন্টিং অ্যাসিস্টেন্ট। উল্লেখ্য, আগামী ২৩ মে কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত ৫৯-পেঁচারথল এবং ৬০-কাঞ্চনপুর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোট গণনা করা হবে কাঞ্চনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে।

আজ খোয়াই পঞ্চায়েত সমিতির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# অনুমতি হত্যা ঃ মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ মহিলা কংগ্রেসের, সিপিএমের মদতে অস্থিরতা অভিযোগ বিজেপির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** গাছে বেঁধে গৃহবধূকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় সমস্ত অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবিতে শুক্রবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। ১২ ঘন্টার মধ্যে ওই খুনের সাথে যুক্তদের গ্রেফতার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে মহিলা কংগ্রেস। এদিকে, মহিলা কংগ্রেসের এই আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করেছে বিজেপি। বিজেপির তরফে অভিযোগ করা হয়েছে সিপিএমের মদতে কংগ্রেস অস্থির বাতাবরণ সৃষ্টির চেষ্টা করছে।

প্রসঙ্গত, সিপাহিজলা জেলার কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন মধুপুরে অনুমতি সরকারকে গাছে বেঁধে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিল। ওই ঘটনায় প্রথমে গৃহবধূর স্বামী শ্বাশুড়ি, ননদ ও এক দেওরকে আটক করেছিল পুলিশ। কিন্তু, দেবর তাপশ চৌধুরী ছাড়া বাকি তিনজনকে পুলিশ ছেড়ে

মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে মহিলা কংগ্রেসের কর্মীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। ছবি নিজস্ব।

দিয়েছে।

এই ঘটনায় শুরু থেকেই ময়দানে নেমেছে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। আজ সকাল ৮টা নাগাদ প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী জয়দানি ত্রিপুরার নেতৃত্বে মহিলারা ওই গৃহবধূ হত্যার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। এদিন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে যাওয়ার পথে ব্যারিকেড ভেঙে মূল ফটকের সামনে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সেখানে নিরাপত্তায় নিয়োজিত পুলিশ কর্মীরা কিছু বোঝার আগেই মহিলা কংগ্রেসের সদস্যারা মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে পৌঁছে যান। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কর্মীরা ছুটে গিয়ে তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে অন্যত্র নিয়ে আসেন।

আজকের বিক্ষোভ কর্মসূচি সম্পর্কে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী বলেন, ত্রিপুরায় নারীরা আজও অসুরক্ষিত। মধুপুরে গাছে বেঁধে এক গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। অথচ ওই ঘটনার সাথে যুক্তদের আজও গ্রেফতার করেনি পুলিশ। তাঁর অভিযোগ, ওই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করা হলেও, ওই গৃহবধূর স্বামী, শ্বাশুড়ি এবং ননদকে গ্রেফতার করছে না পুলিশ। তিনি ১২ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়ে অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন। অন্যথা, বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

এদিকে, প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের বিভোভ আন্দোলন কর্মসূচীর তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। বিজেপির তরফে প্রেস বিবৃতিতে বলা হয়েছে মিথ্য নানা অজুহাতে কংগ্রেস এই রাজ্যে সিপিএমের মদতে অস্থির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাইছে। বিপ্লব কুমার দেব নেতৃত্বাধীন বিজেপি পরিচালিত সরকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ধর্মনগর থেকে নিখোঁজ ছাত্রী উদ্ধরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** এক নাবালিকা উদ্ধারের জন্য সারারাত জেগে তল্লাশি চালালেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী। তার এই উদ্যম প্রশংসনীয়। কেননা বিগত ২৫ বছরের বাম আমলে মহিলা কমিশনের এমন তৎপরতা রাজ্যবাসীর নজরে পরেনি।

উন্নত শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে বহু ছাত্রছাত্রী উত্তরজেলার বহু মফস্বল এলাকা থেকে এসে ধর্মনগরে ঘরভাড়া করে থেকে পড়াশোনা করছে। ধর্মনগরের প্রায় প্রতিটি বিদ্যালয়েয় এমন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। ঠিক এমনি একটি ছাত্রী কাঞ্চনপুর দসদা থেকে এসে নয়াপাড়া কলেজ রোড এলাকায় থেকে পড়াশোনা করতো।গত বুধবার সকালে তার বাড়ি যাওয়ার কথাছিল। কিন্তু সন্ধ্যা গাড়িয়ে রাত হতে থাকলেও সে বাড়ি না পৌছায় শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। পরিবারের লোকজন বার বার তার মোবাইলে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারে চোরের উৎপাত থানার দ্বারস্থ ব্যবসায়ীরা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ মে।।** ঊনকোটি জেলা সদর কৈলাসহরের পানিচৌকি বাজারে চোরের উৎপাতে অতীষ্ঠ হয়ে পড়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। বাধ্য হয়ে শুক্রবার কৈলাসহর মার্চেন্সঅ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল কৈলাসহর থানায় গিয়ে ওসি দেবাশিস সাহার হাতে এফআইআর-এর পাশাপাশি একটি স্মারকপত্র তুলে দিয়েছেন। এই খবর দিয়ে প্রতিনিধি দলের জনৈক সদস্য জানান, ওসির কাছে পানিচৌকি বাজারে নৈশকালীন পুলিশি টহল বাড়ানো এবং বাজারে স্থায়ী পুলিশ পিকেট বসানোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তিনি জানান, গহত কয়েকদিন আগে রাতে ফরেস্ট অফিস রোডে জনৈক নিখিল দেবের দোকানে চুরি হয়। তিন লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে যায় চোরের দল। প্রতিনিধি দলের সদস্যটি জানান, গত এক বছরে বাজারে একাধিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু একজন চোরও ধরা পড়েনি। ফলে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদী হন। তাই বাধ্য হয়ে আজ কৈলাসহর মার্চেন্সঅ্যাসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল থানার ওসি দেবাশিস সাহার সঙ্গে দেখা করে প্রতিকার চেয়েছে।ওসি নাকি তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, পানিচৌকি বাজারের নৈশকালীন প্রহরার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি স্থায়ী পুলিশ পিকেট বসানোর ব্যাপারে ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হবে।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২১৪ ◘ ১৮ মে ২০১৯ ইং ◘ ৩ জ্যৈষ্ঠ ◘ শনিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

## মাফিয়ারাজ ও পুলিশ

অপরাধ দমনে রাজ্যের পুলিশ তেমন সাফল্য দেখাইতে পারে না। তথ্য প্রমাণ সহ পুলিশ চার্জশিট দিতে না পারার ঘটনায় অনেক অপরাধীরাই ছাড়া পাইয়া যায়। বিভিন্ন অপরাধের ঘটনায় রাজ্য পুলিশের তদন্ত যে অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাইতেছে না তাহার বহু প্রমাণ রহিয়াছে। আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি রাজ্যের এক্তিয়ারভুক্ত। এরাজ্যে বাম আমল হইতেই মাফিয়ারাই সমান্তরাল প্রশাসন চালাইতে থাকে। নির্যাতীত ও আক্রান্ত মানুষ পারতপক্ষে পুলিশে যাইতে চাহেন না। কারণ মাফিয়ারাই এখানে শক্তিমান। থানাবাবুরা তাহাদের সঙ্গে যে বুঝাপড়ার যোগাযোগ আছে তাহা আর গোপন নহে। ফলে, সাধারণ মানুষ পুলিশের উপর ভরসা পান না। কর্তার ইচ্ছায় যেমন কীর্তন হয় তেমনি সরকারের ইচ্ছায় পুলিশ চলে। যতদিন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুলিশের ব্যবহার বন্ধ না হইবে ততদিন পুলিশ অপরাধ দমনে তেমন দক্ষতা দেখাইতে পারিবেন না। ক্ষমতাসীনদের সবুজ সংকেতেই পুলিশ পরিচালিত হয়। বাম সরকারের আমলে মাফিয়াতন্ত্রের শিকড় অনেক গভীরে চলিয়া গিয়াছিল। শহর আগরতলায় জমি মাফিয়া, টেন্ডার মাফিয়ার দাপাদাপি চলিয়াছে জোর কদমে। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসিবার পরও কি এই মাফিয়ারা সংযত বা বিরত হইয়াছে? না, তাহারা নতুন ক্ষমতাধরদের ছায়ায় লালিত পালিত হইবার অবিরাম চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। লক্ষ্য করিবার বিষয়, সেই জমি বাণিজ্য, টেন্ডার বাণিজ্য জোর গতিতেই চলিয়াছে। সুতরাং পুলিশে যতোই আধুনিকীকরণ বা নতুন ভাবে সাজানো হউক না কেন রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহার বন্ধ না করিলে সুফল মিলিবে না। রাজ্যের প্রতিটি থানাকে ঢালিয়া সাজাইতে হইবে। রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধের নিশ্চয়তা না দিলে প্রকৃত সাফল্য আসিবে না। দিনে দিনেই নতুন নতুন অপরাধ ত্রিপুরাতে থাবা বসাইয়াছে। রাজনৈতিক সংঘর্ষও তো রাজ্যের পরিস্থিতিকে উত্তাল করিয়া রাখিতেছে। ক্ষমতায় আসীন শরিক দল আইপিএফটি তো প্রতিনিয়ত রাস্তা অবরোধ, ব্লক অফিসে তালা ইত্যাদি আন্দোলন জারী রাখিয়াছে। সরকারে থাকিয়া সরকারের বিরুদ্ধেই আন্দোলন তো নজীর বিহীন। আসলে ক্ষমতাসীন দলই যদি প্রতিনিয়ত হিংসার আগুন জ্বালাইতে থাকে সেখানে শান্তি আসিবে কি করিয়া? সুতরাং পুলিশী ব্যবস্থায় নতুনত্ব আনিলেই হইবে না। প্রয়োজন সদিচ্ছা। আইন শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে নতুন জোট সরকার তৎপরতা চালাইয়াছে। বিশ্বাস করা যাইতে পারে এবারে পুজায় সকল অংশের মানুষ সামিল হইবে। সকলেই প্রতিজ্ঞায় ভাস্বর হইবেন। সঞ্জিবনী মন্ত্রে ত্রিপুরা একদিন জাগিয়া উঠিবেই।

## মুর্শিদাবাদে নিখোঁজ ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য এলাকায়

মুর্শিদাবাদ, ১৭ মে (হি.স.): মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থানার ফরাজি পাড়া এলাকায় পুকুর থেকে উদ্ধার করা হল নিখোঁজ এক ব্যক্তির মৃতদেহ। শুক্রবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম সেলিম মোল্লা (৩৬)। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছে জলঙ্গি থানার পুলিশ। জানা গিয়েছে, বুধবার সকালে বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলেন সেলিম। এরপর তাঁর বাড়ির লোকেরা খোঁজ করেন কিন্তু কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর শুক্রবার দুপুরে স্থানীয় বাসিন্দারা একটি পুকুরে তাঁর মৃতদেহ জলে ভাসতে দেখেন। খবর দেওয়া হয় পিরবারের লোকজনকে। খবর পেয়ে মৃতের পরিবারের লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ সনাক্ত করে। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশে। জলঙ্গী থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য স্থানীয় হাসপাতালে পাঠিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

## প্রয়াত প্রাক্তন হরিয়ানার মন্ত্রী সারদা রানী

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): প্রয়াত প্রাক্তন হরিয়ানার মন্ত্রী সারদা রানী। বৃহস্পতিবার সাফদারগঞ্জ হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। আজ, শুক্রবার দুপুর ২টো নাগাদ তাঁর অন্তোষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। তাঁর মৃত্যুকালীন বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর।

জানা গিয়েছে, মন্ত্রী সারদা রানী দীর্ঘদিন কিডনির সমস্যায় ভুগছিলেন।নয়াদিল্লির সাফদারগঞ্জ হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাত ২টো নাগাদ ওখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাঁর দেহ ফরিদাবাদে তাঁর বাসভবনে রাখা হয়। তারপর শুক্রবার তাঁর অন্তোষ্টিক্রিয়া হয়।

সারদা রানী, চৌধুরী বংশীলাল ও চৌধুরী ভজনলালের মন্ত্রিসভায় ক্যাবিনেট স্তরের মন্ত্রী ছিলেন। এছাড়াও তিনি ১৯৬৭, ১৯৭২ এবং ১৯৮২ সালে বিধায়কও ছিলেন। প্রাক্তন হরিয়ানার মন্ত্রী সারদা রানী দেবীর তিন পুত্র বর্তমান । ওনার বড় ছেলে উকিল নরেন্দ্র ফরিদাবাদের বাসিন্দা এবং ছোটছেলে সতেন্দ্র আমেরিকার বাসিন্দা।

## নতুন প্রজন্মকে ভূত দেখাতে সিনেমা হলে ”ভূত চতুর্দশী”

কলকাতা, ১৭ মে(হি.স.): কালী পূজো ঢের দেরী তবুও টলিপাড়া ব্যস্ত ”ভূত চতুর্দশী”তে ঊ কারন, নতুন প্রজন্মের নাকি ভুতেদের বিষয়ে বেশ আগ্রহ ঊ তাই আজ শুক্রবার মুক্তি পেলো মৈনাক ভৌমিকের লেখা ও শাব্বির মালিক পরিচালিত নতুন ছবি ”ভূত চতুর্দশী” ঊচার বন্ধুকে কেন্দ্র করে এগোবে ভূত চতুর্দশী” গল্প ঊএই ছবিতে অভিনয় করছেন এনা সাহা, আরিয়ান ভৌমিক, সৌমেন্দ্র ও দীপশ্বেতা মিত্রঊ

”ভূত চতুর্দশী”-র গল্প একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। সেই গ্রামে এক পরিত্যক্ত বাড়িতে এসে পৌঁছয় চার অল্পবয়সী ছেলেমেয়ে। ডকুমেন্টি শুট করতে গিয়ে একে একে ঘটনার সম্মুখীন হয় তারা। সেই সময়েই তারা জানতে পারে সেই বাড়িতে একটি মেয়েকে ডাইনি অপবাদে আটকে রাখা হয়েছিল। শুধু তাই নয় গ্রামের লোকেরা হত্যা পর্যন্ত করে তাকে। আর সেই মেয়ের আত্মাই রয়েছে সেখানে। আর পর কী হয় তা জানতে হলে দেখতে হবে ”ভূত চতুর্দশী”।

## তামিল ছবিতে এবার টলিউডের নায়িকা এনা

কলকাতা,১৭ মে (হি.স.): টলিউড থেকে সোজা তামিল ছবিতে পা দিলেন অভিনেত্রী এনা সাহা।ধারাবাহিক দিয়ে অভিনেত্রীর কেরিয়ার শুরু করলেও অল্প বয়সেই সিনেমা দুনিয়ায় জনপ্রিয় তিনিঊ এবার তামিল ছবিতে দেখা যাবে অভিনেত্রী এনাকে।

ধারাবাহিক ছাড়াও ইতিমধ্যেই ২১টি বাংলা ছবিতে কাজ করে ফেলেছেন তিনি ঊ তাছাড়াও আজ শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে এনা অভিনীত ছবি ”ভূত চতুর্দশী” ।তারই মাঝে তামিল ছবিতে কাজ করার কথা জানালেন তিনিঊ তামিল ছবিতে কাজ করার প্রসঙ্গে অভিনেত্রী বলেন, ‘খুব ইন্টারেস্টিং গল্প, একটা থ্রিলার।প্রথমবার তামিল ইন্ডাস্ট্রিতে আমার ছবি রিলিজ করছে। দেখা যাক কী হয়। আমি খুব এক্সাইটেডঊওখানকার লোকেরা সিনেমাকে পুজো করে। আমাদের এখানকার থেকে অনেকটা আলাদা। এখানকার দর্শক খুব ভালো, কিন্তু এখানে আমরা অনেক ভাষা ব্যবহার করি। এখানে হিন্দি, মারোয়ারি, ইংরেজি, উড়িয়া, বিহারী, সবই আছে। আমরা বাংলার থেকে ইংরেজিতে বেশি কথা বলি অনেক সময়ে। এখানে মিক্স অডিয়েন্স। ওখানে কিন্তু তা নয়। ওখানে ওঁরা ওঁদের ভাষা ছাড়া অন্য কোনও ভাষাকে প্রাধান্য দেয় না। অন্য কোনও ভাষায় কথাও বলে না।

# এ কেমন নির্বাচনী উৎসব?

**শান্তনু রায়**

টিভিতে এক ডিটারজেন্ট সাবানের এরকম একটা বিজ্ঞাপন এখন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখা যাচ্ছে—‘আপনার সরকার, আপনিই সরকার/ সমাজকে সফেদ রাখতে ভোট দিন দেশ গড়তে।’

একমাস হতে চলল বৃহত্তম গণতন্ত্রে নির্বাচনের উৎসবের দামামা বেজেছে। নির্বাচনের উৎসব হিসেবেই পাঁচ বছর পর পর আসে। নির্বাচন কমিশনেরও আবেদন—চলা ভোট দিই, দেশ গড়ি। বা বটন দাবাও, দেশ বানাও ইত্যাদি। শুনতে চমৎকার।

নির্দিষ্ট সময়ের পর পর পবিত্র ভোটদানের অধিকার মধ্যেই আপাতত সীমায়িত হয়ে আছে ফলিত ভারতীয় গণতন্ত্র। পাঁচ বছর অন্তে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ইভিএমে একবার বোতাম টেপার সাধারণের এই গণতান্ত্রিক অধিকারও প্রয়োগ করা সম্ভব যদি না অবশ্য কোন দলের উৎসাহী কর্মী আপনার যাওয়ার কষ্ট লাঘব করার মহৎ উদ্দেশ্যে আনি বুথে পৌঁছনোর আগেই কিংবা আপনাকে পৌঁছতে না দিয়ে আপনার হয়ে নিজেই কমিটি সমাধান করে ফেলে থাকেন। নির্বাচন এলেই বিশেষত গ্রামেগঞ্জে মফসসলে অনেকের মনেই শেষ পর্যন্ত নিজের ভোট নিজে দেওয়ার সুযোগ নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ভীতি অজানা আশঙ্কা দানা বাঁধে। আর ভোটকেন্দ্রে এবং তার আশেপাশে ভোটের দিনের গণ্ডগোলের সূচনা কিন্তু প্রধানত বৈধ ভোটারকে বলপূর্বক ভোটদানের বিরত করা এবং অন্যের নামে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অপকর্মের থেকেই।

যারা যা রাজনৈতিক মত থাক না কেন, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নাগরিকদের অবশ্যই তাঁদের সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করায় তৎপর থাকা উচিত, প্রথমটা এরকম সাধারণ ভাবনায় আসতেই পারে। কিন্তু হতাশ মনে প্রশ্ন একটা উঠতেই পারে দেশের এযাবৎ ষোলটি লোকসভার নির্বাচনে নাগরিকদের ভোটের নির্বাচনে জয়ী হয়ে সংসদের গিয়েছিলেন তাদের দ্বারা সমাজ কতখানি সফেদ হয়েছে কিংবা আদৌ হয়েছে কিনা। জয়লাভের পর নির্বাচনমণ্ডলীর প্রতি নির্বাচতি জনপ্রতিনিধির দায়বদ্ধতা কথখানি বজায় থাকে। একবার নির্বাচনে জয়লা ভ করলে পাঁচ বছরের জন্য নিশ্চিত। হয়ত শিকে ছিঁড়লে মন্ত্রিত্বও একটা (দপতরবিহীন হলেও) জুটে যেতে পারে। এও ভেবে দেখার মতো নাগরিকরা ভোট দিলেই সমাজ সফেদ অর্থাৎ সমাজের অন্যায়, দুর্নীতি দূরীকরণ আদপেই সম্ভভ কিনা। রাজনীতিতে সীমাহীন দুর্নীতি অপরাধ এবং অপরাধীদের সঙ্গে রাজনীতির পরিসরের গোপন সখ্যতা, স্বজনপোষণষ ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত কর্মহীনের সংখ্যার নিরিখে ক্রমসংকুচিত সরকারি চাকুরির নিয়োগেও মেধা অপেক্ষা যোগাযোগের এবং উৎকোচের গুরুত্ব ক্রমবৃদ্ধিমানতা, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি আত্মসাতের ক্রমবর্ধমান ঘটনায় হতাশ মনে আপেক্ষ হতেই পারে, কী হবে ভোট দিয়ে? একজন নাগরিকের কতখানি ইচ্ছা প্রতিফলিত হয় নীতি গ্রহণে এবং দেশ পরিচালনায়?

এখন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের অনেকেই অন্তত কোটিপতি, স্বনামে বেনামে আছে বিভিন্ন বাণিজ্যিক মহলের সঙ্গে আপাত অস্বাভাবিক নৈকট্য প্ররোচিত করে সহযোগী বা রক্ষাকর্তার ভূমিকা নিতে—বিরাট সংখ্যক বিরুদ্ধে আছে গুরুতর অপরাধে ফৌজদারি মামলা। রাজনীতির অপরাধকরণ এবং অপরাধের রাজনীতিকরণ আজ হাত ধরাধরি করে চলে । এখন রাজনীতিকরা অপরাধীদের নিজস্বার্থে কাজে লাগায়---এমনটি কেবল নয়, অপরাধীরাও রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে অনেক ক্ষেত্রে অনেকাংশে। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে ২০১৪-এর লোকসভার মাননীয় সদস্যের মধ্যে স্বঘোষিত ভাবেই ৩৪ শতাংশ ফৌজদারি মামলার আসামী।

প্রতিযুক্তিতে হয়ত বলা যায় এরচেয়ে ভাল বিকল্পব্যবস্থা যতক্ষণ না পাওয়া যাচ্ছে তখন নানা পন্থা হিসেবে গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় কী।

এবারের নির্বাচন সব অর্থেই অভূতপূর্ব অভিনব। নির্বাচনী বক্তৃতায় এমন ভাষা সন্ত্রাস আগে কখনও পরিলক্ষিত হয়নি। এ এক অদ্ভুত প্রতিযোগিতা, কেউ পিছিয়ে থাকতে রাজি নয়। দেশের রাজনৈতিক দলগুলির শীর্ষনেতৃত্বের মধ্যে যে ভাষা ব্যবহৃত হচ্ছে পারস্পরকে আক্রমণ করতে তা কেবল শালীনতার সীমা অতিক্রম করছে তা নয়, বিরল এবং বিস্ময়করও বটে। নারী-পুরুষ ভেদাভেদও এক্ষেত্রে নেই। রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের পরস্পরকে ভালবাসার মধুর প্রকাশ তুই এর ব্যবহার এখন সাবলীল বাংলার অন্তর্ভূক্ত এ নির্বাচনী লড়াইয়ের দৌলতে। প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে ব্যক্তিগত আক্রমণের তরজায় উত্তেজনার উত্তাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছে এই শেষ পর্যায়ে এসে। নির্বাচনী যুদ্ধে এই ভাষাসংস্কৃতির সূচনা হয়েছিল নির্বাচন ঘোষণার আগে থেকেই। প্রতিপক্ষ মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী সম্পর্কে যে চূড়ান্ত অশালীন ও কুরুচিকর মন্তব্য করা হচ্ছে তা অভাবনীয়। ভাবা যায় জিতলে এমন ব্যক্তিরাই হবেন বৃহত্তম গণতন্ত্রে এক একজন সাংসদ।

ব্যক্তি আক্রমণ প্রতি আক্রমণ, কুৎসারও এমন বাণ ডেকেছে এই নির্বাচনী প্রচারে যে এমনকী মৃত ব্যক্তিরও রেহাই নেই। বিভিন্ন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব যেবাবে পরস্পরের দিকে কাদা ছুড়ছেন, পরস্পরকে সম্বোধন করছেন তা সুস্থ রুচির পরিচায়ক নয়। এখন আর নির্বাচনী প্রচারে আদর্শ কর্মসূচির লড়াই নেই। রুটি, কাপড়া, মকানের দাবি পিছনে চলে গেছে শুধু দাবি আমাকে আগে ক্ষমতায় এনে দাও তারপর বাকি সব। আছে অনৃতভাষণও। সর্বভারতীয় প্রধান দুটি দলের মধ্যে আর্থিক নীতিতে বিশেষ কোনও পার্থক্য না থাকলেও ক্ষমতা দখলের জন্য একে অন্যের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেই আর প্রতিশ্রুতি বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে, যদিও ক্ষমতা দখলের পর সব প্রতিশ্রুতি বেমালুম ভুলে যাওয়ার প্রতিযোগিতা চলে। ভোট বড় বালাই। তাই গত সত্তর বছরের মধ্যে অধিক সময় ক্ষমতায় থাকা দলকেও আজ এতদিন পরে দরিদ্র জনসাধারণের দুঃখ-কষ্ট নিবারণে (!) নির্বাচন ঘোষণার পর ‘ন্যায়’ প্রকল্প নিয়ে ভোটাদের মন জয়ের চেষ্টা করতে হয়। যেমন বলা যায় না ‘গব্বর সিং টাক্স’ এর অর্ধেক যে পূর্ণ করে রাজ্য ভাঁড়ারও।

ক্ষমতায় যে আসতেই হবে যে করে হোক। দীর্ঘ পাঁচ বছর কুর্সিছাড়া থাকা কি সোজা কথা। ভোটের পরে ইস্তাহারযে কোথায় থাকে। আরও আছে, ছোট সেজ মেজ-র চাওয়াপাওয়ার সমীকরণ। প্রত্যেকেই জনগণের সেবা (!) করতে এত উদগ্রীব যে তখনে বসেই হবে যে করেই হোক।

প্রায় ১১৪ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন—‘মাতালের পক্ষে মদ্য যেরুপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয় আমাদের পক্ষেও দেশর্হিতেষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড় হইয়া উছিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখদুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদূরে রাখিয়াও, আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম।

এক শতাব্দীরও আগের কবির এই পর্যবেক্ষণ আজকের দিনেও প্রাসঙ্গিক। হয়ত দেশাহিতৈষার নেশা আর নেই সেটি এখন এক অর্থকারী পেশায় রূপান্তরিত। পাঁচ বছরে অনেক জনপ্রতিনিধিরই ব্যাপক সম্পদ বৃদ্ধির কারণ আজ আর অজানা নয়, ওপেন সিক্রেট মাত্র।

এবারের নির্বাচন ক্রমশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। একজন ব্যক্তিই হয়েছেন সন্ত ইস্যুর যেন আধার যিনি অত্যন্ত কুশলতার এবং নিজের উপর অগাধ আস্থায় নিজেকে নিয়ে বাজি ধরে নিজেকেই একমাত্র ইস্যু করে সমগ্র নির্বাচনী লড়াইকে একমুখী করে তুলেছেন। তিনিই সকলের সকল আক্রমণের লক্ষ্য তিনিই আবার দলের একমাত্র নায়ক, পরিত্রাতা। এতে অবশ্য ঝুঁকি আছে বিশাল, সব সময় যে চেনা ছকে সফলতা আসে তাও নয়। অন্যদিকে এখনও পর্যন্ত বোফর্স কেলেঙ্কারির অপ্রমাণিত অভিযোগেও ভরাডুবির দৃষ্টান্তও আছে।

নির্বাচন কমিশনের ঘোষণা অনুযায়ী পঞ্চম দফায় এ রাজ্যের সাতটি আসনের নির্বাচনে সবকটি বুথেই কেন্দ্রীয় বাহিনী (৫৮০ কোম্পানি) ছিল। কিন্তু তাতে কি ছাপ্পা ভোট, মারামারি গাড়ি ও ইভিএম ভাঙচুর, রক্তপাত এড়ানো গেল? এমনকী অন্ত পাঁচজন প্রার্থী আক্রান্ত, কারও মুখ রক্তাক্ত, কারও পিঠে পুলিশের লাঠির ঘায়ের চিহ্ন। ছাপ্পা ভোট ‘রুখতে’ উত্তেজিত হন্তদন্ত কিছু প্রার্থী নিজেরাই আসরে নেমে পড়া এবং চাপ্পা ভোট দেওয়ার জন্য জমায়েতকারীদের প্রার্থী নিজেই তাড়া করতে পপাতধনীতলে হওয়ার ছবিও এবার দেখা গেছে। শেষ পার্যায়ে আর কী ঘটতে পারে তা নিয়ে কৌতুহল ও আশঙ্কা থেকেই যায়। এ পর্যন্ত এ রাজ্যের নির্বাচনী যুদ্ধে প্রথম প্রাণহানি ঘটেছে তৃতীয় দফা ভোটের দিন মুর্শিদাবাদের বগবানগোলায ভোটগ্রহণ কক্ষের অদূরেই ভোট দিতে আসা টিয়ারুল শেখের কেন্দ্রে বাহিনীর উপস্থিতিতেই এবং নিজের সদ্য ভোটার চেয়েরও বড় হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিসমৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া তাহার সুখ দুঃখে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহুদুরে রাখিয়াও, আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম।

এক শতাব্দীরও আগেরকবির এই ভোট দিতে আসা ভোটারের নিরাপত্তা বিধানতে করবেন? টিভির পর্দায় সদ্য আঠারো পেরনো প্রথম ভোট দিতে আসা পিতৃহারা সন্তানের বুকভাটা আর্তনাদ কি গণতন্ত্রে এই উৎসবের অঙ্গ? সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরাও শারীরিক নিগ্রহের শিকার হয়েছেন ছাপ্পা ভোটের খবর করতে গিয়ে। প্রশ্ন উঠতেই পারে, গণতন্ত্রের এই যদি উৎসব হয় তবে কেন এত রক্তপাত কেন এত হিংসা। নির্বাচন নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে সশস্ত্র আধা সামারিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা কি সুস্থ গণতন্ত্রের পক্ষে স্বাস্থ্যকর? এত এক প্রহেলিকা, গভর্নমেন্ট বাই গ্য পিপল-এর ব্যবস্তা করতে রাজনৈতিক মদতপুষ্ট সেই নাগরিকদের একাংশকে সামলানোর জন্যও সশস্ত্র উর্দিধারীর ব্যাপক সতর্ক তত্ত্ববধান প্রয়েজন হচ্ছে। তবে কি এ উৎসব বিস্তর

মিথ্যা প্রতিশ্রুতির বন্যা বইয়ে কিছু মানুষের যেনতেন প্রকারণে নিছক কুর্সি দখল এবং দখলে রাখার এর তীব্র লড়াই ব্যতীত কিছু নয়, যা প্রয়োজনে যুথবদ্ধ হিংসা এবং হিংস্রতাও পরিহার করতে পারে না। তাহলে কি মুখে আমরা যতই বৃহত্তম গণতন্ত্রে নাগরিক বলে বড়াই করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে ভিন্নমতকে উপহাস করতে পদদলিত করতে এমনকী অন্যের ন্যূনতম গনতান্ত্রিক অধিকার বলে ভাবতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হই না। ভোট দিতে আসা সাধারণ ভোটারদের স্বতস্ফূর্ততা বিঘ্ন করতে বুথের দরজার সামনে স্বদলীয় সমর্থকদের জমায়েতের সমর্থনে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ‘বাইট’ দিয়ে কোনও একদলের স্থানীয় নেতা বলেছেন ‘ভোট তো উৎসব, এমন হবেই’। চমৎকার। মনে পড়ে যায় নির্বাচনের দিন লেকটাউন পাতিপুকুর থেকে দলে দলে বাহিরাগত দলীয় সমর্থকদের খাল পার হয়ে ছাপ্পা ভোট দিতে বিধাননগরে প্রবেশ এবং অবস্থান সমর্থন করে আগের জমানার এক জবরদস্ত নেতা তখন বাইট দিয়েছিলেন, ‘এ তো পরস্পরা, চলবেই।’

গণতন্ত্রে বিরোধিতা থাকবে, ভিন্নমত থাকবে, ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার থাকবে এবং ব্যালটে বা ইভিএম মারফতে ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার থাকবে, এটাই তো স্বাভাবিক, কিন্তু যেভাবেই হোক জেতার জন্য মরিয়া আগ্রাসী। রিপুতে এমন সুস্থ আদর্শ ভাবনার অবকাশ থাকে না। পশ্চিম উদার গণতন্ত্রে আবহ আমাদের দেশে নেই—এ স্বীর করেও এ রাজ্যে নির্বাচনে ক্রমবর্ধমান হিংসা ও বলপ্রয়োগের ঘটনায় আশঙ্কিত হতে হয় গণতন্ত্রের সুস্থ চর্চা এদেশে করার মতো পরিসর সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দলগুলিরও তেমন আগ্রহ আছে বলে বোধ হয় না। বরং ভোট বৈতরণী পার হতে অনেক অনৃতভাষণ চলে। এও দেখা যায় নির্বাচনী ভাষণে অকারণে উত্তেজনামূলক কথাবার্তায় কর্মীদের তাতিয়ে দেওয়া হয়, প্ররোচিত করা হয় অন্যায় অনৈতিক হিংসাত্মক কাজেও। যদিও এদেশেরই অন্য রাজ্যে নির্বাচনের দিন হিংসার বলি এত প্রাণ যায না। দুর্ভাগ্য, দলীয় স্বার্থে এমনকী কোনও বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বকেও বলতে হয় এরাজ্যে এমন নির্বাচনী হিংসার ঘটনাবালি নাকি বাঙালির রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয়। রাজনীতি সচেতনতার সঙ্গে হিংসার কি পারস্পারিক সম্পর্ক আছে তা সাধারণের বোধগম্য নয়। অন্যদিকে ক্ষমতায় থাকলে দলবৃদ্ধি এবং ক্ষমতাচ্যুত হলেই দলে ধস নামে কিন? নির্বাচনের আগে বা বিশেষ কিছু পদপ্রাপ্তির আশায় রাতারাতি দলবদল কোনও রাজনৈতিক সচেতনতা বা আদর্শবাদিতা থেকে হয়? এটা কি আরনস্বার্থে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

এমন নয় যে এর আগে কোনও নির্বাচনে প্রাণহানি হয়নি বা রক্ত ঝরেনি। ছাপ্পা ভোটের প্রচলন অনেক আগে থেকেই। প্রবীণরা স্মরণ করতে পারবেন যাটের দশকেও জাল ভোট যে একেবারে হত না তা নয়, তবে সেই জাল ভোটও দেওয়া হত যথারীতি লাইনে দাঁড়িয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে, সাধারণ অন্য অপেক্ষমান ভোটার কিংবা প্রিসাইডিং অফিসারের অসুদিভা না ঘটিয়ে এবং স্বাভাবিক ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়ায বিঘ্ন না ঘটিয়ে। তখন জাল ভোট দিতে গিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার একটি ভয়ও থাকত। এবং সেই ছাপ্পা ভোট সামগ্রিকভাবে ফলাফলকে খুব একটা প্রভাবিত করতে পারত না।

ভোট ‘রিগিং’ শব্দটি আসে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের সময় থেকেই সেই নির্বাচনে সশস্ত্র বুথে ঢুকে লাইনে দাঁড়ানো সাধারণ ভোটার এবং নির্বাচন কর্মীদের ভয় দেখিয়ে ব্যাপক ছাপ্পা ভোট দ্যেয়ার ঘটনা ঘটে, তৎকালীন কলকাতার প্রান্তিক এলাকায়ও। জরুরি অবস্থা পরবর্তী ১৯৭৭ সালের নির্বাচনেও রিগিংয়ের (অপ) চেষ্টা ছিল। বেপরোয়া মনোভাবে নির্বাচনী প্রশাসনকে উপেক্ষা করে যুথবদ্ধভাবে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে গণ ছাপ্পা ভোট দেওয়ার পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগের কৃতিত্ব তৎকালীন শাসক প্রায় শতাব্দী প্রাচীন এক জাতীয় দলের। সেকাজের রথী-মহারথীরা আজ প্রবীণ। কিন্তু সেসময়ও নির্বাচনের দিনে এমন রক্ত ঝরার আশঙ্কা থাকত না। সাধারণভাবে রাজনৈতিক সৌহার্দ্য ছিল সংশ্লিষ্ট সকলের মধ্যে। পরবর্তীকালে নব্য শাসককুলের কৃতকৌশল সে রিগিং উন্নতি লাভ করে ‘সায়েন্টিফিক রিগিং অভিধাপ্রাপ্ত। বেশ কিছুদিন প্রশাসনও নির্বাচনী কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিজ্ঞতা বলে, নির্বাচন কমিশনের অধীনে চলে গেলেও বাস্তবে অনেক ক্ষেত্রে নির্বাচন কর্মী ও আধিকারিকদের উপর রাজ্যের শাসকদল বা তাদের শাখা সংগঠন ও স্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের এক প্রচ্ছন্ন প্রভাব খাটানোর প্রবণতা থাকে এবং সেই আবহের সূচনা আশির দশকের গোড়া থেকে, এটা প্রকট হয় পঞ্চায়েত ও পুর নির্বাচনের সময় সেই ট্র্যাটিশন আজও সমানে চলছে।

পরিশেষে বলি সবটাই হতাশার অন্ধকার না হলেও গত শতাব্দীর নয়ের দশকে টি এন শেসন নামের এক অনন্য নির্ভীক দক্ষিণী ব্রাহ্মাণের হাত ধরে বারতের নির্বাচন কমিশনের প্রাপ্ত শিখরজী মর্যাদা ক্রমশ ক্ষয় হতে হতে আজ অনেকটাই ম্লান। যদিও শীর্ষ আদালতের চেতাবনিতে অতি সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গের দায়ে কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছে। লক্ষ্যণীয় এবারই সম্ভবত প্রথম কমিশন অনেক প্রার্থীর (যার মধ্যে প্রাক্তন মন্ত্রীও আছেন) বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে প্রচারের অধিকার সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করেছে। এটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

**(সৌজন্য দৈঃ স্টেচসমান)**

# বকুলতায় বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার প্রচুর পরিমাণে নগদ টাকা, দু’’জন মহিলা-সহ ধৃত ৪

বকুলতলা (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৭ মে (হি.স.): আগামী ১৯ মে লোকসভা নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবে। নির্বাচনের মাত্র দু’’দিন আগেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার বকুলতলায় বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে উদ্ধার হল ২৪ লক্ষের বেশী নগদ টাকা। এছাড়াও উদ্ধার হয়েছে ১০ লক্ষ টাকার একটি চেকও।
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে নাকা চেকিং-এর সময় বিজেপি নেতার গাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা উদ্ধার করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ। বিজেপি নেতার নাম হল-মিন্টু হালদার। তিনি বারুইপুর মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক। এই ঘটনায় গাড়ির চালক-সহ মোট চারজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বকুলতলা থানার বুড়োর ঘাট এলাকা থেকে গাড়িটিকে আটক করে পুলিশ। গোপনসূত্রে জয়নগর ও বকুলতলা থানার পুলিশ খবর পায় নির্বাচনের জন্য প্রচুর পরিমাণে নগদ টাকা এলাকায় ঢুকছে। বিজেপির জেলা কার্যালয় থেকে বিভিন্ন জায়গায় নগদ টাকা পাঠানো হচ্ছে রাতের অন্ধকারে। এছাড়াও খবর পাওয়া যায় বৃহস্পতিবার রাতে কুলতলি এলাকাতেও টাকা পাঠানো হচ্ছে। সেই খবর পেয়ে জয়নগর ও বকুলতলা থানার পুলিশ বারুইপুর থেকে কুলতলি যাওয়ার সমস্ত রাস্তায় নাকা চেকিং শুরু করে। বৃহস্পতিবার রাতে নাকা চেকিং-এর সময় বকুলতলা থানার পুলিশ সন্দেহজনক একটি সাদা জাইলো গাড়িকে আটক করে। গাড়িটি বারুইপুর বিজেপি জেলা কার্যালয় থেকে কুলতলির দিকে যাচ্ছিল। গাড়িতে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ। সেখানে বিজেপির দলীয় পতাকা, ফেস্টুনের পাশাপাশি গাড়িতে বসে থাকা দুই মহিলা, যথাক্রমে সরস্বতী হালদার ও নমিতা সরদারের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ২৪ লক্ষ ১২ হাজার টাকা। এছাড়াও বিজেপি নেতা মিন্টু সরদারের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ১০ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকার একাউন্ট পেয়ি চেক। চেকে জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ অশোক কান্ডারির সই করা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে অবহিত করে পুলিশ। ভোটের প্রাক্কালে বিপুল পরিমাণ টাকা কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, কি কারণে এত টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তবে, পুলিশি জেরায় ধৃতরা জানিয়েছেন, নির্বাচনের খরচের জন্য এই টাকা তারা বিজেপির দলীয় জেলা কার্যালয় থেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বকুলতলা থানার পুলিশ।

# ভোট প্রচারের অন্তিম দিন : রাজনৈতিক অশান্তির জেরে উত্তপ্ত নানা অঞ্চল, আক্রান্ত শমীক-মুকুল-বিকাশ

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের শেষ দফার ভোটের প্রচার শেষ হতে না-হতেই বৃহস্পতিবার রাতে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক গন্ডগোলের ঘটনা ঘটে। কৃষ্ণনগরে খুন হন বিজেপি-র এক কর্মী। আবার দমদম ও যাদবপুরে গন্ডগোল হয়। আক্রান্ত হয়েছে বিজেপি প্রার্থীর গাড়ি। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের ছাপড়ার হারাধন মৃধাকে (৪৬) বৃহস্পতিবার রাতে আততায়ীরা খুন করে। এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। বিজেপি-র বক্তব্য, আততায়ীরা তৃণমূল আশ্রিত। হারাধনবাবু ভীমপুর থানার অধীন ১৫৭ নম্বর বুথের বিজেপি কর্মী ছিলেন। অন্যদিকে, একটি অতিথিশালায় মুকুল রায়ের সঙ্গে স্থানীয় এক সিপিএম নেতার বৈঠকের অভিযোগকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দমদমের নাগেরবাজার। বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূল সমর্থকরা ওই অতিথিশালার বাইরে বিক্ষোভ দেখান। তৃণমূলের অভিযোগ, বৃহস্পতিবার রাত সওয়া ১০টা নাগাদ শমীক ভট্টাচার্য ও মুকুল রায় অতিথিশালায় ওই স্থানীয় সিপিএম নেতার সঙ্গে বৈঠক করতে যান। দক্ষিণ দমদম পুরসভার তৃণমূল কাউন্সিলর অভিজিৎ মিত্রের অভিযোগ, সিপিএমের পল্টু দাশগুপ্তের সঙ্গে বৈঠক করতে মুকুলবাবু ও শমীকবাবু ওই অতিথিশালায় ঢুকেছিলেন। তৃণমূল কর্মীরা দেখতে পেয়ে অতিথিশালা ঘিরে ফেলেন। স্থানীয় লোকজনও ঘেরাওয়ে যোগ দেন। অভিজিৎবাবুর অভিযোগ, “বিলি করার জন্য গাড়িতে করে টাকা আনা হয়েছিল। আমরা বারে বারেই বলছিলাম, বিজেপি ও সিপিএম জোট বেঁধেছে। এ দিনের ঘটনা সেটাই প্রমাণ করল”।
এ প্রসঙ্গে শুক্রবার সকাল সাড়ে ন’টায় ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে শমীকবাবু বলেন, “গতকাল রাতে মুকুল রায় এখানে এসেছিলেন। রাজু নামে সিপিএম থেকে আমাদের দলে আসা এক ঘনিষ্ঠ বেশ কিছুদিন ধরে ওঁর ফ্ল্যাটে খেতে যাওয়ার অনুরোধ করছিলেন। নাগেরবাজার বাটার বিপরীতে একটি ভবনে ওপরতলায় ওঁর ফ্ল্যাট। নিচে পার্টি অফিস। ওখানে আমাদের গাড়িকে লক্ষ্য করে তৃণমূলের কিছু ছেলে ইট ছোড়ে। গাড়ির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। মুকুল রায়ের গাড়িতে তৃণমূলের ছেলেরা আগুন ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। বাধা দিতে গিয়ে স্থানীয় পুলিশ আক্রান্ত হয়। আহত হয়েছেন দমদম থানার আইসি। তাঁর হাতের তালু ফেটে গিয়েছে। বিএসএফ, সিআরপিএফ জওয়ানরা এসে আমাদের উদ্ধার করেন।” পুলিশ সূত্রের খবর, এই ঘটনার পর এলাকায় বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। এ ব্যাপারে স্থানীয় কংগ্রেস প্রার্থী সৌরভ সাহা-র প্রতিক্রিয়া জানতে সকাল ন’টায় ফোনে যোগাযোগ করা হলে সোমনাথ নামে তাঁর এক সঙ্গী ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেন,“দাদা অসুস্থ। আমরা শেষ প্রচারে ব্যস্ত ছিলাম। ঘটনা একটা ঘটেছে। কিন্তু বিশদ জানি না। সবই শোনা কথা।’
প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে বিজেপি-সিপিএম গোপন বৈঠক এবং টাকা বিলির অভিযোগকে ঘিরে উত্তাল হয়ে ওঠে দমদম নাগের বাজার এলাকা। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকেরা সেখানে বাবুতলায় একটি অতিথি নিবাসে দমদম লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্য, বিজেপি নেতা মুকুল রায় এবং দমদমের বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা পল্টু দাশগুপ্তকে প্রায় দু’ঘণ্টা ঘেরাও করে রাখেন। বিক্ষোভের মধ্যেই শুরু হয় ভাঙচুর। স্থানীয় জনতাও তাতে যোগ দেয়। ভাঙচুর হয় তিনটি গাড়ি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠি চালায়। গাড়ির কাচে হাত কেটে যায় দমদম থানার আইসি-র। পরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরাও ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। ঘণ্টা দুয়েক পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
শেষ দিনের প্রচারে আক্রান্ত হন যাদবপুর কেন্দ্রের সিপিএম প্রার্থী বিকাশ ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার ইএম বাইপাসের ধারে কলকাতা পুরসভার ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের শহিদ স্মৃতি কলোনিতে। ঘটনাচক্রে এই ওয়ার্ডেরই বাসিন্দা বিকাশবাবু। তাঁর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, প্রচারে বাধা দেওয়াকে কেন্দ্র করে উভয় দলের সমর্থকদের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হয়। এর আগেও ওই ওয়ার্ডের অন্যত্র প্রচারে নেমে কিছু তৃণমূল সমর্থকের বিক্ষোভের মুখে পড়েন তিনি। তৃণমূল অবশ্য হামলার অভিযোগ অস্বীকার করেছে। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার অনন্যা চট্টোপাধ্যায় বিকাশবাবুর উপর আক্রমণের অভিযোগ নস্যাৎ করে বলেন, মেয়র থাকাকালীন বিকাশবাবু একদিনও ওই কলোনিতে যাননি। বিধায়ক সুজন চক্রবর্তীরও টিকি দেখেনি এলাকার মানুষ। তাই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা এদিন শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ দেখিয়েছে মাত্র। কাউকে মারধর বা আক্রমণ করা হয়নি। থানা সূত্রে বলা হয়েছে, পুলিসের সামনে উভয়পক্ষের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি হলেও তাদের সময়োচিত হস্তক্ষেপে বড় ধরনের হাঙ্গামা হয়নি। বিকাশবাবুর তরফে জানান হয়, এদিন বিকেলে ওই কলোনিতে পদযাত্রা শুরু করার পরেই কিছু তৃণমূল সমর্থক পথ আটকে দাঁড়ায়। বাধা সত্ত্বেও বিকাশবাবুরা এগিয়ে যেতে চাইলে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধস্তাধস্তিতে এক মহিলা আইনজীবীর পোশাক ছিঁড়ে যায়। এক পার্টিকর্মী জখম হন। বিকাশবাবুকেও ধাক্কা দেওয়া হয়। পুলিসের সামনে ঘটনা ঘটলেও গোড়ায় তারা নিষ্ক্রিয়ই ছিল। পরে নির্বাচন কমিশনের এক পর্যবেক্ষককে বিষয়টি সবিস্তারে জানান বিকাশবাবু। দমে না গিয়ে কলোনির তিনটি ব্লক পরিক্রমা করে পথসভাও করেন তিনি।

# নির্বাচনে দশভূজা/ “প্রার্থী হয়েছি পার্টির দুঃসময়ে, তাও আমরা আশাবাদী“ কনীনিকা

কলকাতা, ১৭ মে (হি স)। এর আগেও দু’বার ভোটে দাঁড়িয়েছেন। জিততে পারেননি। তাতে কী? এবার প্রবল আশা নিয়ে অপেক্ষা করছেন রবিবারের জন্য। তিনি কনীনিকা ঘোষবোস। কলকাতা উত্তরের সিপিএম প্রার্থী।
লোকসভা ভোটে যে কেন্দ্রে তৃণমূল এবং বিজেপি-র থুই হেভিওয়েট প্রার্থী সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আর রাহুল সিনহা কোমড় বেঁধে নেমেছেন, সেখানে কতটা স্বস্তিতে? শুক্রবার সকালে কনীনিকা ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বললেন, “আসলে সেই অর্থে নির্বাচনী অঙ্গণে এসেছি পার্টির দুঃসময়ে। কিন্তু হাল ছাড়তে আমরা রাজি নই। সূর্যকান্ত মিশ্র, বিমানদা (বসু), সেলিমদা (মহম্মদ সেলিম), প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত-সহ নেতা-নেত্রীরা সবাই প্রচারে এসেছেন। আমিও চেষ্টা করেছি সবার কাছে যাওয়ার। আশা তো তাই থাকছেই।“
কিন্তু কে এই কনীনিকা? এই প্রতিবেদককে শোনালেন সে কথা বাবা ছিলেন কার্টার পুলারের কর্মী। বামপন্থী পরিবার। উচ্চ মাধ্যমিকে ছিল সায়েন্স। ’৮৬-তে এইচএস পাশ। বেলঘড়িয়া মহাকালি গার্লসের পর জয়পুরিয়ায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা। এর পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ, রবীন্দ্রভারতী থেকে বিএড পাশ।
আঁচল গাছ-কোমর করে বাঁধা, হাতজোড়ে কলকাতা উত্তরের অলি-গলি-পাকস্থলী, বাজার-পাড়ায় হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে চেনাচ্ছেন প্রাক্তন স্কুলশিক্ষিকা। বলছেন, “কাস্তে, হাতুড়ি, তারা আমার প্রতীক। আমি আপনাদের পাশে থাকব। জেলে যাব না। টাকা চুরি করব না!”
কনীনিকা জানালেন, ক্লাশ ইলেভে থেকে এসএফআইয়ের একনিষ্ঠ কর্মী। প্রায় দু’দশক ধরে বেলেঘাটা দেশবন্ধু গার্লসে শিক্ষকতা করছেন। এর মধ্যে ২০১১ এবং ২০১৬-তে সিপিএমের প্রার্থী হয়েছেন। স্বামী এলআইসি-র ডেভলপমেন্ট অফিসার। মেয়ে সম্পৃক্তা বিএসসি পরীক্ষা দিল। ওর বিষয় বটানি। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে বাড়ি বাড়ি ভোট চাইতে গিয়েছেন যাঁরা, তাঁদের কাছে সুদীপের সিবিআইয়ের হাতে গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা যে যথেষ্ট অস্বস্তির কারণ হবে তা আগে থেকেই অনুমান করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। প্রচারে সংবেদনশীল এই জায়গাটাতেই খোঁচা দিয়েছিলেন উত্তর কলকাতার সিপিএম প্রার্থী কনীনিকা ঘোষ। প্রচারে বেরিয়ে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে সিপিএম প্রার্থী বলেন, ‘উনি নির্দোষ কি না, সেটা এখনও প্রমাণিত নয়। আপনারা সততার বিষয়টাকে অনুগ্রহ করে প্রাধান্য দিন।’
বয়সের নিরিখে এই কেন্দ্রের চার বড় দলের প্রার্থীর সর্বকনিষ্ঠ কনীনিকা। সুদীপবাবু (৭০) এবং রাহুল সিনহা (৫৫) ছাড়া আছেন কংগ্রেসের সৈয়দ শাসিদ ইমাম (৫৭)। কনীনিকার সিভি-তে দেখা যাচ্ছে বাড়ি বেলখাছিয়ায়। সম্পত্তি বলতে কিছু অলঙ্কার এফং আমানত। ভোট-ডায়েট হল ভাত-মাছ, হালকা খাবার এবং টক দই। প্লাস পয়েন্ট সুবক্তা, সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার। মাইনাস পয়েন্ট দলীয় সংগঠন এখন আর মোটেই মজবুত নয়। প্রচারে মাস্ট নুন-চিনির জল, লেবুর সরবৎ।
এ হেন কনীনিকার জন্য এলাকার সিপিএমের সমর্থকরা ছাড়াও প্রচারে নেমেছে একাধিক গোষ্ঠী। কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন করেছে। প্রেসিডেন্সির বামপন্থী ছাত্রসংগঠন সমাবেশ করেছে, প্রচার চালিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে।
রাজধানী শহরের ভোটে তাঁর দল অনেক দিনই দুর্বল। তবু গোটা কলকাতা সিপিএম দু’ভাগ হয়ে উত্তরে তাঁর আর দক্ষিণে নন্দিনী মুখোপাধ্যায়ের হয়ে নেমে গিয়েছে লড়াইয়ে। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদক এবং সিপিএম প্রার্থী কনীনিকা বসু (ঘোষ) সোজাসাপ্টাই বলছেন, “এলাকায় কাউন্সিলর, বিধায়ক, সাংসদ সবই শাসক দলের। আমাদের সংগঠন এখানে এখন আগের মতো নেই। প্রার্থী হিসেবে আমাকে তাই প্রত্যেক ভোটারের কাছে পৌঁছতে হচ্ছে। অনেক বেশি খাটতে হচ্ছে।” কখনও সমকামী মহিলা-পুরুষ, উভকামী, রূপান্তরকামীদের সঙ্গে, কখনও ছাত্র-ছাত্রী বা সিনিয়র সিটিজেন, আবার কখনও প্রতিবন্ধী মানুষের সঙ্গে আলাদা করে মুখোমুখি বসছেন কনীনিকা।উত্তর কলকাতায় ৬০টি ওয়ার্ডের মধ্যে ৫০টিই তৃণমূলের দখলে। এটা কনীনিকার কাছে মাথাব্যথার একটা কারণ তো বটেই। ভাবাচ্ছে বড়বাজারের পোস্তা, জোড়াবাগান, নিমতলা, জোড়াসাঁকোর মতো এলাকা। বিধানসভা ভোটে এখানে গেরুয়া-হাওয়া তেমন জোরাল ছিল না। এখন সেই হাওয়া বেশ জোড়ে বইছে। কনীনিকা কথাটির মূল আভিধানিক অর্থ চোখের মণি। ভোটে হারুন বা জিতুন পার্টির কাছে কনীনিকা চোখের মণিই হয়ে থাকবেন। কারণ, ওঁদের প্রার্থী দল।

# ফের সস্তা পেট্রোল, মধ্যবিত্তের দুঃশ্চিন্তা বাড়িয়ে খানিকটা মহার্ঘ্য ডিজেল

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): পুনরায় দাম কমল পেট্রোলেরঊ পাশাপাশি ডিজেলের দাম বাড়ায় দেশজুড়ে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে আমজনতা। মধ্যরাত থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাই, যথাক্রমে এই চারটি মেট্রো সিটিতে সস্তা হয়েছে পেট্রোলঊ এছাড়াও উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে দামি হয়েছে ডিজেল। নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.০৮ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.০৮ পয়সা (কলকাতা), ০.০৮ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের দাম কমেছে ০.০৯ পয়সাঊ পাশাপাশি উপরোক্ত চারটি মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম বেড়েছে যথাক্রমে, ০.০৫ পয়সা (নয়াদিল্লি), ০.০৫ পয়সা (কলকাতা), ০.০৬ পয়সা (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম বেড়েছে ০.০৬ পয়সাঊ আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কখনও বাড়ছে কখনও আবার কমছে, সামঞ্জস্য রাখতেই তেলের দাম ওঠানামা করছে দেশেওঊশুক্রবার নয়াদিল্লি-সহ চারটি মেট্রো সিটিতে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে, ৭১.১০ টাকা প্রতি লিটার দিল্লিতে, কলকাতায় লিটার প্রতি পেট্রোলের দাম হল, ৭৩.১৭, মুম্বইয়ে পেট্রোলের দাম কমে হয়েছে ৭৬.৭১ টাকা এবং চেন্নাইয়ে পেট্রোলের নতুন দাম হল, ৭৩.৭৯ঊ পাশাপাশি চারটি মেট্রো সিটিতে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে, ৬৫.৯৬ (নয়াদিল্লি), ৬৭.৭১ (কলকাতা), ৬৯.১১ (মুম্বই) এবং চেন্নাইয়ে লিটার প্রতি ডিজেলের দাম বেড়ে হয়েছে ৬৯.৭২ টাকা।

# উত্তর প্রদেশে ট্রাকে ধাক্কা বেপরোয়া গাড়ির, অকালেই মৃত্যু ৭ জনের

দেউরিয়া (উত্তর প্রদেশ), ১৭ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের দেউরিয়া জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি গাড়িঊ বৃহস্পতিবার রাতের ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৭ জনঊ বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে দেউরিয়া জেলার খুখুণ্ডু থানার অন্তর্গত বাইরোনা গ্রামের কাছেঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-বিহারের সিওয়ান জেলার বাসিন্দা আছে লাল (৫২), গোরক্ষপুরের বাসিন্দা সন্তোষ সিং (৩২), রাকেশ যাদব (২২), শশাঙ্ক মণি (৩০), চন্দ্রেশ সিং (৫০), অনিল শ্রীবাস্তব (৫০) এবং দেউরিয়ার বাসিন্দা ওম প্রকাশ যাদব (৪৫)।
খুখুণ্ডু থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) শ্যামল যাদব জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাতে বাইরোনা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা মারে বেপরোয়া একটি গাড়িঊ জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ছ’জনেরঊ পরে আরও হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় আরও একজনের মৃত্যু হয়েছেঊ পুলিশ অফিসার আরও জানিয়েছেন, অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছিলেন তাঁরাঊ গভীর রাতে সোনুঘাট-বারহাজ রোড ধরে তাঁরা ফিরছিলেনঊ রাতের অন্ধকারে বাইরোনা গ্রামের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকে ধাক্কা গাড়িটিঊ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৭ জনেরঊ মামলা রুজু করে দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, ফের একবার মোদী সরকার মধ্যপ্রদেশের প্রত্যয়ী প্রধানমন্ত্রী

খরগোনে (মধ্যপ্রদেশ), ১৭ মে (হি.স.): কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছ থেকে কামরুপ, গোটা দেশের মুখে এখন একটাই কথা, ফের একবার মোদী সরকারঊ শুক্রবার মধ্যপ্রদেশের খরগোনে-তে নির্বাচনী জনসভায় এমনই দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীঊ একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন, এবার ৩০০ আসন অতিক্রম করবে ভারতীয় জনতা পার্টিঊ আগামী ১৯ মে (রবিবার) উনিশের লোকসভার নির্বাচনের সপ্তম তথা অন্তিম দফার ভোটগ্রহণঊ ১৯ মে মধ্যপ্রদেশের আটটি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ নির্বাচনী প্রচারের অন্তিম দিনে শুক্রবার মধ্যপ্রদেরে খরগোনে-তে নির্বাচনী জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রীঊ এদিন ভোটারদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘এই রবিবার আপনারা যখন ভোট দিতে যাবেন, তখন আপনারা নিজেরাই ইতিহাস রচনা করবেনঊ কয়েক দশক পর আপনারা পুনরায় পুন্য সংখ্যাগরিষ্ঠতায় সরকার নির্বাচন করবেনঊ’
এরপরই প্রত্যয়ের সুরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, কচ্ছ থেকে কামরুপ, গোটা দেশের মুখে এখন একটাই কথা, ফের একবার মোদী সরকারঊ’ উল্লেখ্য, আগামী রবিবার মধ্যপ্রদেশের আটটি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবেঊ যে সমস্ত আসনে ভোটগ্রহণ হবে সেগুলি হল-দেওয়াস, উজ্জয়িনী, মান্দসৌর, রতলাম, ধার, ইন্দোর, খারগোনে এবং খান্দোওয়া।

# প্রয়াত প্রবীণ কংগ্রেস নেতা কাদাভূর সিভাদাসান, শোকজ্ঞাপন কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর

তিরুবনন্তপুরম ও কোল্লাম, ১৭ মে (হি.স.): দীর্ঘ রোগভোগের পর প্রয়াত হলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী কাদাভূর সিভাদাসানঊ শুক্রবার সকালে তিরুবনন্তপুরমে একটি প্রাইভেট হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী কাদাভূর সিভাদাসানঊ মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছরঊ দলীয় সূত্রের খবর, বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে অসুস্থ ছিলেন কেরলের পাঁচ-বারের বিধায়ক কাদাভূর সিভাদাসানঊ চিকিতাধীন ছিলেন তিরুবনন্তপুরমের একটি প্রাইভেট হাসপাতালেঊ শুক্রবার সকালে হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় জীবনাবসান হয়েছে তাঁরঊ
সক্রিয় শ্রমিক নেতা কাদাভূর কেরল সরকারের শ্রম, আবগারি, বন এবং বন্যাপ্রাণী দফতেরর দায়িত্ব সামলেছিলেনঊ ১৯৭৭ সালে কেরল প্রভিসিওনাল ইউনাইটেড ট্রেন ইউনিয়ন কংগ্রেসের সেক্রেটারি ছিলেন সিভাদাসানঊ কেরলের কোল্লাম এবং কুন্দারা থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন তিনিঊ প্রবীণ কংগ্রেস নেতার প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নঊ শোকবার্তায় পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, কোল্লামে শ্রমিক আন্দোলনের স্মরণীয় ভূমিকা ছিল সিভাদাসানের।

# স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে বিপত্তি, বারুইপুরে গুরুতর আহত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জাওয়ান

বারুইপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৭ মে (হি.স.): স্কুলের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে বিপত্তি। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে গুরুতর আহত হলেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর একজন জওয়ান। আহত জওয়ানের নাম হল-তাজু মার্ক। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই জওয়ানকে উদ্ধার করে প্রথমে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হলেও, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাজু মার্ক নামে ওই জওয়ানকে কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
আগামী ১৯ মে যাদবপুর সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবে। তার আগে বৃহস্পতিবারই বারুইপুর-এর দক্ষিণ দুর্গাপুর তিলোত্তমা বালিকা বিদ্যালয়ে এসে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি দল। সূত্রের খবর, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন বৃহস্পতিবার রাতে ওই স্কুলের ছাদে বসে মদ্যপান করছিল। সেই সময় কোনও কারণে বেসামাল হয়ে তাজু মার্ক নামে একজন জওয়ান নীচে পড়ে যান। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই জওয়ানকে উদ্ধার করে বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু, শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাজু মার্ক নামে ওই জওয়ানকে কলকাতায় ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আপাতত তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল।

# সপ্তম দফায় সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটের দাবি : শুক্রবার নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছেন বিরোধীরা

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): তৃণমূলের বিরুদ্ধে নির্বাচনী নির্দেশিকা লঙ্ঘণের অভিযোগ আনল বিজেপি। এই অভিযোগ এবং আগামী রবিবার রাজ্যের ন’’টি সংসদীয় আসনে সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটের দাবি জানাতে শুক্রবার বিজেপি-র এক প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনে যাচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাত ১০টায় নির্বাচনী প্রচারের সময়সীমা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরেও তৃণমূল প্রচার চালিয়েছে বলে অভিযোগ। শুক্রবার নির্বাচন কমিশনের কাছে এই বিষয়টি পেশ করবেন বিজেপি-র রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এবং দলের রাজ্য নির্বাচন কমিটির সদস্য শিশির বাজোরিয়া। অন্যদিকে, ষষ্ঠ দফার ভোটে ব্যাপক বুথ দখলের এবং হিংসার ঘটনা ঘটেছে, এমনই অভিযোগ বিরোধীদের। ওই সব বুথে পুনর্নির্বাচনের দাবিতে এবং সপ্তম দফায় সুষ্ঠু ও অবাধ ভোটের দাবিতে শুক্রবার দুপুরে নির্বাচন কমিশনে বিক্ষোভ দেখাবে বামপন্থী সংগঠন ‘সেভ ডেমোক্রেসি’। ‘সেভ ডেমোক্রেসি’-র (পশ্চিমবঙ্গ) সাধারণ সম্পাদক চঞ্চল চক্রবর্তী এ খবর জানিয়েছেন।

# বিতর্কিত মন্তব্য প্রজ্ঞার : রিপোর্ট জমা পড়ল মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন কমিশনে

ভোপাল, ১৭ মে (হি.স.): প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর মানেই বিতর্ক! তাঁর নামের সঙ্গে বিতর্ক প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছে।
জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে ‘দেশভক্ত’ বলে আখ্যা দিয়েছেন ভোপাল কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরঊ পরে অবশ্য ক্ষমাও চাইছেনঊ কিন্তু, বিতর্ক পিছু ছাড়ছে নাঊ সম্প্রতি নাথুরাম গডসের প্রসঙ্গ তুলে দক্ষিণী অভিনেতা তথা রাজনীতিক কমল হাসান বলেছিলেন, ‘ভারতের প্রথম উগ্রপন্থী একজন হিন্দুই ছিলেনঊ তিনি মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেঊ’ কমল হাসানের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর বলেছেন, ‘নাথুরাম গডসে দেশপ্রেমিক ছিলেন, দেশপ্রেমিক আছেন এবং দেশপ্রেমিকই থাকবেনঊ’ পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে প্রজ্ঞা বলেছিলেন, ‘কারও ভাবাবেগকে আঘাত করার অভিপ্রায় ছিল না আমারঊ যদি কাউকে আঘাত করে থাকি, তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।
’কিন্তু, বিতর্ক পিছু ছাড়ছে নাঊ প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের বিতর্কিত এই মন্তব্যের জন্য বৃহস্পতিবারই মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন কমিশনের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট তলব করেছিল নির্বাচন কমিশনঊ শুক্রবার সকালেই মধ্যপ্রদেশের আগর মালবা জেলার জেলা নির্বাচনী অফিসার বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দিয়েছে মধ্যপ্রদেশ নির্বাচন কমিশনে।
এবার নির্বাচন কমিশন কী সিদ্ধান্ত নেয়, সেই অপেক্ষায় দেশের রাজনৈতিক মহলঊ প্রসঙ্গত, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারীকে ‘দেশভক্ত’ আখ্যা দেওয়ায়, প্রজ্ঞার মন্তব্যের জন্য দেশের প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই সমালোচনায় সরব হয়েছে।

# ভোট-পরবর্তী অশান্তি অব্যাহত নদিয়া : চাপড়ায় খুন বিজেপি বুথ কর্মী, অভিযুক্ত তৃণমূল

নদিয়া, ১৭ মে (হি.স.): ভোট মিটলেও, অশান্তি অব্যাহত নদিয়া জেলায়ঊ নদিয়া জেলায় এবার তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলায় প্রাণ হারালেন ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র একজন সক্রিয় বুথ কার্যকর্তাঊ মৃত বিজেপি কর্মীর নাম হল, হারাধন মৃধা (৪৬)ঊ নদিয়া জেলার কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চাপড়া বিধানসভার ১৫৭ নম্বর বুথের (ভিমপুর থানা এলাকা) কার্যকর্তা ছিলেন হারাধন মৃধাঊ স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হামলাতেই প্রাণ হারিয়েছেন হারাধন মৃধা।
মৃত বিজেপি কর্মীর পরিবারের দাবি, গ্রামের মন্দিরের চাতালে ঘুমিয়েছিলেন ভিমপুর থানার ছয়ের পাতায়

# সমস্ত ধর্মেই সন্ত্রাসবাদীদের প্রাচুর্য রয়েছে, নতুন সংযোজন কমল হাসানের

চেন্নাই, ১৭ মে (হি.স.): মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে ‘স্বাধীন ভারতের প্রথম সন্ত্রাসবাদী’ আখ্যা দিয়ে ইতিমধ্যেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছেন দক্ষিণী অভিনেতা তথা রাজনীতিক কমল হাসানঊ তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে নির্বাচনী প্রচারে কমলকে লক্ষ্য করে উড়ে আসে চপ্পলঊ তিরুচিরাপল্লীর জনসভায় আবার পাথরও ছোড়া হয়। এতকিছুর পরও দমলেন না কমল। দক্ষিণী অভিনেতার নতুন সংযোজন, ‘সমস্ত ধর্মেই সন্ত্রাসবাদী প্রাচুর্য রয়েছে। একইসঙ্গে কমল হাসান জানিয়েছেন, ‘গ্রেফতার হওয়ার ভয় নেই আমার।

ছয়ের পাতায়

# শ্রীনগর এবং অবন্তীপোরা বিমানঘাঁটিতে জঙ্গি হামলার আশঙ্কা, জারি উচ্চ সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): আবারও সন্ত্রাসবাদী হামলার আশঙ্কা জম্মু ও কাশ্মীরেঊ শ্রীনগর বিমানঘাঁটি এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার অবন্তীপোরা বিমানঘাঁটিতে হামলা চালাতে সন্ত্রাসবাদীরাঊ গোয়েন্দা সূত্রের খবর, শ্রীনগর বিমানঘাঁটি এবং অবন্তীপোরা বিমানঘাঁটিতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে সন্ত্রাসবাদীরাঊ জঙ্গি হামলার আশঙ্কায় ইতিমধ্যেই শ্রীনগর বিমানঘাঁটি এবং অবন্তীপোরা বিমানঘাঁটিতে উচ্চ সতর্কতা জারি করা হয়েছেঊ রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে পৃথক দু’টি বিমানঘাঁটিতে। ছয়ের পাতায়

# দাগী আসামীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : দাগী আসামীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানাল ভোটকর্মী ঐক্য মঞ্চ। শুক্রবার সংগঠনের যুগ্ম আহ্বায়ক স্বপন মন্ডল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে এই আবেদন জানান।
স্বপনবাবু এদিন বলেন, গত ৫ এবং ১৫ মে নির্বাচন আধিকারিকের কাছে আমরা এ ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ করেছিলাম। তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্টুরাম পাখীরা এবং ববি হাকিমের ওপর বিশেষ নজর রাখার ব্যাপারে আমাদের আবেদন কতটা মান্যতা পেল, তা বুঝতে পারলাম না। আগের চিঠিতে জয়নগরের সেলিম নস্কর, ভাঙড়ের আরাবুল ইসলাম, হাসনাবাদের ফিরোজ কামাল গাজি, দেগঙ্গার জাহাঙ্গীর নূর প্রমুখকে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে দিলে গণতন্ত্র অর্থহীন বলে প্রমাণিত হবে। ভোটকর্মীরা এখনও কেন রবিবারের ভোটের পোস্টাল ব্যালট পেলেন না, সেটিও স্বপনবাফু জানতে চেয়েছেন নির্বাচন কমিশনে।

# হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

## কিশোর-কিশোরীদের বিষন্নতার ঝুঁকি বাড়ায় পাঁচগুণ বেশি

যেসব কিশোর কিশোরী ১৫ বছর বয়সের মধ্যে ভীষরভাবে পথ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে পড়ে, তাদের বিষন্নতা রোগ হওয়ার ঝুঁকি তিনগুণ বেশি থাকে বলে দাবি করেছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। তারা আরও দাবি করেন, নিজের শরীরের ক্ষতি করার কারণে ১৮ বছর বয়সীদের ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি আরও বেশি প্রায় পাঁচগুণ।

সম্প্রতি মেডিকেল জার্নাল ল্যানসেটে এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

এতে নেতৃত্ব দেন যুক্তরাজ্যের দ্য ইউনিভার্সিটি অব অক্সফোর্ড গবেষক ড. লুসি বোস। তিনি বলেন, গথই বিষন্নতার একমাত্র কারণ এটা আমরা বলছি না। গবে গবেষণায় দেখা গেছে, অন্যদের তুলনায় গথ সংস্কৃতির ধারক কিশোর কিশোরীরা তুলনামূলক বেশি বিষন্নতায় ভোগে এবং নিজের শরীরের ক্ষতি করে।

অতীতের একটি গবেষণায় দেখা গেছে সমসাময়িক পথ সংস্কৃতির ধারক কিশোর কিশোরীরা ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের শরীরে ক্ষতি করে। অনেক ক্ষেত্রে পারিবারিক বা বন্ধুদের প্রভাবেও তারা এমন কাজ করে থাকে।

গবেষণায় অভিভাবক এবং শিশুদের উপর করা দ্য ইউকে অ্যাভন লঙ্গিচুডিনাল এর তথ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে, ১৫ বছরের মধ্যে যেসব কিশোর কিশোরী গথ উপ সংস্কৃতির দিকে ঝুঁকে নিজের শরীরের ক্ষতি করে তাদের ক্ষেত্রে যৌবনের শুরুতে বিষন্নতা রোগ দেখা দেওয়ার ঝুঁক সবচেয়ে বেশি থাকে।

প্রায় ৩ হাজার ৬শ ৯৪ জন কিশোর কিশোরীদের ওই গবেসণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৫ থেকে ১৮ বছর বয়সী এদের প্রত্যেকের ভেতরেই বিষন্নতার লক্ষণ পাওয়া যায়।

প্রাথমিকভাবে গবেষকরা মনে করেছেন, যেসব কিশোর কিশোরী গথ সংস্কৃতিতে ঝুঁকে নিজেদের শরীরের ক্ষতি করছে, ভবিষ্যতে তারা বিষন্নতায় ভুগবে। তবে এক্ষেত্রে পরিবার, সমাজ এবং ব্যক্তি নিজেও গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি ব্যক্তির মানসিক অবস্থা, আচরণ, মায়ের মানসিক স্বাস্থ্য নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। এটি একটি পর্যবেক্ষণীয় গবেষণা হওয়ায় চূড়ান্ত করেকোনো কারণও প্রভাব ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, যোগ করেন গবেষকরা।

তাদের মতে , এ গবেষণা গথ সংস্কৃতির যারা বিষন্নতায় ভুগছেন, তাদের সহায়তা করতে সূত্র হিসেবে কাজ করবে।

গবেষণা সহযোগী যুক্তরাজ্যের দ্য ইউনিভার্সিটি অব ব্রিস্টলের গবেষক ড. রেবেকা পেয়ারসন বলেন, যেসব কিশোর-কিশোরীরা বিষন্ন বা নিজেদের ক্ষতি করার প্রবণতা রয়েছে তারা গথ সংস্কৃতির প্রতি আকৃস্ট হতে পারেন।

ভিন্নভাবেও বলাযেতে পারে, যেসব কিশোর কিশোরী গথ সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট তাদের আচরণে বিচ্ছিন্ন ও আঁতলামিভাব বেশি প্রকাশ পায়। ইংরেজি মুভিতে মাঝে মাঝেই আমরা দেখি কেউ কেউ চুল কালো করে, কালো নেলপলিশ আর কালো লিপ্সটিক দিয়েছে। তাঁর পরনের পোশাকটিও পুরো কালো।

ভ্যাম্পায়ার ভেবে ভুল করবেন না যেন, এরা বেশিরভাগ গথ কালচারের অনুসারী। উঠতি বয়েসি টিনেজারদের ভেতর এটা বেশি দেখা যায়।

গথ সংস্কৃতি

হিপ্পির মতন গথও একটা সাবকালচার। কালো, আঁধার, শীতল- এই তিনটা শব্দ বোধকরি এদের বর্ণনার জন্যে সবচেয়ে নিখুঁত।

গত আসলে আমরা যাকে বলতাম ‘পাঙ্ক’ বা ‘রক বয়েজ’ তার বর্তমান রূপ। আশির দশকে ইংল্যান্ডেই এর সূচনা। রক গান, ডেথ রক, পোস্ট পাঙ্ক, হেভি মেটাল ইত্যাদি গানের কট্টর ফ্যানরা সাধারণত এ কালচার অনুসরণ করতে পছন্দ করেন।

মাঝে মাঝে কিছু এক্সাট্রিম লেভেল গথরা নিজেদের ভ্যামাপায়ার দাবি করে থাকেন। বেশিরভাগ সময়ই মজা করার জন্যে অবশ্য।

হাতে কানে, পাঞ্চ করা থাকে, কাঁটা লাগানো, ট্যাটু করা গলায় কাঁটাওয়ালা ব্রেসলেট, গায়ে কালো জ্যাকেট এদের সঙ্গী। আমেরিকা বা ব্রিটেনে আবার উঠতি বয়সী ছেলেমেয়েরা অনেকেই প্রথমে গথ থকে, আবার পরে বদলেযায়। তই এখনো এটা অতো জনপ্রিয় নয়।

## শহরজুড়ে বিষন্নতা-সিজোফ্রেনিয়া

২০০৫ সালে হারিকেন ক্যাটরিনা আঘাত হানার পরে যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের শহর নিউ অরলিন্সে উদ্ধারকর্মীরা টেক্সাস থেকে আসেন দুর্যোগ পরবর্তী সেনা দিতে। সে সময় একদল ব্যক্তি সার্বিক অবস্থা ক্যামেরাবন্দিও করেন।

বিভিন্ন প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ক্যাটরিনার প্রভাব ক্যালেফোর্নিয়ার ক্রিসেন্ট শহরের অবকাঠামোর ওপর পড়েনি। তবে ওই অঞ্চলের মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে পড়ে। যারফলাফল বিষন্নতা, উদ্বিগ্নতা, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেসর্ট ও সিজোফ্রেনিয়া।

২০০৭ সালের একটি জরিপে দেখা যায়, এ কহাজারের বেশি অধিবাসীর মধ্যে দুর্যোগ পরবর্তী মাসে ১৭ শতাংশ মানুষ গুরুতর মানসিকস্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছেন ও বছরের পর বছর তারা এসব সমস্যাার সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছেন।

প্রিন্সটোন ইউনিভার্সিটির গবেষক ক্রিস্টিনা প্যাক্সন ২০১২ সালে নিউ অরলিন্সের ওপর গবেষণা শেষে বলেন, ওই অঞ্চলের মানুষ তখন পর্যন্ত স্বাভাবিক মানসিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনি। বিশেষত পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেসের মাত্রা অনেক বেশি তাদের মধ্যে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন প্যাট। যিনি উদ্ধারকর্মী ও সাংবাদিক প্রত্যেককেই গুপ্তচর আখ্যায়িত করে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান।

গবেষকরা মনে করেন, অনেক বিষয় কোনো গবেষণা ও প্রমাণ ছাড়াই বলে দেওয়া সম্ভব। যেমন ওই দুর্যোগের সময়প্যাট সেখানে না থাকলে তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতেন না।

এদের মধ্যে একজন ছিলেন প্যাট। যিনি উদ্ধারকর্মী ও সাংবাদিক প্রত্যেককেই গুপ্তচর আখ্যায়িত করে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ জানান।

গবেষকরা মনে করেন, অনেক বিষয় কোনো গবেষণা ও প্রমাণ ছাড়াই বলে দেওয়া সম্ভব। যেমন ওই দুর্যোগের সময় প্যাট সেখানে না থাকলে তিনি সিজোফ্রেনিয়ায় আক্রান্ত হতেন না। রাষ্ট্রপ্রধানদের উচিত কেবল অবকাঠামোগত ও বাণিজ্যিক বিমা না করে দুর্যোগ পরবর্তী দীর্ঘমেয়াদী মানসিক চিকিৎসা বিমার প্রবর্তন করা।

প্যাট বলেন, দুর্যোগ পরবর্তী একমাসের বেশি সময় তিনি বিদ্যুৎবিহীন ছিলেন। শৌচাগারের কাজ করে পুকুরের জল দিয়ে। খাবার বলতে ছিলো স্যুপ। মোবাইল করার সুযোগ ছিলো না। অল্প সিগন্যালে কেবল টেক্সট করা যেত, ফলে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম ছিলো এটা। অথচ স্বজনদের খোঁজ নেওয়া খুবই জরুরি ছিলো তখন। ছয় মাস পরেও শহর ছিলো প্রায় ফাঁকা। অনেক মানুষ আর ফেরেনি। বন্যার জলেতে ভেসে আসা আর্বজনায় তখনও সড়ক ভরে রয়েছে। জীবনযাপন করা কঠিন হয়ে গিয়েছিলো।

অন্য সবার মতো তিনিও বিষন্ন হয়ে পড়েন। এরপর প্যানিক অ্যাটাক শুরু হয়। দুর্যোগ পরবর্তী সময় অনেকে আত্মহত্যা করেন। ২০১৪ সালে তার ছোটবেলার বন্ধু কেও হারান এক ধারাবাহিকতায়। অসুস্থতার কারণে তর বাবা- মায়ের সংসার ভেঙে যায়। মানুষগুলো কেমন হিংস্র হয়ে পড়ে। ভয় হতে থাকে যেকোনো কিছুই হতে পারে, যোগ করেন প্যাট। বর্তমানে অবকাঠামোগত উন্নয়ন হলেও মানসিক সমস্যা যাদের হয়েছে তারা আর আগের মতো হতে পারেননি। এ ঘটনা থেকে প্রতিটি দেশের শিক্ষা নেওয়া উচিত বলে মনে করেন মনোবিজ্ঞানীরা।

প্রিয় পাঠক, ‘মনোকথা’ আপনাদের পাতা। আপনারা জানাতে পারেন বাংলানিউজের ‘মনোকথা’ পাতায় আপনি কি ধরনের প্রতিবেদন দেখতে চান। মনোরোগ নিয়ে যে কোনো মতামত ও আপনার সমস্যার কথা জানাতে পারেন আমাদের।

আমরা পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আপনাদের প্রশ্নের জবাব জানিয়ে দেবো। আপনি চাইলে গোপন রাখা হবে আপনার নাম পরিচয় এমকি্ক কি ঠিকানাও।

সমস্যার কথা জানানোর সঙ্গে সমস্যার বিস্তারিত কারণ, আপনার নাম, বয়স, কোথায় থাকেন, পারিবারিক কাঠামো এবং এজন্য কোনো চিকিৎসা নিচ্ছেন কি না এ বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের জানান। শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা জানানো সম্ভব হবে। এছাড়া মানসিক সমষ্যা সংক্রান্ত বা এ বিষয়ে বিশেষ যে কোনো লখা যে কেউ পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের। আপনার সমস্যা, মতামত বা পরামর্শ ও

## নারীর সুরক্ষায় জ্যাকেট

যৌন হামলা থেকে নারীদের রক্ষা করতে মেক্সিকোর চার শিক্ষার্থী মিলে একটি জ্যাকেট উদ্ভাবন করেছেন। বলা হচ্ছে, এই জ্যাকেট পরিহিত অবস্থায় থাকলে কেউ যখন তার ওপর হামলা চালাতে আসবে তখন জ্যাকেটের হাতা থেকে হামলাকারীর গায়ে বৈদ্যুতিক শক লাগবে।

শিক্ষার্থীরা বলছেন, তারা যে শহরে আছেন, সেখানে ধর্ষণের মতো যৌন হামলার ঘটনা বেড়ে যাওয়ার কারণে এরকম একটি জ্যাকেট তৈরি করতে উৎসাহিত হয়েছেন।

তারা বলেছেন, এই বৈদ্যুতিক শকের তীব্রতা এতোটাই কম যে এর ফলে জ্যাকেটটিকে কোন ধরনের অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা যাবে না। তবে এর মাধ্যমে যে কোন ধরনের যৌন হামলা ঠেকানো সম্ভব হবে।

পরীক্ষামূলকভাবে তৈরি এই জ্যাকেটের নাম দেয়া হয়েছেন ওমেন ওয়েরাবেল। প্রকৌশল, আইন ও রোবটিক্স বিভাগের চারজন শিক্ষার্থী মিলে এই জামাটি তৈরি করেছেন।

তারা সবাই পুয়েবলা শহরে মন্টেরি ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি অ্যান্ড হায়ার এডুকেশনে পড়াশোনা করেন। নতুন নতুনপণ্যের বাজ্যি নিয়ে ক্লাসে পরীক্ষামূলক কাজের অংশ হিসেবেই তারা এটি উদ্ভাবন করেছেন।

শিক্ষার্থীদের একজনপারা কুইরোজ বলেন, আমাদের অনেক বান্ধবী ও পরিচিতদের কাছে শুনেছি যে, তাদের ওপর নানা ধরনের যৌন হামলা চালানো হয়েছে। এধরনের সহিংসতার ওপর কিছু গবেষণার পর আমরা এই জ্যাকেটের ধরণাটি নিয়ে এসেচি।

সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, পুয়েবলা শহরে প্রতিদিন প্রায় তিটি করে যৌন হামলার ঘটনা ঘটছে।

শিক্ষার্থীরা প্রথমে সুতার তৈরি একটি ট্র্যাক সুটকিনে আনেন। তারপর তার লাইনিং এর ভেতরে ৯ ভোল্টের একটি ব্যাটারি, একটি ট্রান্সফরমার এবং কিছু তার ঢুকিয়ে দেন। এগুলো এমনভাবে পেঁচানো অবস্থায় থাকে যে যিনি এই জ্যাকেট পরবেন তার গায়ে বিদ্যুতের শক লাগবে না।

বিদ্যুৎ চালু ও বন্ধ করার জন্য সেখানে একটি সুইচ বা বোতাম লাগানো আছে। আছে একটি এলইডি বাতিও।

রোবটিক্সের শিক্ষার্থী গিওয়ান পার্ক সার্কিটের নকশা তৈরি করেছেন। তিনি বলেছেন, জ্যাকেটের একটি বোতামের মাধ্যমে এর ভেতরে বিদ্যুৎ চালু করা হয়। লাইট জ্বলে উঠতে বুঝতে হবে যে নিজেকে রক্ষা করার জন্য জামাটি তৈরি হয়ে গেছে। এরকম অবস্থায় যখন কেউ জ্যাকেটের হাতার ইলেকট্রোডকে স্পর্শ করবে তখন সার্কিটটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং যিনি স্পর্শ করবেন তার গায়ে বিদ্যুতের শক লাগবে। তখন হামলাকারী হতভম্ব হয়ে যাবেন এবং তখনই নির্যাতিত নারী দৌড়ে পালাতে পারবেন এবং তিনি যে হামলার শিকার হয়েছেন সেটা তিনি আশেপাশের লোকজনকে জানানোর সুযোগ পাবেন।

## শিশুরা কতক্ষণ নির্দোষ?

সম্প্রতি এক গবেষণায় প্রমাণ মিলেছে, ১২ থেকে ২৪ মাসের মধ্যেই শিশুদের মূল্যবোধ তৈরি হয়ে যায়। ওই বয়সেই তাদের ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায় এসব মৌলিক বোধ সৃষ্টি হয়। আর বাবা মায়ের কাছে থেকেই শিশুর ভেতরে আসে এই মূল্যবোধ। গবেষকরা মোট ৭৩ জন শিশুর ওপর দফায় দফায় ধারাবাহিকভাবে এ গবেষণা চালান। প্রথম দফায় শিশুদের অ্যানিমেশন চলচ্চিত্রে সামাজিক এবং পরের দফায় সামাজিক মূল্যবোধ বহির্ভূত চরিত্র দেখানো হয়।

এসময় তাদের নড়াচড়া ও মস্তিষ্কের তরঙ্গ পরিমাপ করা হয়। যখন সামাজিক মূল্যবোধ বহির্ভূত চরিত্র দেখানো হয়, তখন তাদের অসন্তুষ্টি বোঝা যায়। ইলেক্টো এনসেফেলোগ্রাফিতে (ইইজি) তাদের মস্তিস্কে ভালো এবং ‘খারাপ’ বিষয়টা পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে। অধিকাংশ শিশুদের ভেতরে এই বোধ দেখা যায়।

চলচ্চিত্রের ভালো ও খারাপ চরিত্রগুলোকে খেলনা হিসেবে শিশুদের খেলতে দেওয়া হয়। গবেষকরা পর্যবেক্ষণ করেন, শেষ পর্যন্ত শিশুরা ভালো চরিত্রগুলোকেই গ্রহণ করে। এর মধ্যে দিয়ে কয়েক দফায় পরিষ্কার হয়ে যায়, তাদের ভেতরে মৌলিক মূল্যবোধ জন্ম নিয়েছে। আরওদেখা যায়, ভালো এবং খারাপ চরিত্রের মধ্যে যখন ভালো চরিত্র দেখানো হয় তখন শিশুর মস্তিস্কে দীর্ঘ তরঙ্গ প্রবাহিত হয়। তাদের চোখ পর্যবেক্ষণ করে এটাও দেখা যায়, খারাপ চরিত্রের তুলনায় তারা ভালো চরিত্রেরদিকে বেশি মনোযোগী ছিলো।

শুরুতে যে ক’জন খারাপ চরিত্রের খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, চলচ্চিত্র, দেখার সময় ইইজি পর্যবেক্ষণে তাদের মস্তিষ্কে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। শুরু থেকেই তারা খারাপ চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট। পরবর্তীতে গবেষকরা বলেন, এর পেছনে তাদের মূল্যবোধ দায়ী ছিলো।

এ গবেষণার পরে দেখা যাচ্ছে, অতীতের ধারণার চেয়ে অনেক আগে মানুষের মূল্যবোধ গঠন হয়ে যায়। গবেষকদের পরামর্শ, শিশুদের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাই অভিভাবকদের।

## চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ওষুধ খাওয়া নয়

মনোকথা আপনাদের পাতা। আপনার মনস্তাত্বিক নানা সমস্যা সমাধানে আমরা রয়েছি আপনর পাশে। সমস্যা জানিয়ে জেনে নিন সম্ভাব্য সমাধান।

আপনার সমস্যা

অমার বয়স ২৭। ঢাকার সরকারি বাঙলা কলেজ থেকে হিসাববিজ্ঞানে মাস্টার্স শেষ করলাম এক বছর হলো।

২০০৯ সালের কথা, একদিন কলেজ থেকে ফেরার পথে মনোজগত নামে একটি ম্যাগাজিন কিনে এনে পড়লাম এবং এতে থাকা একটি সমস্যার সঙ্গে আমি আমার একটু মিল খুঁজে পেলাম।’ আমার খেয়াল আছে তখন আমি ভালো ছিলাম। সবার সঙ্গে হাসি খুশি দাওয়াত, পার্টি খেলাধুলা সব করতাম। শুধু সমস্যা ছিলো স্যারদের সঙ্গেকথা বলতে। পড়া বলতে গেলে হাত কাঁপতো বা ভয়ে ভুলে যেতাম।

ওই ম্যাগাজিনে কিছু ওষুধের বিবরণ ছিল, ট্রিপটিন, নেক্সিটাল, অ্যালজোলাম, সেট্রালাইন। এগুলো আমি মাঝে মাঝে খাওয়া শুরু করলাম, প্রথম প্রথম কোনো সমস্যা পাইনি। কিন্তু পরে দেখলাম ঘুম চলে গেছে, বিষন্নতা, চেহারা খারাপ হচ্ছে যাচ্ছে। আমি ধানমরিড মনোজগত সেন্টারে গেলাম। ডক্টর আমাকে অনেক ওষুধ দিলেন।বি ৫০- ফোর্ট সেট্রা, ক্লোনাজিপাম, সেকলো এবং জিংকো বাইলুবা এগুলো খাওয়ার পর একটু ভালো থাকতাম কিন্তু ওজন কমে যেতো। পরে আমি ওষুধ খাওয়া বন্ধ করে দেই। তখন নিজ নিজে ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে যেতাম।

বর্তমান অবস্থা

আমি এখন কোনো ওষুধ খাই না। এখন সমস্যা হলো অমার মধ্যে ফোবিয়া কাজ করে। এগারোফোবিয়া ও হাইপারহাইড্রোসিস (মাথা ঘামাই) বিরাজমান। আবার রাতের বেলা বেলা হাসের ডিম খেলে ঘুম হয় না, ভোর ৫ টার দিকে জেগে যাই। আমি বাড়ির বাহিরে যাই না ঘামের ভয়ে। বিষন্নতা আমাকে সারাদিন ঘিরে রাখে। মনে আনন্দ কম থাকে। অল্পতে নার্ভাস হয়ে যাই। অপরিচিত কারও সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে তাড়াহুড়ো ও দ্রুত কথা বলি। আর মাথা ভিজে ঘামে এককার। মনের মধ্যে বল পাই না।

সমস্যা

১. যখন বাইরে যাই কিংবা বাড়িতে কাজ করি তখন মাথা ও বগল ঘেমে একাকার হয়ে যায়। আর অপরিচিত মানুষের সামনে গেলে ঘাম বেশি হয়, খাওয়ার সময় ঘামে অস্বস্তি লাগে। ২. নার্ভাসনেস ও ঘামের ভয়ে বাজারে যাই না, মানুষকে এড়িয়ে চলি। অনেকদিন বাড়িতে থাকছি। আত্মহত্যার বিনদুমাত্র ভাব আসে না। বাড়িতে খুবই ভালো থাকি। কিন্তু কষ্ট দেয়। আম্মা আমাকে ভীতু বলে জানে। ভাবে আমার দ্বারা কিছু হবে না। কারণ আমাকে কোথাও যেতে বললে আমি না করে দেই। আর যদি যেতেই হবে তখন আমি হতাশ হই ও ঘামে মাথা ভিজে যায়।

এখন আমি কি করতে পারি? ঘাম ও এগারোফোবিয়া নিয়ে আমার জীবন শেষ।

আমাদের সমাধান

আপনার সমস্যাগুলি পড়লাম। বর্তমানে আপনি এক ধরনের মানসিক রোগে ভুগছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে বলবো, দেরি না করে পরিবারের সহায়তায় আপনি কোনো মনোরোগ বিশেষজ্ঞে র পরামর্শ নিন।

তা না হলে আপনার এই সমস্যা চলতেই থাকবে এবং একজন কর্মদক্ষ মানুষ হয়েও আপনি কর্মক্ষম হিসেবে দিন পার করবেন। এখন যেমন করছেন, সেটা হয়তো চলতেই থাকবে।

কিন্তু আপনি যদি সঠিক চিকিৎসা নেন, তবে অবশ্যই এ সমস্যা দূর হয়ে যাবে। আপনি লিখেছেন, আপনি বর্তমানে ঘর থেকে প্রায় বেরই হন না। বের হতে ভয় লাগে, ঘামের ভয়ও আসে। কিন্তু আপনি যখন ঘরে থাকেন, তখন আপনার কোনো অসুবিধা হয় না। সেই সঙ্গে কখনও মৃত্যু চিন্তাও আসে না। একথা নিশ্চিত করে আপনি বিষন্নতায় ভুগছেন না।আপনি ঠিকই লিখেছেন, আপনার রোগটি এগোরোফোবিয়া হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেই সঙ্গে হাইপারহাড্রোসিস। কিন্তু হাইপারহাইড্রোসিস বড় সমস্যা হবে না, যদি আপনি এগেরোফোবিয়া কাটিয়ে উঠতে পারেন।

## হীনমন্যতা থেকে মুটিয়ে যাওয়া

নির্বোধ! আমি একটা গাধা। কী যে করি না আমি। আসলে কেউ আমাকে পছন্দ করে না।’

অধিকাংশ মানুষই কখনও কখনও এ ধরনের কথা বলে থাকেন। প্রতিদিনের কর্মকাণ্ডে আমাদের প্রত্যেকেরই নানা ভুল হয়। আর তখনই এমন মনোভাব আমাদের ভেতরে কাজ করে।

ভুল এড়ানো সম্ভব না হলেও, নিজেদের সম্পর্কে এমন মনোভাব এড়ানো সম্ভব। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমন মনোভাব এড়ানোও উচিত। কারণ আমাদের শরীর ও মনে এর খুবই খারাপ প্রভাব রয়েছে।

মনে হতে পারে একবার বলে ফেললাম তো কী এমন হলো ! কিন্তু একবার বলার পরে থেমে গেলেও আমাদের মস্তিস্কে কথাগুলো ঘুরতে থাকে। আর এর প্রভাব পড়ে জীবন যাপনে। হীনমন্যতার কারণে খাওয়ায় অনিয়ম দেখা দেয়। পাশাপাশি মুটিয়ে যায় মানসিক চাপে।

সাধারণত চারটি সাধারণ মন্তব্য শোনা যায়-

প্রতিটি বিষয়ে ভালো ও খারাপ থাকলেও কোনো কাজ সঠিকভাবে করতে না পারলে ব্যক্তি মন্তব্য করে বসেন, তার জীবন পুরোটাই বৃথা। বিশেষজ্ঞরা একে বলছেন পোলারাইজিং।

অনেক বড় লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথে ছোট ছোট বাধায় ব্যক্তি হতাশ হয়ে পড়েন। বিশেষজ্ঞরা একে বলছেন ক্যাটাস্ট্রফিজিং । প্রতিটি খারাপ বিষয়ের জন্য নিজেকে দায়ী করা। ক্বোনো কারণে বন্ধুরা দাওয়াতে আসতে পারেনি, ব্যক্তি মন্তব্য করেন, আসলে কেউ আমাকে পছন্দ করে না। বিশেষজ্ঞরা একে বলছেন রোশোনালাইজেশন । ভ্রমণ শেষে আনন্দ করা বাদ দিয়ে অনেকে ফিরেই ত্রুটি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। এতে মূলত আনন্দ মাটি হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞরা একে বলছেন ফিল্টারিং।

এ ধরনের মন্তব্য কেবল মানসিক চাপই নয়, বিষন্নতার দিকেও ঠেলে দিতে পারে। এতে অপুষ্টি ও হৃদরোগ দু’টিরই ঝুঁকি বাড়ে।

বিষয়গুলো থেকে বের হয়ে আসতে হলে যা করতে হবে:

নিজের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকুন এবং লক্ষ্যে অটল থাকুন।

গবেষণাটিতে নেতৃত্ব দেন ইউনিভার্সিটি অব মিশিগানের মনোবিশেষজ্ঞ ইথান ক্রস।

তিনি বলেন, যেসব ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে কথা বলার সময় ‘আমি’ এবং আমার শব্দ ব্যবহার করেন, তারা নিজের সম্পর্কে ভালো মন্তব্য করার সময় নিজের নাম ব্যবহার করুন। এক্ষেত্রে নিজের সম্পর্ক ভালো মনোভাব আন সহজ হবে। প্রতিদিন আপনি কি কি করছেন তা বিশ্লেষণ করুন, ডায়েরিতে লিখতেও পারেন।

অবশ্যই সম্প্রতি মনে হওয়া নিজের সম্পর্কে খারাপ মন্তব্যগুলো বাদ দিন। ব্রিটিশ মনোবিশেষজ্ঞ চার্লস ফার্নফের মতে, আপনার মনে আসা নিজের সম্পর্কে খারাপ ধারণাগুলো কেন সঠিক নয় তা লিখুন। যদি আপনার মনে হয়, ‘কেউ আপনাকে পছন্দ করে না।’ সে ক্ষেত্রে আপনি লিখতে পারেন এমন কি করা যেতে পারে যে অন্যেরা আপনাকে গুরুত্ব দেবে।

## সবুজ প্রাঙ্গণে শিশুর দ্রুত মেধা বিকাশ

বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সবুজ মাঠ,উদ্যান ও গাছ শিশুদের দ্রুত মেধা বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রাখে। সম্প্রতি একটি গবেষণা শেষে এমন কথাই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। এর সত্যতাও মিলেছে ফ্রান্সের একটি বিদ্যালয়ে। একটি জার্নালে প্রকাশিত প্রতিবেদনে স্পেনের বার্সেলোনার দ্যা স্সেন্টার ফর রিসার্চ ইন এনভায়রনমেন্টাল এপিডেমিওলজির গবেষক মার্ক নিউইয়েনহুইসেন বলেন, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বিভিন্নপ্রজাতির , বিভিন্ন আকারের গাছ ও ঘাস শিশুদের মেধাবিকাশে সহায়তা করে। ফ্রান্সের একটি বিদ্যালয়ে গবেষণা চালিয়ে এমন তথ্যই পাওয়া গেছে যে কারণে প্রতিটি বিদ্যালয়ে সবুজ উদ্যান থাকা জরুরি।

কিন্তু গবেষণায় অংশ নেননি এমন এক গবেষক সমালোচনা করে বলেন, গবেষণাটিতে কেবল মেধা বিকাশের কথা বলা হলেও মুক্ত বায়ু ও সবুজের অন্যান্য যে প্রভাব রয়েছে তা অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। একই কথা বলেন দ্যা ইউনিভার্সিটি অব উইসকনসিনের পপুলেশন হেলথ সায়েন্স বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ক্রিস্টেন মালেকি। তার মতে, গবেষণাটিতে শারীরিক পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত না করা হলে, মূল বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। যদিও সবুজ আবহ শারীরিক এবং মানসিক ক্ষেত্রে কেন উপকারি তা সুনির্দিষ্ট করে বলা কঠিন।

বার্সেলোনার একটি বিদ্যালয়ে ৭ থেকে ১০ বছর বয়সী ২ হাজার ৬ শ হিশুর ওপর প্রায় এক বছর গবেষণা চালানো হয়। প্রতি তিন মাস পরপর তাদের স্মৃতি শক্তি ও মনোযোগ পরীক্ষা করা হয়।

দেখা যায়, কেবল সবুজ আবহের কারণে এসব শিশুদের মেধা বিকাশে দ্রুত গতি এসেছে। আরওদেখা গেছে বিদ্যালয়ের মতো যাদের বাড়িও সবুজ ঘেরা সেসব শিশুদের বিকাশ আরও লক্ষ্যণীয় । যারা এমন পরিবেশে বড় হয় না, এসব শিশুর চেয়ে গবেষণায় অংশ নেওয়া শিশুদের মেধা বিকাশের হার ৫ থেকে ৬ শতাংশ বেশি।

দিনের বেশিরভাগ সময় কেটে যায় বলে গবেষকরা সবুজ বিদ্যালয়ের ওপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের প্রিয় পাঠক, মনোকথা’ আপনদের পাতা। মনোরোগ নিয়ে যে কোনো মতামত ও আপনার সমস্যার কথা জানাতে পারেন অমাাদোর। আমরা পর্যায়ক্রমে অভিজ্ঞ মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে আপনাদের প্রশ্নের জবাব জানিয়ে দেবো।

আপনি চাইলে গোপন রাখা হবে আপনার নাম পরিচয় এমন কি ঠিকানাও।

সমস্যার কথা জানানোর সঙ্গে সমস্যার বিস্তারিত বিবরণ, আপনার নাম, বয়স, কোথায় থাকেন, পারিবারিক কাঠামো এবং এজন্য কোনো চিকিৎসা নিচ্ছেন কি না এ বিষয়ে বিস্তারিত আমাদের জানান। শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই সমস্যা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা জানানো সম্ভব হবে। এছাড়া মানসিক সমস্যা সংক্রান্ত বা এ বিষয়ে বিশেষ কোনো লেখা যে কেউ পাঠিয়ে দিতে পারেন আমাদের।

## নারীদের বিষন্নতা থেকে মুক্তি দেয় ক্ষমাশীলতা

ছোট ছোট বিষয়ে আমরা সব সময়ই অন্যকে ক্ষমা করে থাকি। কিন্তু বন্ধু বা সঙ্গী যখন আমাদের বিশ্বাস ভেঙে ফেলে, তখন? নতুন একটি গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, ক্ষমাশীলতা আমাদের বিষন্নতা থেকে মুক্তি দেয়। বিশেষত নারীদের। সম্প্রতি একটি জার্নালে দ্য ইউনিভার্সিটি অব মিসৌরি তাদের করা এ গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে।গবেষণা পরবর্তী সময় নির্দিষ্ট ভাবে ক্ষমাশীলতা কীভাবে আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব ফেলেএবং বিসন্নতা থেকে মুক্তি দেয়, তানিশ্চিত হতে দ্বিতীয়বারের মতো গবেষণা চালানো হয়। এ দফায় ধর্ম, বয়স, স্বাস্থ্যগত তথ্য বিবেচনা করে ৬৭ বছরের চেয়ে বেশি বয়সী ১ হাজার জনকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এতে বিশেষত বেশি বয়সী নারী যারা ক্ষমাশীল, তারা অন্যদের চেয়ে বেশি লাভবান হন বলে দেখা যায়। তবে পুরুষের ক্ষেত্রে বিষয়টি একেবারেই উপযোগী নয়। তাদের ক্ষেত্রে অন্যের কাছে দায়ী হয়ে থাকাটা গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণাটিতে নেতৃত্ব দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব উন্নয়ন ও পরিবার।

## মেট্রো কোচে আগুন আতঙ্ক, আতঙ্কে যাত্রীরা

কলকাতা, ১৭ মে (হি. স.) : অফিস টাইমে আগুন আতঙ্কে ফের শহরে মেট্রোবিভ্রাট। শুক্রবার যতীন দাস পার্ক মেট্রো স্টশনে একটি ট্রেনের কোচ থেকে আগুনের ফুলকি দেখা যায়। ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। ঘটনাটি ঘটে সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে।

মেট্রো রেল সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকালে যতীন দাস পার্ক থেকে দমদমের দিকে যাওয়ার সময় একটি মেট্রোর রেক থেকে আগুন বেরোতে দেখেন যাত্রীরা। খবর পেয়ে মেট্রোর চালক সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনটিকে থামিয়ে দেন এবং ইঞ্জিনিয়ারদের খবর দেন। আতঙ্কে মেট্রো থেকে নেমে পড়েন কিছু যাত্রী। ইঞ্জিনিয়ারদের চেক করার পর কোথা থেকে কোনোও ধরনের আগুনের ফুলকি বেরনোর কোনও উৎস পাওয়া যায়নি।এরপর ১০ টা ৪৬ নাগাদ আবার দমদমেরদিকে রওনা দেয় মেট্রো। সকালে ভরা অফিস টাইমে মেট্রো বিভ্রাটের জেরে বিপাকে পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। উল্লেখ্য যে এর আগেও মেট্রোতে এই ধরনের প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়েছিল। গত বছর ২৭ ডিসেম্বর থেকে যাত্রী থেকে ভরা চলন্ত যেমন মেট্রো আগুনের মধ্যে ৪০ জন আহত হয়েছে।

## বাংলাদেশে বুদ্ধপূর্ণিমা ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা,মে ১৭।। বাংলাদেশে বুদ্ধপূর্ণিমা ঘিরে চট্টগ্রামের ১২৭টি বৌদ্ধ মন্দিরে নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে আইনশৃঙলা রক্ষা বাহিনী। আজ ১৮ মে (শনিবার) উৎসাহ উদ্দীপনা মধ্য দিয়ে সারাদেশে বুদ্ধপূর্ণিমা উদযাপিত হবে।বন্দরনগরী চট্টগ্রামে বৌদ্ধ পূর্ণিমা নির্বিঘ্ন করতে প্রতিটি বৌদ্ধমন্দির কেন্দ্রিক চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের কমিশনার মাহবুবুর রহমান।তিনি বলেন, শুক্রবার (১৭ মে) সকাল থেকে নগরজুড়ে ব্যাপক নিরাপত্তার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা বিশেষ নজরদারিতে রাখা হবে।পুলিশ কমিশনার বলেন, পুলিশের পাশাপাশি আনসার, র্যা ব এবং সাদা পোশাকেও আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন দায়িত্ব পালন করবেন। এদিকে, মহামতি বুদ্ধের ত্রিস্মৃতি বিজড়িত এ দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনে বৌদ্ধ বিহারগুলোতে বুদ্ধপূজা, জাতীয় ও ধর্মীয় পতাকা উত্তোলন, অষ্ট-পঞ্চশীল গ্রহণ, সংঘদান, অষ্টপরিষ্কারদান, হাসপাতালে রোগীদের খাদ্যদান, শান্তি শোভাযাত্রা, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, আলোকসজ্জা, ধর্ম দেশনা শ্রবণ, দেশ এবং বিশ্বশান্তি কামনায় সমবেত প্রার্থনাসহ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানমালার আয়োজন রাখা করা হয়েছে।

## মধ্যপ্রাচ্যে পাচারের জন্য কক্সবাজার থেকে আনা ৪ রোহিঙ্গাসহ ১ পাচারকারী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,মে ১৭।। মধ্যপ্রাচ্যে পাচারের জন্য কক্সবাজার থেকে আনা ৪ রোহিঙ্গাসহ ১ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে রেলওয়ে পুলিশ।নগরের কোতোয়ালী থানাধীন রিয়াজউদ্দিন বাজারের 'পাখির গলি'র কুতুব ট্রাভেলন্স অ্যান্ড ট্যুরের প্রতিনিধি জেয়াবুল হোসেন (২২) মিয়ানমারের এই নাগরিকদের ঢাকা থেকে পাসপোর্ট সংগ্রহসহ মধ্যপ্রাচ্যে পাচারের জন্য ঢাকাগামী তূর্ণানিশিতা ট্রেনের অপেক্ষা করছিলেন। এ সময় জিআরপি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোস্তাফিজ ভূঁইয়া গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মিয়ানমারের নাগরিক এনামুল্লাহ (১৬), সুরিয়া বেগম (৩৫), সাহিদা আক্তার(১৭) ও উম্মে রুমাসহ পাচারকারী সাতকানিয়ার চুড়ামণি পশ্চিম পাড়ার সামছুল আলমের ছেলে জেয়াবুল হোসেনকে (২২)

গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে মহারানী তুলসিবতী বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত। ছবি- নিজস্ব।

## শীর্ষ আদালতে জোর ধাক্কা খেলেন রাজীব কুমার, 'রক্ষাকবচ' সরিয়ে নিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.) : সুপ্রিম কোর্টে বড়সড় ধাক্কা খেলেন কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমার। রাজীব কুমারের উপর থেকে 'রক্ষাকবচ' সরিয়ে নিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের অবসরকালীন বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার জানিয়েছেন, সিবিআই রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে পারবে। এ ক্ষেত্রে সাত দিনের মধ্যে অন্তর্বর্তী জামিনের আবেদন করতে পারবেন আইপিএস রাজীব কুমার।

মূলত সারদা সহ বিভিন্ন চিটফান্ড সংস্থা সম্পর্কিত তদন্তে কলকাতার প্রাক্তন নগরপাল অসহযোগিতা করছেন বলে আদালতে অভিযোগ করে সিবিআই। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকরা। সারদা সহ অন্যান্য ভুয়ো অর্থলগ্নি সংস্থার দুর্নীতির তদন্তের উদ্দেশ্যে ২০১৩ সালে সিট গঠন করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই সিটের দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের প্রধান রাজীব কুমার। ২০১৪-য় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ভুয়ো অর্থলগ্নি সমস্থার তদন্তভার যায় সিবিআইয়ের হাতে।

২০১৮ সালে সিবিআই অভিযোগ করে, তদন্ত সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ লোপাট অথবা নষ্ট করা হয়েছে। যার দায় বর্তায় সিটের প্রধান আইপিএস রাজীব কুমারের উপরই। এই সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চিঠিও দেয় সিবিআই। অভিযোগ, বারবার চিঠি পেয়েও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজিরা দেননি রাজীব।

তদন্তের স্বার্থে এবছরের ৩ ফেব্রুয়ারি রাজীব কুমারের সরকারি বাসভবনে পৌঁছয় সিবিআই-এর ৪০-সদস্যের একটি দল। কিন্তু কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার আধিকারিকদের কাছে প্রয়োজনীয় অনুমতি না থাকায় তাদের কলকাতার নগরপালের সরকারি বাড়িতে প্রবেশে বাধা দেয় পুলিশ। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সিবিআইকে ব্যবহারের অভিযোগ তুলে ধর্নায় বসেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সেই সময় কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ তুলে রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে সিবিআই। কোর্ট জানায় তখনকার মত মতো গ্রেফতার করা না গেলেও শিলংয়ে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবে রাজীব কুমারকে। এরপরই ফেব্রুয়ারি মাসে টানা পাঁচদিন চলে সেই জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব। এর পরেও তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় দেশের শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা। উত্তরে আদালত প্রশ্ন তোলে, হেফাজতে নিয়ে কেন জেরা করতে চায় সিবিআই? এ ব্যাপারে আদালতে যথোপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে সিবিআইকে। সেই প্রমাণে আদালত সন্তুষ্ট হলে তবেই রাজীব কুমারের গ্রেফতারের নির্দেশ নিয়ে ভাববে আদালত।

শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টের অবসরকালীন বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি সঞ্জীব খান্না নির্দেশ দেন, তদন্তের স্বার্থে গ্রেফতার করা যাবে আইপিএস রাজীব কুমারকে। এর আগে আদালতের দেওয়া গ্রেফতারের উপর অন্তবর্তী স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু রাজীব কুমারকেও সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগমী সাতদিনের মধ্যে তাঁকে সুপ্রিম কোর্টেই আগাম জামিনের আবেদন করতে হবে। ফলে ওই সময়কালে তাঁকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়। বিচারপতি জানিয়েছেন এরপর, আইন মেনেই পদক্ষেপ করতে পারবে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আপাতত কমিশনের নির্দেশে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে হাজিরা দিয়েছেন রাজীব কুমার। গত বুধবার রাতে নির্দেশ জারি করে সিআইডি-র অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেলের পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

## অসন্তুষ্ট এনআইএ আদালত, সপ্তাহে একদিন হাজিরা নির্দেশ মালেগাঁও বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের

মুম্বই ও নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার (২০০৮) সমস্ত অভিযুক্তকে সপ্তাহে অন্তত একদিন আদালতে হাজিরা দিতে হবেঊ মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার অন্যান্য অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন ভোপালের বিজেপি প্রার্থী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিতও। অর্থাতপ্রজ্ঞা সিং ঠাকুর এবং প্রসাদ পুরোহিত-সহ মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার সমস্ত অভিযুক্তদের সপ্তাহে অন্তত একদিন আদালতে হাজিরা দিতেই হবে।

শুক্রবার এমনই নির্দেশ দিয়েছে মুম্বইয়ের বিশেষ ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) আদালতঊ আদালত চত্বরে মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলার অভিযুক্তদের অনুপস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্ট আদালতঊ পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে আগামী ২০ মে (সোমবার)।

আদালতে অভিযুক্তদের গরহাজিরায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুম্বইয়ের বিশেষ এনআইএ আদালতের বিচারপতি।

এরপরই সপ্তাহে অন্তত একদিন সমস্ত অভিযুক্তকে আদালতে হাজিরা দিতে হবেঊ ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর মালেগাঁও বিস্ফোরণে মৃত্যু হয়েছিল ৬ জনেরঊ আহত হয়েছিলেন শতাধিক মানুষ।

মালেগাঁও বিস্ফোরণের অভিযুক্তরা হলেন-লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রসাদ পুরোহিত, প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর, অবসরপ্রাপ্ত মেজর রমেশ উপাধ্যায়, অজয় রশিরকর, সুধাকর দ্বিবেদী, সুধাকর চতুর্বেদী ও সমীর কুলকার্নি। প্রত্যেকেই এখন জামিনে মুক্ত।

## রাজীব কুমার প্রসঙ্গে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে খুশি বিরোধীরা

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স) : রাজীব কুমার ইস্যুতে দেশের শীর্ষ আদালতের রায়ে বেজায় খুশি প্রকাশ করলেন রাজ্যের বিরোধীরাঊ এদিন এপ্রসঙ্গে মত প্রকাশ করলেন, রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ, বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু ও প্রদেশ কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যঊ এদিন ইস্যুতে দেশের শীর্ষ আদালতের রায়ে সবাই একমত পোষণ করে বললেন 'যা হয়েছে ঠিক হয়েছে'ঊ

এদিন প্রাক্তন নগরপাল রাজীব কুমারের মামলায় তার গ্রেফতারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে সুপ্রিম কোর্ট। অন্যদিকে এদিন দেশের শীর্ষ আদালত নির্দেশ দেয়, রাজীবের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে সিবিআই। এদিন রাজীব কুমারেরে বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের পক্ষেই কার্যত এক হতে দেখা গেল রাজ্যের সকল বিরোধীদেরঊ

এদিন এবিষয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, "যা হয়েছে ঠিক হয়েছেঊ এটা অনেক দিন আগেই হওয়া উচিত ছিলঊ কারণ নিজে আইনের রক্ষক তিনিঊ তা সত্বেও দীর্ঘদিন ধরে রাজ্য সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন আইন ভঙ্গ করে আসছিলেনঊ"

দিলীপবাবুর কথায়, সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ রাজীব কুমারের জন্য যথাযতঊ

এদিন একইভেবে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, "অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে যদি কেউ সার্ভিস রুল ভাঙেন, তবে তিনি যে পদেই থাকুন না কেন তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। না হলে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তার কাজ চালাতে পারে না। সমস্ত আইএএস, আইপিএস আধিকারিকদের সবসময় কোড বা নীতি মেনে চলা উচিত।" এরপরেই এদিন রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করেছিল এখানকার রাজ্য সরকারঊ তাই তাদের এরকম শিক্ষা হওয়াই উচিত।"

এদিন কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য শীর্ষ বলেন, "মামলার তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে।

সুতরাং আইন আইনের মতো চলবে।" একইভাবে এদিন রাজ্যসরকারের দিকে আঙ্গুল তুলে তিনি বলেন, "রাজীব কুমার সম্পর্কে অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগগুলোর যথেষ্ট সারবত্তা ছিল। এই নির্দেশ যে রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে অস্বস্তিদায়ক হবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রমাণিত হবে, প্রাক্তন নগরপালকে সরকারের সুরক্ষা দেওয়ার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে।"

## ভারত-নেপাল সীমান্তে ৪.৭ তীব্রতার ভূকম্পন, ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই

কাঠমাণ্ডু, ১৭ মে (হি.স.): ফের ভূমিকম্পের আতঙ্ক নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতেঊ মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হল নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থকে ৬৬ কিলোমিটার পশ্চিমে ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলেঊ রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৭ঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নিঊ

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছেন, শুক্রবার দুপুর ১.৫৩ মিনিট নাগাদ ৪.৭ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় ভারত-নেপাল সীমান্তবর্তী অঞ্চলেঊ ভূমিকম্পের উতস্থল ছিল ২৭.৭ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৪.৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের ১০ কিলোমিটার গভীরেঊ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

## বিএনপি সংকটে নেই ঃ ড. মোশাররফ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৭।। বিএনপি সংকটে, সরকারের মন্ত্রীদের এ বক্তব্যের সমালোচনা করে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেছেন, বিএনপি সংকটে নেই। আমাদের নেত্রী খালেদা জিয়ার তার ইশারায় এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সরাসরি নির্দেশে আমরা স্থায়ী কমিটির সদস্যরা দল পরিচালনা করছি। শুক্রবার (১৭ মে) দুপুরে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে এ শুভেচ্ছা বিনিময়ের আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করতেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। এবছর তিনি কারাগারে থাকায় তার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন বিএনপির সিনিয়র নেতারা।

ড় মোশাররফ বলেন, আজকে বাংলাদেশের মানুষ নিরাপদ নয়। মানুষের কোনো শান্তি ও কথা বলার অধিকার নেই। দেশে গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার নেই। সুতরাং একটি দেশে যদি গণতন্ত্র ও মানুষের অধিকার না থাকে তাহলে ধর্ম-কর্মের অধিকার কি থাকে? তাই আজকে ধর্ম-কর্মের অধিকারও নাই। কারণ আজকে বাংলাদেশকে ধর্মহীনতা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, কৃষকরা তাদের ধানের মূল্য পাচ্ছে না। একারণে তাদের পাকা ধান পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এটা আমাদের বাংলাদেশের জন্য খুবই অশুভ সংকেত। আর এটা ছোট করে দেখার সুযোগ নেই। কিন্তু সরকার এটা পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে।

ড় মোশাররফ আরো বলেন, সরকার বলছে ধানের সরকারি মূল্য ২৫ থেকে ৩০ লাখ টন। অথচ খাদ্য মন্ত্রণালয় চাল বিদেশ থেকে রপ্তানি করার চেষ্টা করছে। অপরদিকে সরকার বিদেশ থেকে চাল আমদানি করছে। এখানে আমাদের প্রশ্ন, চাল তো মজুদ আছে। আর যেখানে কৃষক পাকা ধান পুড়িয়ে ফেলছে, সেখানে কৃষকের কাছ থেকে যদি একটু উঁচু দামে ধান কেনা হতো তাহলে তো কৃষক ধান পুড়িয়ে দিতো না।

খন্দকার মোশাররফ বলেন, গুঞ্জন আছে- বাংলাদেশ থেকে যারা টাকা বিদেশে পাঁচার করে দিতে চাচ্ছেন, তাদের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য চাল আমদানির ঘটনা ঘটছে। সুতরাং ধান মজুদ থাকার পরও কেনো চাল আমদানি করা হচ্ছে? কারণ, এখানে টাকা পাচারের ষড়যন্ত্র আছে। আর যারা এটা করছে, তারা বর্তমান সরকারের ব্যবসায়ী, খোঁজ নিয়ে দেখেন।

বিএনপির সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক দীপেন দেওয়ানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাবেক ভিসি ড় এমাজ উদ্দিন আহমেদ, দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড় মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ড় সুকোমল বড়ুয়া, ভাইস চেয়ারম্যান সেলিমা রহমান, বরকত উল্লাহ বুলু, সহধর্মবিষয়ক সম্পাদক জন গোমেজ, নির্বাহী কমিটির সদস্য অমলেন্দু বিকাশ অপু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এছাড়া অনুষ্ঠানে কৌন্ডান্য ভিক্ষু, মৈত্রী বৌদ্দ বিহার, পঞাবংশ ভিক্ষু, চাকমা রাজারাজ বিহার, সুভাষ চন্দ্র চাকমা, প্রধান চন্দ্র চাকসাসহ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

## মূর্তি কান্ড উদ্ঘাটনে কাজ শুরু করল ছয় সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স) : বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনাযর সত্যতা উদ্ঘাটন করতে ছয় সদস্যের সিট গঠন করল লালবাজার । এর নেতৃত্বে রয়েছেন ডিসি নর্থ দেবাশীস সরকার। ঊশুক্রবার থেকে নির্দেশ পাওয়া মাত্রই কাজ শুরু করে দিয়েছে এই টিম । এদিন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা প্রধান প্রবীণ ত্রিপাঠী বলেন, "বিশেষ এই তদন্তকারী দলকে দ্রুত তাদের তদন্ত সম্পন্ন করে বলা হয়েছে ঊ" অন্যদিকে বৃহস্পতিবারই লালবাজারের তরফ থেকে জানানো হয়, ইতিমধ্যেই পুলিশের হাতে এসেছে ৫০ টি ভিডিও ফুটেজ । এমনকি সূত্রের খবর অনুযায়ী, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ৫ জনের নাম উঠে এসেছে গোয়েন্দাদের হাতে ঊঅন্যদিকে আজই সরেজমিনে তদন্ত নামবেন লালবাজারের এই বিশেষ টিম ঊ এদিন বিদ্যাসাগর কলেজে গিয়ে নমুনা সংগ্রহ করবে পুলিশ ঊ তাছাড়াও খতিয়ে দেখা হবে বৈদুতিক মাধ্যমের থেকে পাওয়া ভিডিও ফুটেজ। এরসঙ্গেও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া ভিডিও ফুটেজ গুলি খতিয়ে দেখবে পুলিশ ।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার উত্তর কলকাতায় ছিল বিজেপির সর্বভারতীয় বিজেপি সভাপতি অমিত শাহর রোড শো ঊ ওইদিন ওই রোড শোকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রে পরিনত হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিদ্যাসাগর কলেজে ঊ বিদ্যাসাগর কলেজে ঢুকে ভাঙা হয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি ঊ এদিন এই ঘটনায় দুস্কৃতিদের চিনিত করতে ছয় সদস্যের বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করল কলকাতা পুলিশ। এদিন লালবাজারের তরফ থেকে জানানো হয়, প্রাথমিক তদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

## শোপিয়ান এনকাউন্টার : চিকিতকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ, প্রাণ হারালেন সেনা জওয়ান রোহিত

শ্রীনগর, ১৭ মে (হি.স.): বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জম্মু ও কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলায় জঙ্গি নিকেশ অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনীঊ শোপিয়ান জেলার হান্দেও গ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে খতম হয়েছিল ৩ জন হিজবুল মুজাহিদিন সন্ত্রাসবাদীঊ তবে, গুলির লড়াই চলাকালীন সন্ত্রাসবাদীদের পাল্টা হামলায় গুরুতর জখম হয়েছিলেন সেনা জওয়ান রোহিত কুমার যাদবঊ গুরুতর জখম অবস্থায় ওই সেনা জওয়ানকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলঊ কিন্তু, চিকিতকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ওই সেনা জওয়ানঊ

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের মুখপাত্র জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার শোপিয়ান জেলায় সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াই চলাকালীন জখম হয়েছিলেন সেনা জওয়ান রোহিত কুমার যাদবঊ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন ওই সেনা জওয়ানঊ প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শোপিয়ান এনকাউন্টারে খতম হয়েছিল ৩ জন হিজবুল মুজাহিদিন জঙ্গিঊ নিহত সন্ত্রাসবাদীদের নাম হল-ওয়াই আহমেদ দার, শাকীল আহমেদ দার এবং ইশতিয়াক ভাট।

## নিজের গাড়ি নিজেই ভেঙেছে শমীক, পাল্টা অভিযোগ জ্যোতিপ্রিয়র

কলকাতা,১৭ মে (হি.স.): শমীক ভট্টাচার্য নিজের গাড়ি নিজে ভেঙে ঘটনায় দায় তৃণমূলের ওপরে চাপানোর চেষ্টা করছেন। এমন দাবি করে পাল্টা বিজেপির ঘাড়ে দায় চাপালেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। দমদমের বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের গাড়ি ভাঙচুর নিয়ে উল্টে বিজেপিকেই দোষারোপ করলেন তিনিঊ

দমদমের বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের গাড়িতে টাকা রয়েছে এই অভিযোগে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ভাঙচুর চালায় কিছু দুষ্কৃতী। বিজেপি অভিযোগ করে, ঘটনাটি ঘটিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

কিন্তু এরপরেই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক পাল্টা অভিযোগ জানান, শমীক ভট্টাচার্য নিজের গাড়ি নিজেই ভেঙেছে। উল্টে ঘটনায় দায় তৃণমূলের ওপরে চাপাচ্ছে। জ্যোতিপ্রিয়বাবু বলেন, 'কীভাবে ভোট ম্যানেজ করা যায় এই নিয়ে স্থানীয় সিপিএম নেতা পল্টু দাসগুপ্তের সঙ্গে এদিন মিটিং করছিলেন মুকুল রায় ও শমীক ভট্টাচার্য'।

তিনি আরও বলেন, 'সিপিএম যে বিজেপিকে সাহায্য করছে তার এটি একটি জ্বলন্ত উদাহরণ। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার পর এবার ফের সমবেদনা পাওয়ার খেলায় নেমেছে বিজেপি। গাড়ি ভেঙে এরা সমবেদনা আদায় করতে চাইছে। আমরা দমদম নিয়ে ভাবছি না। এমনিতেই বিজেপি হারবে। সৌগত রায়ের সঙ্গে শমীক ভট্টাচার্যের কোনও তুলনাই হয় না'।

শুক্রবার পুর নিগমের কমিশনার সৈলেশ যাদব রাজধানীর বাজারসেড পরিদর্শনে যান। ছবি- নিজস্ব।

## রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

তিনি আজ আক্ষেপ করে বলেন, ওই বিভীষণরা শুধু সরকারের বদনাম করেই থেমে নেই। তাঁরা ত্রিপুরারও বদনাম করছেন। তাতে গোটা দেশে ত্রিপুরার ছবি নষ্ট হচ্ছে। তিনি বলেন, ওই বিভীষণদের জন্য ত্রিপুরাবাসী লজ্জিত হচ্ছেন। কিন্তু তাঁদের এখন কড়া হাতে দমন করা হবে। বিপ্লব জোর গলায় বলেন, দুই মাসের মধ্যে সমস্ত সত্য জনগণের সামনে আনব। ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।প্রসঙ্গত, সম্প্রতি ঋষ্যমুখে দলের কর্মীসভায় একইভাবে ষড়যন্ত্রকারীদের চিহ্নিত করার জন্য বার্তা দিয়েছিলেন বিপ্লববাবু। এদিকে, অতি সাম্প্রতিককালে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত আগরতলার বনমালীপুর এলাকা পরিদর্শন করেছেন স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব। শুক্রবার দুপুরে তিনি কলেজটিলা এলাকায় ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে থেকে পরিদর্শন শুরু করে জগহরিমুড়া-সহ আশপাশ এলাকা পরিদর্শন করেন। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষজনের সঙ্গে কথাও বলেছেন তিনি। সেই-সঙ্গে তিনি জেনে নেন, ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য সরকারের তরফে যে আর্থিক সহায়তার বন্দোবস্ত করা হয়েছে তা তাঁরা প্রশাসনের মাধ্যমে পেয়েছেন কি না।

ক্ষতিগ্রস্ত সকলেই জানান, তাঁরা সরকারি আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের অন্যান্য এলাকায় ঝড়ের কবলে পড়ে যে-সব ক্ষতি হয়েছে সেই সকল এলাকার পুনর্গঠনের কাজ স্থানীয় প্রশাসন করছে। শাসকদলের জনপ্রতিনিধিরাও বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখছেন বলে জানান তিনি। পাশাপাশি বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বান, তাঁরা যেন ঘরে বসে না থেকে দুঃসময়ে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, সারা রাজ্যে ঝড়ের ফলে কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব খতিয় দেখছেন প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণের উপর নির্ভর করে পরবর্তীতে আরও আর্থিক সহায়তা করা হবে বলেও জানান তিনি।এলাকা পরিদর্শনকালে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরকারি বিভিন্ন পদমর্যাদার কর্মকর্তারাও ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গত বুধবার (১৫ মে) সন্ধ্যারাতে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আগরতলা-সহ পার্শবর্তী এলাকায়। ওইদিনের ঝড়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে রাজধানীর বনমালীপুর বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত কলেজটিলা, জগহরিমুড়া প্রভৃতি এলাকায়। ঝড়ের তাণ্ডবে উড়ে গিয়েছে বহু বাড়িঘরের চাল, ভেঙে পড়েছে বিদ্যুতের খুঁটি, নানা আকারের গাছ-গাছালি। দু-দিন কেটে গেলেও এখনও ওই সব এলাকায় বিদ্যুৎ, টেলিফোন, ইন্টারনেট ও ক্যাবল টিভি পরিষেবা স্বাভাবিক করা হয়নি বলে খবর পাওয়া গেছে। বিদ্যুৎ পরিষেবা না থাকায় কলেজটিলার পানীয় জল সংশোধনাগারটিও বন্ধ আছে দু-দিন ধরে। এর জেরে রাজধানীর এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলজুড়ে পানীয় জল সরবরাহ পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটছে।

## অতিরিক্ত প্রহরা

**আটের পাতার পর**

বর্ষার সময় প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করা, নালা-নর্দমা পরিষ্কার করা, যে-সহ সেতু বিপজ্জনক সেগুলিকে চিহ্নিত কারা ইত্যাদির মতো প্রাকবর্ষার প্রস্তুতির কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ করেছে উত্তর-পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। গত বুধবার থেকে রেলপথের সুরক্ষার জন্য ৮১৩ জন প্রহরীকে নিয়োজিত করা হয়েছে। দুজনকে নিয়ে গঠিত দল ২৪ ঘণ্টা প্রহরা দেবে। এই নিরীক্ষণ পর্ব আগামী ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত বা বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত এর সময়সীমা বাড়ানো হতে পারে।

এই সব প্রহরীদের জিপিএস, ট্র্যাকার, জ্যাকেট রেইনকোট এবং পৃথক ওয়াটারপ্রুফ ট্রাউজার, হেলমেট, সেফটি শ্যু ইত্যাদি আধুনিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। প্রতিদিন রাত আটটা থেকে ১১:৩০ পর্যন্ত এবং রাত ১২:৩০ থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত দু-বার করে তাঁরা রেলসড়ক নিরীক্ষণ করবেন। প্রহরী দলগুলোকে জিপিএস ট্র্যাকারের সাহায্যে পাঁচটি ডিভিশনের নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এক প্রেস বার্তায় এ তথ্য দিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

## হল যুবকের

**আটের পাতার পর**

পরে স্থানীয় মানুষজন ও তার পরিবারের লোকজনেরা তাঁকে উদ্ধার করে বেলপাহাড়ী গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানকার চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষনা করেন। এদিকে সোয়েনের মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌছানোর পরেই গোটা এলাকায় নেমে আসে গভীর শোকের ছায়া।

## জরুরী পরিষেবা

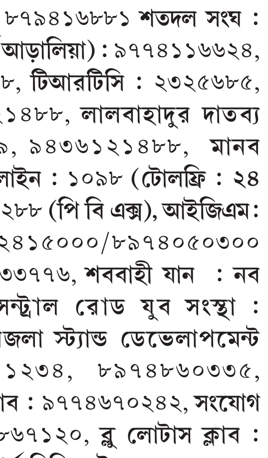

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৮৯৮৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এস), **আইজিএম :** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## বিজেপির

● প্রথম পাতার পর

প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এই ধরনের কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হচ্ছে। তারই এক নমুনা শুক্রবার পরিলক্ষিত হয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি। মুধুপুরের ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজ খবর না নিয়ে এমনকি সংশ্লিষ্ট পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কোন ধরনের আলোচনা না করেই এলাকার গৃহবধূ অনুমতি সরকারের রহস্যমৃত্যুকে রাজনৈতিক রং দেবার চেষ্টা করেছে কংগ্রেস। এমনকি এই ঘটনা ঘিরে রাজ্য সরকারকে অপবাদ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। জনবিচ্ছিন্ন কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের কতিপয় মহিলা নেতৃত্বকে শুক্রবার আচমকা মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী বাসভবনের সামনে পাঠিয়ে দেয়। তারা সেখানে বেশ কিছু আপত্তিকর মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। বিজেপির তরফে বলা হয়েছে, মধুপুরে গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল স্তরের এক পুলিশ আধিকারীক নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এবং পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত খবরা খবর রাজ্যের সংবাদ মাধ্যমেও ফলাও করে পরিবেশিত হচ্ছে।

শুক্রবার সকালে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি আবাসের সামনে যে সব ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে মহিলা মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব এক বৈঠকও করেছেন। মহিলা কংগ্রেসের কতিপয় নেত্রীর অভব্য আচরণের ও পরিকল্পিতভাবে উত্তেজনা সৃষ্টির চেষ্টার তীব্র নিন্দা করা হয়। এই ক্ষেত্রে কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়ে কিভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী অতিক্রম করে মুখ্যমন্ত্রীর সরকারী আবাসের মূল ফটকে তারা চলে গেলেন, এ নিয়েও মহিলা মোর্চা তদন্তের দাবি জানিয়েছে।

## স্কলারশিপ

● প্রথম পাতার পর

ছাত্রছাত্রীকে মাধ্যমিক পূর্ব স্কলারশিপ
হিসেবে ১২৯ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

জানা গেছে রাজ্য সরকার ৬২২ জন ওবিসিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে বিএড কোর্সের জন্য ৬ কোটি ৭৩ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা এবং ৩১০ জন ছাত্রছাত্রীকে ডিএলএড কোর্সের জন্য ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ করবে। শিক্ষা দপ্তরের আধিকারীকের কথায় সব মিলিয়ে ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৪৩০ জন ছেলেমেয়ে উপকৃত হবে। তাতে মোট খরচ হবে ১৬৯ কোটি ৯ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

ওই আধিকারীক জানিয়েছেন, ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ৬০ জন ছেলেমেয়েকে বিএড কোর্সের জন্য ৬৩ লক্ষ ৬০ হাজার এবং ৪০ জন ছেলেমেয়েকে ডিএলএড কোর্সের জন্য ৪৮ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। তাছাড়াও যেসমস্ত ছাত্রছাত্রী নিজের উদ্যোগে বিএড কোর্স করতে গেছেন এমন ৯০০ জনকে যাদের পরিবারে বাৎসরিক আয় দেড় লক্ষ টাকার নিচে তাদেরকে জনপ্রতি ৩৫ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হচ্ছে। তাতে ৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এছাড়া ৭০০ ছেলেমেয়েকে ডিএলএড কোর্সের জন্য ৩২ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও যাদের পরিবারে বাৎসরিক আয় আড়াই লক্ষ টাকার নিচে এমন ৫৮ হাজার ৩৩২জন ছেলেমেয়েকে মাধ্যমিক পূর্ব স্কলারশিপ হিসেবে ১০০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছে। মূলতঃ বিটেক, এমটেক, এমবিএ, বিবিএ, বিসিএ, জিএনএম, বিএসসি নার্সিং এবং প্যারামেডিক্যাল শিক্ষার জন্য এই সাহায্য করছে রাজ্য সরকার।

## নামল পড়ুয়ারা

**আটের পাতার পর**

এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ার পর এবার পথে নেমেছেন বিশ্বভারতীর অভ্যন্তরীণ পড়ুয়ারা।

বিজ্ঞপ্তিতে দেখা গেছে, ২০১৮ সালে সাধারণ এবং ওবিসি আবেদনকারীদের জন্য আবেদন-ফি ছিল ৫০০ টাকা। এ বছর সাধারণ এবং ওবিসি ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবেদন ফি দ্বিগুন বাড়িয়ে করা হয়েছে ১০০০ টাকা। একই সঙ্গে‘ইকনোমিক্যালি উইকার সেকশন’ (ইডব্লিউএস) এর জন্যও আবেদন ফি রয়েছে ১০০০ টাকা। অন্য দিকে, এসসি, এসটি এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন পড়ুয়াদের আবেদন-ফি ১৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৩০০ টাকা। সবচেয়ে বিপাকে পড়েছেন বিদেশী পড়ুয়ারা।প্রতিবছর ভালো সংখ্যায় বিদেশ থেকে পড়ুয়ায়া পড়তে আসেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিদেশী পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে আবেদন ফি বেড়েছে দশগুন!এবার সার্ক অন্তর্ভূক্ত দেশগুলির পড়ুয়াদের জন্য যা ছিল ৫০০ টাকা তা হয়েছে ৫ হাজার টাকা। আর সার্ক বহির্ভূত দেশগুলির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে আবেদন ফি-র পরিমান ১ হাজার টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১০ হাজার টাকা। এই হারে ফি বৃদ্ধিতে স্বাভাবিকভ ভাবেই চরম বিপাকে নানা স্তরের ছাত্রছাত্রীরা।

এহেন ফি বৃদ্ধি কারন নিয়ে, বিশ্বভারতীর এক আধিকারিক জানিয়েছেন, “ইউজিসি থেকে নিজেদের তহবিল নিজেদেরকেই তৈরি করতে হবে এমন নির্দেশ আছে। সেই কারণে ‘সেন্ট্রাল অ্যাডমিশন কমিটি’র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আবেদনের ফি বাড়ানো হয়েছে। গত আট বছরে ভর্তির ফি বাড়েনি। এ বছর তাই নতুন যাঁরা ভর্তি হবেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ভর্তি ফি-ও বাড়বে।” এরই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন বিশ্বভারতীর আভ্যন্তরীন পড়ুয়ারা। পড়ুয়া মেঘা দাস, শ্রীরাধা বসাক, মইনুল হোসেন, সোমনাথ সো-রা জানিয়েছেন,“ আমাদের দাবি অবিলম্বে ফি বৃদ্ধির নির্দেশিকা প্রত্যাহার করতে হবে। আবেদন-ফি হঠাৎ করে এমন অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি না করে ধাপে ধাপে করতে পারতেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।”

পড়ুয়াদের তরফে এও জানানো হয়, মেধা বিক্রির এই প্রক্রিয়া বন্ধ না হলে আগামী দিনে আমাদের তৈরি ঐক্যমঞ্চের মাধ্যমে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে আন্দলনের পরবর্তী রূপরেখা তৈরি হবে। বিশ্বভারতী জন সংযোগ আধিকারিক অনির্বাণ সরকার বলেন, ‘ছাত্র ছাত্রী দের স্মারকলিপি গ্রহণ করা হয়েছে। উপাচার্য আগামী দিনে ছাত্র ছাত্রী দের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলবেন।’

## জারি উচ্চ সতর্কতা

**তিনের পাতার পর**

গোয়েন্দা সূত্রের খবর, শ্রীনগর এবং অবন্তীপোরায় নাশকতার পরিকল্পনা করছে সন্ত্রাসবাদীরাঊ বিশেষ করে শ্রীনগর বিমানঘাঁটি এবং অবন্তীপোরা বিমানঘাঁটিতে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করছে সন্ত্রাসবাদীরাঊ সতর্কবার্তা পাওয়ার পরই ওই দুই বিমানঘাঁটির নিরাপত্তা আরও মজবুত করে তোলা হয়েছেঊ পাশাপাশি জম্মু ও কাশ্মীর জুড়ে লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

## কমল হাসানের

**তিনের পাতার পর**

আমাকে গ্রেফতার করতে দাও তাঁদের।

শুক্রবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অভিনেতা-রাজনীতিক কমল হাসান বলেছেন, ‘আমার মতে রাজনীতির মান ক্রমশই নীচে নেমে যাচ্ছেঊ আমি হুমকির সম্মুখীন, এমনটা মনে করছি নাঊ সমস্ত ধর্মেই সন্ত্রাসবাদীদের প্রাচুর্য রয়েছে, আমরা পবিত্র তা দাবি করতে পারি নাঊ ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে, প্রতিটি ধর্মেই তাঁদের নিজস্ব চরমপন্থী রয়েছেঊ’ কমল হাসান আরও বলেছেন, ‘গ্রেফতার হওয়ার ভয় নেই আমারঊ আমাকে গ্রেফতার করতে দাও তাঁদেরঊ যদি তাঁরা এমনটা করেন, তবে শুধুই সমস্যা বৃদ্ধি পাবেঊ এটা আমার উপদেশ।

## অভিযুক্ত তৃণমূল

**তিনের পাতার পর**

অন্তর্গত এলাঙ্গি গ্রামের বাসিন্দা হারাধন মৃধাঊ অভিযোগ, সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে বাঁশ-লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করেঊ খবর পাওয়ার পর হারাধনবাবুকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে পুলিশঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে প্রথমে কৃষ্ণগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়ঊ হাসপাতালে চিকিতাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার রাতে প্রাণ হারিয়েছেন ওই বিজেপি কর্মীঊ পরিবারের দাবি, পঞ্চায়েত ভোটে বিজেপির হয়ে কাজ করেছিলেন তিনিঊ তারপর থেকেই তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছিলঊ যদিও. চাপড়ার তৃণমূল ব্লক সভাপতি জেবের শেখ জানিয়েছেন, ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।

## কুঞ্জবনে

● প্রথম পাতার পর

নিম্নাঞ্চলে সরকারি জমি দখল করে কয়েকটি উপজাতি পরিবার বসতঘর নির্মাণ করে স্থায়ী বসবাস করছে । সম্প্রতি ঝড়ে একটি ইউকিলিপ্টাস গাছ ভেঙে এক উপজাতি পরিবারের বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ।

জেলা বন আধিকারিক প্রেমানন্দ দেববর্মার বক্তব্য, ইউকিলিপ্টাস, মান্দার জাতীয় ১১টি গাছ কোনও অনুমতি ছাড়াই কেটে ফেলা হয়েছে । গাছগুলি সরকারি জমির উপর ছিল । তিনি বলেন, সবকটি গাছ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । তাছাড়া নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানায় মামলা করা হয়েছে । তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যে আদালতে বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর তালিকা জমা দিয়েছেন ।

প্রেমানন্দবাবুর কথায়, ওই ১১টি গাছের কোনও বাণিজ্যিক মূল্য নেই। ফলে, বিক্রির উদ্দেশ্যে গাছগুলি কাটা হয়েছে এমনটা মনে হচ্ছে না। তবে, উচ্চ নিরাপত্তা জোনে রাতের আধারে কীভাবে এতগুলি গাছ কেটে ফেলা হল নিঃসন্দেহে তা যথেষ্ট চিন্তার বিষয় । তিনি বলেন, পুলিশ গোটা ঘটনার তদন্ত করছে।

গাছ কাটা নিয়ে যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়েছে, এ-বিষয়ে প্রেমানন্দ দেববর্মার ধারণা, যেখানে গাছগুলি কাটা হয়েছে ওই স্থানের নিম্নাঞ্চলে কয়েকটি উপজাতি পরিবারের বসবাস । তাঁরাই হয়তো গাছগুলি কেটে ফেলেছেন । কারণ, ঝড়ে ওই গাছগুলি ভেঙে তাদের বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এই আশঙ্কাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । তাঁর বক্তব্য, অনুমতি নিয়ে গাছ কাটতে হলে দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় মেনে কাজ করতে হত। তাই, বিনা অনুমতিতেই গাছ কেটে ফেলা শ্রেয় বলে হয়তো মনে করেছেন তাঁরা । তাঁর দাবি, সবই আন্দাজের উপর ভিত্তি করে বলছেন । পুলিশ তদন্ত করে রহস্যের উন্মোচন করুক, তা চাইছেন তিনি ।

## একক

● প্রথম পাতার পর

অমিত শাহ। এদিন প্রশ্ন না নিলেও গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়া অংশগ্রহণের জন্য দেশবাসী, সংবাদমাধ্যমকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী। বলেন, ”নির্বাচন পজিটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে হয়েছে।” তাঁর দাবি, ”পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে পর পর দু”বার একই সরকার আসছে, এটা বড় বিষয়।”

## উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পরই বিষয়টি তাঁদের কাছে পরিষ্কার হবে, খুন না আত্মহত্যা। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কয়েকজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। বাড়ি মালিক এবং নিহত বিশ্বজিৎ দেবনাথের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে। পুলিশ তদন্তের কাজ শুরু করেছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী অফিসার।

## রাজীব কুমার

**আটের পাতার পর**

একইসঙ্গে বিজেপি নেতা মুকুল রায়, কৈলাশ বিজয়বর্গীয়দের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ সামনে আনেন রাজীবকুমার। বিজেপি নেতাদের মদতেই সিবিআই তাঁকে ফাঁসানোর চেষ্টা করছেন বলে আদালতে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন রাজীবকুমার। কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারের আইনজীবী ইন্দিরা জয়সিং আদালতে বলেন, ‘রাজীব কুমারকে হেনস্থা করতেই নিজেদের হেফাজতে নিতে চাইছে সিবিআই’। শিলংয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ভিডিও পেশ করুক সিবিআই। পাশাপাশি সিবিআই যে বয়ান নথিবদ্ধ করেছে, তাও তাঁর হাতে তুলে দেওয়ার আর্জি জানান রাজীব কুমারের আইনজীবী। এরপর এই মামলা নয়া মোড় নেয়। চিটফান্ড কেলেঙ্কারির তদন্তে কেন রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করতে চায় সিবিআই ? এ ব্যাপারে আদালতে যথোপযুক্ত প্রমাণ দিতে হবে সিবিআইকে। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পেশ করা প্রমাণে আদালত সন্তুষ্ট হলে তবেই কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে গ্রেফতারের নির্দেশ নিয়ে ভাববে আদালত। সেইমতো প্রমাণও পেশ করে সিবিআই। গত ২ মে এই মামলার কোনও মীমাংসা করেনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি দীপক গুপ্ত এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চ। এর আগে ৩ ফেব্রুয়ারি রবিবার সন্ধ্যায় লাউডন স্ট্রিটে কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের সরকারি বাসভবনে হানা দেয় সিবিআইয়ের একটি দল। এই ঘটনা ঘিরে তোলপাড় হয় রাজ্য রাজনীতি। রাজীব কুমারের বাড়িতে সিবিআই হানার প্রতিবাদে মেট্রো চ্যানেলে ধরনায় বসেন স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর মামলা গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। শীর্ষ আদালতের নির্দেশেই ‘নিরপেক্ষ’ জায়গা হিসেবে শিলংয়ে রাজীব কুমারকে জিজ্ঞাসাবাদ করে সিবিআই। আইনজ্ঞদের মতে, এই রায়ের স্পষ্ট অর্থ হল, সিবিআই চাইলে এ বার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করতে পারে। প্রয়োজনে তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরাও করতে পারে। তবে রাজীব কুমারও চাইলে সাত দিনের মধ্যে উপযুক্ত আদালতে আগাম জামিনের জন্য আবেদন করতে পারেন বলে এ দিন রায় দানের সময় জানিয়েছেন বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। এবং এই সাত দিনের মধ্যে রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করা যাবে না। আইজীবীদের মতে, এক্ষেত্রে উপযুক্ত কোর্ট বলতে সম্ভবত ভুবনেশ্বরের সিবিআই আদালত বা ভুবনেশ্বর হাইকোর্টের কথাই বলা হয়েছে। আইনজীবিদের মতে, আদালতের এই রায়ই বুঝিয়ে দিল, রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে যে সব তথ্য ও প্রমাণ আদালতে পেশ করেছিল সিবিআই, তাতে সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতিরা সন্তুষ্ট। কেননা, সিবিআই যখন রাজীব কুমারকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার জন্য আদালতে আর্জি জানিয়েছিল তখন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ বারবার বলেছিলেন, কীসের ভিত্তিতে এই দাবি আপনারা করছেন ? চিটফান্ড কাণ্ডে রাজীব কুমার যে তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করেছিলেন সে ব্যাপারে অকাট্য ও সন্তোষজনক প্রমাণ আদালতে পেশ করুক সিবিআই। প্রধান বিচারপতির ওই নির্দেশের পরই সিবিআই মুখবন্ধ খামে রাজীবের বিরুদ্ধে তথ্য ও প্রমাণ পেশ করেছিল সুপ্রিম কোর্টে। তা একবার নয়, বেশ কয়েকবার। এবং ওই খাম হাতে পেয়ে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ একদিন শুনানির সময় তাঁর পর্যবেক্ষণে বলেছিলেন, সিবিআই যে অভিযোগ করছেন তা গুরুতর, এর পর আদালতও চোখ বুজে থাকতে পারে না। ফলে এ দিন রায় ঘোষণার পর ধরে নেওয়া যেতে পারে সিবিআইয়ের সেই বক্তব্য যুক্তিগ্রাহ্য ও সন্তোষজনক বলে মনে করেছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ তখন অন্তর্বর্তী রায়ে জানিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআইয়ের সামনে উপস্থিত হতে হবে রাজীব কুমারকে। তবে গ্রেফতার করা বা তাঁর বিরুদ্ধে সে রকম কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। আদালতের ওই নির্দেশের প্রেক্ষিতেই এর পর শিলংয়ে সিবিআইয়ের দফতরে টানা পাঁচ দিন ধরে জেরা করা হয়েছিল রাজীব কুমারকে। কিন্তু তার পরেও সিবিআই সুপ্রিম কোর্টে বলে, তদন্তে সহযোগিতা করছেন না রাজীব কুমার। তিনি প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন, বা উত্তর দিচ্ছেন না। অথচ চিটফাণ্ড কাণ্ডে তাঁর নেতৃত্বে গঠিত স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিং টিমই যে তথ্য ও প্রমাণ লোপাট করেছিল সে ব্যাপারে সিবিআই ষোলো আনা নিশ্চিত। সারদা মামলায় রাজ্য সরকার এবং রাজ্য পুলিশ সিবিআইয়ের অসহযোগিতা করছে বলে শীর্ষ আদালতে মামলা করেছিল সিবিআই। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে সিবিআই অভিযোগ করেছিল, সারদা তদন্তে রাজ্য সরকার গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল বা ‘সিট’-এর অন্যতম প্রধান রাজীব কুমার এই মামলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য লোপাট এবং বিকৃত করেছেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার সমন পাঠালেও তিনি আসেননি। রাজ্যের এই শীর্ষ কর্তা যে জিজ্ঞাসাবাদের সময়ও অত্যন্ত অসহযোগিতা করেছেন, সে তথ্যও সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল সিবিআই। এরপরই সিবিআইয়ের পক্ষ থেকে আর্জি জানানো হয়, তদন্তের প্রয়োজনে অবিলম্বে রাজীব কুমারকে হেফাজতে নেওয়া দরকার। সিবিআইয়ের আর্জি শুনে সুপ্রিম কোর্ট রাজীব কুমার এবং রাজ্য সরকারকেও পাল্টা হলফনামা পেশ করার সুযোগ দেয়। ৩ মে এই নিয়ে দু’পক্ষের সওয়াল-জবাব শোনে সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু সে দিন রায়দান স্থগিত রেখেছিল। শুক্রবার সেই মামলারই রায় দিল সুপ্রিম কোর্ট। রাজীবকুমারের অন্যতম আইনজীবী অভিষেক মনু সিঙ্ঘভি জানা, ‘সিবিআই রাজীব কুমারকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করার আর্জি জানিয়েছিল। আদালত সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি। রাজীব কুমারকে সাতদিন সময় দেওয়া হয়েছে উপযুক্ত আদালতে আইনি সুরক্ষা পাওয়ার জন্য। ওই সাতদিন সিবিআই গ্রেফতার বা হেফাজতে নিতে পারবে না রাজীব কুমারকে’।

# শ্বাস কষ্ট জনিত কারণে মৃত্য হল গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের তৃণমলের ব্লক যুব সভাপতি

ঝাড়্গ্রাম, ১৭ মে ( হি. স.) : শ্বাস কষ্ট জনিত কারণে মৃত্য হল গোপীবল্লভপুর দুই ব্লকের তৃণমলের ব্লক যুব সভাপতির। মৃত ব্লক সভাপতির নাম হরেন মাহাত ( ৩৮)। তাঁর লাদনগেড়িয়া গ্রামে। হরেন বাবু এলাকায় দক্ষ সংগঠক হিসেবে পরিচিত এবং তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে দলের সাথে যুক্ত, সমাজসেবী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে এলাকায় এবং দলে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।তাঁর অকাল প্রয়ান মেনে নিতে পারছেনা কেও।

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শ্বাসকষ্ট জনিত সমস্যা নিয়ে প্রথমে একটি ঝাড়গ্রামের বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি হয়েছিলেন। গোপীবল্লপুর দুই ব্লকের লাদনগেড়িয়া গ্রামে তার বাড়ি।জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল সাতটা নাগাদ ঝাড়্গ্রাম জেলা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, হরেন বাবু ২০০২ সাল থেকে গোপীবল্লপুর দুই ব্লকের যুব তৃণমূলের ব্লক সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। হরেন বাবু সুদক্ষক রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। অবিবাহিত এই মানুষটি এলাকায় একজন সমাজসেবক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

## শুরু

● প্রথম পাতার পর

হল-এ ২-পূর্ব ত্রিপুরা (এসটি) সংরক্ষিত লোকসভা আসনের অন্তর্গত খোয়াই মহকুমার আওতাধীন ২৪-রামচন্দ্রঘাট (এসটি), ২৫-খোয়াই এবং ২৬-আশারামবাড়ি (এসটি) বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রে ভোট গণনার কাজে নিযুক্ত কর্মীদের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। মহড়ায় গণনা কর্মীদের নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন অনুযায়ী কীভাবে গণনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে হবে তা হাতেকলমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মহড়ায় উপস্থিত ছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট রিটার্নিং অফিসার (খোয়াই মহকুমা) পার্থ দাস, ডিস্ট্রিক্ট ট্রেইনিং নোডাল অফিসার বিধানচন্দ্র রায়, ডিস্ট্রিক্ট লেভেল মাস্টার ট্রেইনারগণ। মহড়ায় কাউন্টিং সুপারভাইজার, কাউন্টিং অ্যাসিস্টেন্ট, মাইক্রো অবজারভার-সহ ১৩৫ জন অংশগ্রহণ করেন। ডিস্ট্রিক্ট ট্রেইনিং নোডাল অফিসার বিধানচন্দ্র রায় এ-তথ্য জানিয়েছেন।

## গ্রেপ্তার এক

● প্রথম পাতার পর

কাস্টমসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, নতুন সরকারের কড়া নির্দেশের প্রেক্ষিতে রাজ্য পুলিশের নেশা বিরোধী অভিযান জারি রয়েছে। আজ শুক্রবার ত্রিপুরায় একাধিক জায়গায় অভিযান চালিয়ে বহু পরিমাণের নেশা সামগ্রী আটক করেছে পুলিশ।

গোপন খবরের ভিত্তিতে পশ্চিম জেলার অন্তর্গত জিরানিয়া মহকুমার বীরেন্দ্রনগর এলাকার নেশা কারবারি ওসমান হুসেনের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। এই অভিযানে ওসমানের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ২৬ গ্রাম হেরোইন এবং নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতির আগাম আঁচ পেয়ে পালিয়ে যায় ওসমান। এদিন অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন এসডিপিও সুমন মজুমদার এবং ওসি বাবুল দাস। নেশা কারবারি ওসমানকে না পাওয়া গেলেও জিরানিয়া থানায় এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে বলে জানান এসডিপিও সুমন মজুমদার।

অপর দিকে ধলাইয়ের জেলা সদর আমবাসায় ৮ নম্বর জাতীয় সড়কে রুটিন তল্লাশির সময় একটি নম্বরবিহীন গাড়ি থেকে এসকাফ নামের নিষিদ্ধ কফসিরাপ উদ্ধার করেছে আমবাসা থানার পুলিশ। জাতীয় সড়কের আমবাসা কমলপুর চৌমুহনিতে তল্লাশির সময় নম্বর বিহীন একটি ছোট গাড়িকে দেখে পুলিশের সন্দেহ হয়। তখন তারা গাড়িটিকে দাঁড়ানোর জন্য সিগনাল দেন। তবু গাড়িটি পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সে-সময় পুলিশ পেছনে ধাওয়া করে এবং গাড়িটিকে আটক করতে সক্ষম হয়। প্রথমে গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাঁচ কার্টুন এসকফ সিরাপ উদ্ধার করা হয়। পরে গাড়িকে আমবাসা থানায় নিয়ে গিয়ে আবারও তল্লাশি চালানো হয়। তখন আরও এক কার্টুন কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে। সব মিলিয়ে মোট ছয় কার্টুনে ৯৬০ শিশি কফ সিরাপ উদ্ধার হয়। সেই সঙ্গে সৌম্য দাস নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশ।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, গাড়িটি ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট থেকে আগরতলার উদ্দেশে আসছিল। আজকের বাজেয়াপ্তকৃত কফ সিরাপের বাজারমূল্য অনুমানিক এক লক্ষ টাকা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। অন্যদিকে, বিএসএফ পাচার বাণিজ্যের ক্রমাগত বৃদ্ধিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছে, ত্রিপুরায় এই প্রবণতা নেশামুক্ত রাজ্য গঠনে এবং আইন-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সোনামুড়া, মেলাঘর, বিশালগড়, আগরতলা, শ্রীমন্তপুর, এনসিনগর এবং বক্সনগর পাচার বাণিজ্যের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তাই পাচার বাণিজ্যকে আরও কড়া হাতে মোকাবিলা করতে হবে।

## ধর্মনগর

● প্রথম পাতার পর

যোগাযোগ হয় তার এক সহপাঠীর সঙ্গে। সেও জানায় মেয়েটি বাড়ির উদ্দেশ্যে দুপুরেই বেড়িয়ে গেছে। চারিদিকে খোজাখোজির মধ্যে আচমকা রাত ১২ টায় নিখোঁজ মেয়েটি তার ভাইয়ের মোবাইলে এস এম এস করে জানায়। সে খুব সমস্যায় আছে। এতে পরিবারের লোকজন আরোও ভেঙ্গে পরেন। বৃহস্পতিবার সকাল হতেই নাবালিকার ভাই বাবা সহ বেশ কয়েকজন আত্মীয়পরিজন ধর্মনগর ছুটে আসেন।এদিকে তার ভাই অনবরত তার সাথে মোবাইল যোগে কথা বলার চেষ্টা করতে থাকলে বৃহস্পতিবার সকালে একটি ছেলে মোবাইল ফোনটি রিসিভ করে বলেন সে তাদের বাড়ি আছে।কিন্তু নাবালিকার ভাই মেয়েটির সাথে কথা বলতে চাইলেও নিখোঁজ নাবালিকাকর সাথে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এতে তাদির আতঙ্ক আরোবাড়ে।তারা বিষয়টি জানাতে ধর্মনগর মহিলা থানায় যান। কথা বলেন ধর্মনগর মহিলা থানার ওসি স্বর্ণা দেববর্মার সাথে।থানাথেকে মেয়েটির সাথে মোবাইলে কথা বলার চেষ্টা করলেও মেয়েটি সাথে কথা হয়নি। কিন্তু একটি ছেলে বারবার মোবাইল যোগে জানায় মেয়েটি তাদের বাড়ি আছে। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো একটি নাবালিকা প্রায় একদিন যাবত নিখোঁজ। কিন্তু পুলিশের ভূমিকা ছিল খুব গাফিলতি পূর্ণ। কেননা পুলিশ মেয়েটিকে খুঁজে বেরকরার উদ্যোগতো দুরে থাক। তারা পরিবারের অভিযোগটি পর্যন্ত গ্রহন করেন নি।দুপুরের পর বিকেল তারপর সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত হলেও নাবালিকার কোন সন্ধান না পেয়ে তার পরিবার আবারো বৃহস্পতিবার রাত আটটা নাগাদ ধর্মনগর থানায় যোগাযোগ করেও ব্যর্থ হন। পরবর্তীতে নাবালিকার পরিবার বাধ্য হয়ে রাত প্রায় ১০৩০মিনিট নাগাদ রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর দ্বারস্থ হন। ঘটনা বিস্তারিত জানান। বর্ণালী গোস্বামী রাতেই বেড়িয়ে পড়েন নিখোঁজ মেয়েটিকে খুঁজে বের করতে।তিনি প্রথমেই এলাকার কিছু লোকদের সাহায্য নিয়ে ধর্মনগর কলেজ রোড এলাকায় যে বাড়িতে মেয়েটি ভাড়া থাকতো সে বাড়িতে যান। কথা বলেন সে বাড়িতে ভাড়া থাকা নিখোঁজ মেয়েটির এক সহপাঠীর সাথে। দির্ঘ্য সময় তার সাথে কথা বলার পর বেশ কিছু তথ্য বেড়িয়ে আসে। তা থেকে সন্দেহ করা হচ্ছে মেয়েটি হয়তো অপহরণের শিকার হয়েছে। সংগ্রহিত তথ্য সহ রাত প্রায় ২ টায় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ধর্মনগর মহিলা থানায় ছুটেযান। সেখানে গিয়েও অবাক করার মত আরেক দৃশ্য। মহিলা থানার কর্তব্যরত ডিউটি অফিসার। ডিউটি ছেড়ে লাপাতা। রাত দুটায় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনকে মহিলা থানায় দেখে হতচকিত হয়ে ঘভির নিদ্রাথেকে উঠেন দুই মহিলা কনস্টেবল।তারপর শুরু হয় তড়িঘড়ি।ছুটে আসেন ডিউটি ইনচার্জ ও ওসি স্বর্ণা দেববর্মা।ওসির সাথে নাবালিকার পরিবারের লোকজন সহ কথা বলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন।সংগ্রহিত তথ্য গুলো তুলে দেওয়া হয় মহিলা পুলিশের হাতে।নাবালিকা উদ্ধারের বিষয়ে প্রায় দেড় থেকে দু ঘন্টা পুলিশের সাথে আলোচনা করেন বর্ণালী গোস্বামী। পরবর্তীতে ভোর চারটা নাগাদ বর্ণালী গোস্বামী মহিলা থানাথেকে বেরিয়ে এই নাবালিকা উদ্ধারে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোব ব্যাক্ত করেন। তিনি জানান পুলিশ যদি আরো দ্রুত গতিতে কাজ করতো তবে হয়তো এত সময়ে মেয়েটিকে খুঁজে বের করা যেতো। তবে গোটা ঘটনা দেখে সকলেই পুলিশের ভূমিকায় নিন্দা প্রকাশ করেছে।

# ব্রণ সারানোর টোটকা দিলেন বিরাট কোহলি, দোসর ঋষভ পন্থ

নিজস্ব প্রতিবেদন : কীভাবে সারাবেন ব্রণ! বাতলে দিলেন বিরাট কোহলি। সঙ্গে ঋষভ পন্থ। দুজনে মিলে গান গাইলেন, অভিনয় করলেন। তার পর কোন ওষুধে সমস্যা মিটতে পারে তা বলে দিলেন। আইপিএল শেষ হয়েছে। যদিও প্রতিবারের মতো এবারও আইপিএলে ব্যর্থতা হজম করতে হয়েছ কোহলিকে। এবার বিশ্বকাপ। কিন্তু আইপিএল ও বিশ্বকাপের এই সন্ধিক্ষণে তাঁর হাতে কিছুটা সময় রয়েছে। এই সময়টাকে অন্য কাজে লাগিয়ে ফেলছেন ক্যাপ্টেন কোহলি। ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট-এর কাজ এগিয়ে রাখছেন তিনি। সঙ্গে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো তো চলছেই।সম্প্রতি একটি সংস্থার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন কোহলি। সেই সংস্থার মেন ফেস কেয়ার রেঞ্জ-এর প্রচারের জন্য কোহলির সঙ্গে রয়েছেন ২০১৮ আইসিসি এমার্জিং প্লেয়ার অফ দ্য ইয়ার নির্বাচিত হওয়া ঋষভ পন্থ। বিরাটের সঙ্গে জুটি বেঁধে তিনিও সেই সংস্থার ফেস ওয়াশ ব্যবহারের উপকারীতা বোঝালেন। সব থেকে মজার বিষয়, বিজ্ঞাপনী প্রচারে আরও একবার কোহলির অসাধারণ অভিনয় দক্ষতা ফুটে উঠল। ব্রণ, ফুসকুড়ির সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে পারে এই ফেস ওয়াশ। বিরাট-পন্থ সেটাই বললেন বিজ্ঞাপনে। গান গেয়ে, অভিনয়ের মাধ্যমে। তবে এসবের মাঝে আবার ঢুকে পড়লেন ইংল্যান্ডের পেসার স্টুয়ার্ট ব্রড। তিনি টুইটারে লিখলেন, আমি বিশ্বাস করি, জোস বাটলার ও বেন স্টোকস এই ব্র্যান্ডের দারুণ অ্যাম্বাসাডর হতে পারে। অনুগ্রহ করে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হোক।

# বড় ধাক্কা, অলিম্পিকে খেলতে পারবে না পাকিস্তান হকি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন : ঘোর সঙ্কটে পাকিস্তানের জাতীয় খেলা হকি। অবস্থা এতটাই খারাপ যে আসন্ন টোকিও অলিম্পিকে পাকিস্তান হকি দলের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। একটা সময় ছিল যখন হকি বিশ্বকাপে ফেভারিট তকমা নিয়ে নামত পাকিস্তান। পাক হকি দলের প্রদর্শন থাকত দেখার মতো। কিন্তু সেসব এখন অতীত। চরম আর্থিক সঙ্কটে ভুগতে থাকা পাকিস্তান হকির দুর্দশা কিছুতেই ঘুঁচছে না।আর্থিক সঙ্কটের কারণে গত বিশ্বকাপে পাক হকি দলের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল। এবার আরও একবার একই সমস্যায় জর্জরিক পাকিস্তানের হকি দল। সামনের বছর টোকিও অলিম্পিকে তাদের অংশগ্রহণ করার সম্ভাবনা নেই। সামনের মাসে ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত হবে অলিম্পিকের প্রি কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্ট। কিন্তু সেই টুর্নামেন্ট থেকে পাকিস্তানকে বাদ দিয়েছে আন্তর্জাতিক হকি সংস্থা (এফআইএইচ)। সামনের মাসের টুর্নামেন্টে অংশ নেবে আয়ারল্যান্ড, ইজিপ্ট, স্কটল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, দক্ষিণ কোরিয়া, ইউক্রেন ও চিলি।ব্রণ সারানোর টোটকা দিলেন বিরাট কোহলি, দোসর ঋষভ পন্থপাকিস্তানের হকি সংস্থা জানিয়েছে, এফআইএইচ প্রো হকি লিগে দল পাঠায়নি তারা। সে জন্যই আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিয়েছে। পাকিস্তান হকি ফেডারেশন বহুদিন ধরেই আর্থিক সঙ্কটে রয়েছে। তার উপর প্রো হকি লিগে দল না পাঠানোয় ইতিমধ্যে এক লাখ ৭০ হাজার ইউরো জরিমানা হয়েছে তাদের। চারবার বিশ্বকাপ জয়ী পাকিস্তান হকি দলের অলিম্পিকে না থাকার সম্ভাবনা ঘিরে জোর আলোচনা চলছে।

# ভারতের সেরা দুই বাজি বিরাট ও বুমরা: হোল্ডিং

আজকাল ওয়েবডেস্ক: বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের সাফল্য কাদের উপর নির্ভর করছে? কারা হতে পারেন টিম ইন্ডিয়ার এক্স ফ্যাক্টর? ৩০ মে ইংল্যান্ডে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ ক্রিকেট। দু''বারের চ্যাম্পিয়ন ভারত অভিযান শুরু করছে ৫ জুন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের প্রাক্তন কিংবদন্তি জোরে বোলার মাইকেল হোল্ডিং টিম ইন্ডিয়ার দু''জন ক্রিকেটারের উপর বাজি ধরেছেন। ১৯৮৩ সালে ভারত যেবার প্রথমবার বিশ্বকাপ জিতেছিল। সেবার মহিন্দার অমরনাথের বলে আউট হয়েছিলেন মাইকেল হোল্ডিং। সেটাই ছিল ক্যারিবিয়ানদের শেষ উইকেট।

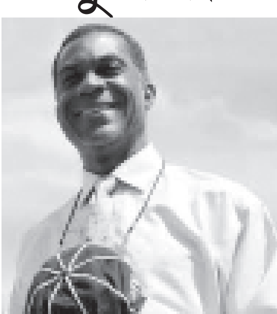

বাকিটা ইতিহাস। কাপ জিতেছিল কপিল দেবের ভারত। সেই হোল্ডিং বলেছেন, ''আমি দুটো নাম বলব। বিরাট কোহলি ও জসপ্রিত বুমরা। দু''জনই দুরন্ত ক্রিকেটার। বিরাট ও বুমরা ছন্দে থাকলে কাপ জিততেই পারে ভারত।'' আইসিসি র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত বর্তমানে রয়েছে দুইয়ে। আয়োজক ইংল্যান্ড ও গতবারের চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও কাপ জয়ের অন্যতম দাবিদার বিরাটের ভারত। হোল্ডিংয়ের মতে, ''ইংল্যান্ড ঘরের মাঠে খেলবে।সম্প্রতি একদিনের ক্রিকেটে দারুণ খেলছে ইংল্যান্ড। দলে ভারসাম্য রয়েছে। ভারতীয় দলও দুর্দান্ত। ধারাবাহিক।ভাল ক্রিকেটার রয়েছে দলে। এবার ভারত কিংবা ইংল্যান্ডই কাপ জয়ের বড় দাবিদার। আর তা যদি হয়।আমি অন্তত অবাক হব না।''

# দিলীপ বেঙ্গসরকার বিশ্বকাপের জন্য বেছে নিলেন ৪ নম্বরের সঠিক বিকল্প

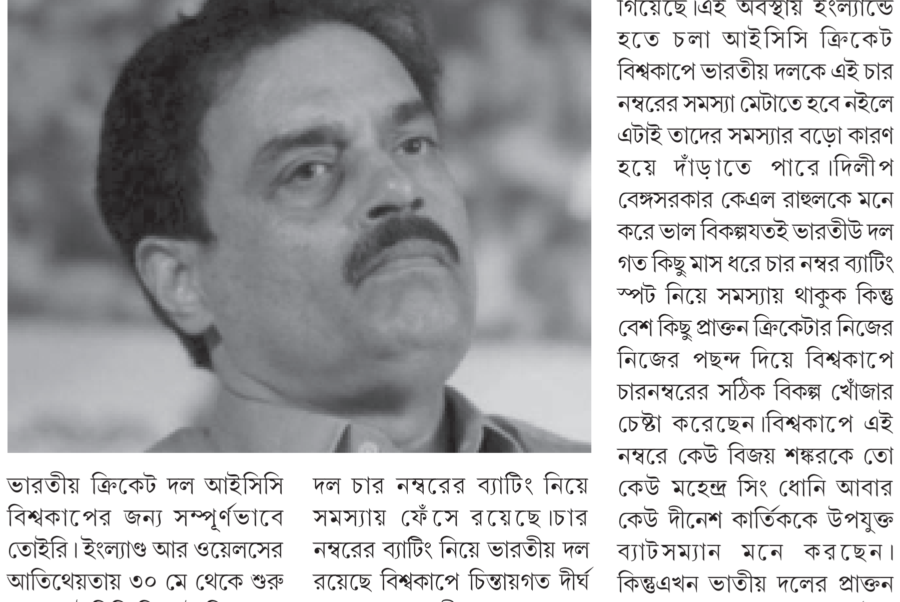

ভারতীয় ক্রিকেট দল আইসিসি বিশ্বকাপের জন্য সম্পূর্ণভাবে তৈরি। ইংল্যাণ্ড আর ওয়েলসের আতিথেয়তায় ৩০ মে থেকে শুরু হচ্ছে আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপ। এর জন্য যতই বিরাট কোহলির দল প্রস্তুত থাকুক কিন্তু এই একটা কথা অস্বীকার করা যাবে না যে ভারতীয় দল চার নম্বরের ব্যাটিং নিয়ে সমস্যায় ফেঁসে রয়েছে।চার নম্বরের ব্যাটিং নিয়ে ভারতীয় দল রয়েছে বিশ্বকাপে চিন্তায়গত দীর্ঘ সময় ধরে ভারতীয় দল চার নম্বর ব্যাটিং ক্রম নিয়ে যথেষ্ট সংঘর্ষ করছে। এই নম্বরে বেশ কিছু ব্যাটসম্যানদের পরীক্ষা করা হয়েছে কিন্তু কোনো ব্যাটসম্যানই এমন হয়নি যার মধ্যে সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে।এই অবস্থায় ইংল্যান্ডে হতে চলা আইসিসি ক্রিকেট বিশ্বকাপে ভারতীয় দলকে এই চার নম্বরের সমস্যা মেটাতে হবে নইলে এটাই তাদের সমস্যার বড়ো কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।দিলীপ বেঙ্গসরকার কেএল রাহুলকে মনে করে ভাল বিকল্পযতই ভারতীউ দল গত কিছু মাস ধরে চার নম্বর ব্যাটিং স্পট নিয়ে সমস্যায় থাকুক কিন্তু বেশ কিছু প্রাক্তন ক্রিকেটার নিজের নিজের পছন্দ দিয়ে বিশ্বকাপে চারনম্বরের সঠিক বিকল্প খোঁজার চেষ্টা করেছেন।বিশ্বকাপে এই নম্বরে কেউ বিজয় শঙ্করকে তো কেউ মহেন্দ্র সিং ধোনি আবার কেউ দীনেশ কার্তিককে উপযুক্ত ব্যাটসম্যান মনে করছেন। কিন্তুএখন ভাতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ব্যাটসম্যান আর নির্বাচক থাকা দিলীপ বেঙ্গসরকার নিজের পছন্দ জানিয়েছেন।দিলীপ বেঙ্গসরকার চা নম্বরের জন্য সবচেয়ে ভাল বিকল্প হিসেবে তারকা ব্যাটসম্যান কেএল রাহুলকে বলেছেন। দিলীপ বেঙ্গসরকার বলেন,'আমাদের কাছে শিখর আর রোহিতের রূপে একটা অভিজ্ঞ ওপেনিং জুটি রয়েছে। বিরাট ৩ নম্বরে অভূতপূর্ব। আর আমার মনে হয় যে চার নম্বরে কেএল রাহুল একজন ভাল বিকল্প হতে পারেন। ওর কাছে টেকনিক রয়েছে আর ও টপ থ্রিতেও ভাল হতে পারে। আমার মতে যে চার নম্বরে একজন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান থাকা উচিত'।তো অন্যদিকে বেঙ্গসরকার আগে আরো বলেন, 'ও একজন বিশেষজ্ঞ ওপেনিং ব্যাটসমান কিন্তু ও শুরুতেই উইকেট হারানোর পর স্থিরতা দিতে পারবে। সেই সঙ্গে একটা লম্বা টুর্নামেন্টে দরকার পড়লে ও ইনিংস ওপেনও করতে পারবে। আমার মনে হয় ওর প্লেয়িং ইলেভেনের অংশ হওয়া উচিত'।

## *বিশ্বকাপে বিশেষ ভূমিকায় তিন মহিলা*

নিজস্ব প্রতিবেদন : গতবা ছিলেন মাত্র আটজন। এবার সংখ্যাটা তিন গুণ বাড়িয়ে দিল আইসিসি। অর্থাত২৪ জন। বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় এবার দেখা যাবে ২৪ জনকে। ৩০ মে থেকে ইংল্যান্ড-ওয়েলসে বসছে ক্রিকেটের সব থেকে বড় আসর। আর এবারের বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকারদের দলটা বেশ বড় রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। ২৪ জনের তালিকায় ভারতের সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় মঞ্জরেকর ও হর্ষ ভোগলে রয়েছেন। শ্রীলঙ্কা থেকে থাকবেন কুমার সঙ্গাকরা। বাংলাদেশের থেকে থাকবেন আতহার আলী খান।এবারই প্রথম তিনজন মহিলা ধারাভাষ্যকারও থাকবেন তালিকায়। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার ইশা গুহ, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার মেল জোনস ও ইংলিশ ধারাভাষ্যকার অ্যালিসন মিচেল। এছাড়া অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিয়ে আইসিসি টিভিতে অভিষেক ঘটাবেন।বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকারদের তালিকা: সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় মাঞ্জেরকার, হর্ষ ভোগলে, কুমার সাঙ্গাকারা, আতাহার আলী খান, নাসের হুসেইন, ইয়ান বিশপ, মেলানি জোনস, মাইক আথার্টন, অ্যালিসন মিচেল, ব্রেন্ডন ম্যাককালাম, গ্রেম স্মিথ, ওয়াসিম আক্রম, শন পোলক, মাইকেল স্লাটার, মার্ক নিকোলাস, মাইকেল হোল্ডিং, ইশা গুহু, পমি মাবাঙ্গুয়া, সাইমন ডুল, ইয়ান স্মিথ, রমিজ রাজা, ইয়ান ওয়ার্ড, মাইকেল ক্লার্ক।

## ৩৬০ ডিগ্রি রিপ্লে বিশ্বকাপে আসছে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন : ৪৬ দিনের বিশ্বকাপ। রাউন্ড রবিন লিগে। প্রতিটি দলকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। প্রাক্তন তারকারা বলছেন, এবারের বিশ্বকাপ জমে যাবে। গৌতম গম্ভীর যেমন বলে দিয়েছেন, এবার আসল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন পাওয়া যাবে। কারণ, এবার আর কোনও দল কঠিন বা সহজ গ্রুপের দোহাই দিতে পারবে না। কঠিন থেকে সহজ, সব প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে। ৩০ মে থেকে ইংল্যান্ড-ওয়েলসে বসছে বিশ্বকাপের আসর। আর এবারের বিশ্বকাপ স্পেশাল বলেই মনে করছেন প্রাক্তন তারকারা। কারণ, এবার প্রযুক্তির দিক থেকে অনেক চমক থাকছে।এবারের বিশ্বকাপের খেলা সম্প্রচারের ক্ষেত্রেও নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইসিসি। ৪৬দিনের এই টুর্নামেন্টে মোট ৪৮টি ম্যাচ। সব কটি সরাসরি দেখা যাবে টিভিতে। সেইসঙ্গে বিশ্বকাপ শুরুর আগে ১০টি প্রস্তুতি ম্যাচও সরাসরি দেখানো হবে। এখানেই চমক। এর আগে কখনও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ম্যাচ টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়নি। প্রযুক্তির ব্যবহারেও এবার চমক আনছে ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। বিশ্বকাপের প্রতি ম্যাচে মোট ৩২টি ক্যামেরা ব্যবহৃত হবে। এর মধ্যে হক-আই, আল্ট্রা মোশন ক্যামেরা থাকবে ৮টি করে।

# অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জয়কে বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে তুলনা বিরাটের

নয়াদিল্লি: অস্ট্রেলিয়া সফরে সাফল্যে বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন বিরাট কোহলি। বছরের শুরুতে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে এসেছে ভারত। তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ ২-১ জিতেছে কোহলি অ্যান্ড কোং। ক্যাপ্টেন বিরাটের মতে, ভারত বিশ্বকাপ জিতলে সেটা হবে এই সাফল্যেরই অংশ।৩০ মে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে শুরু হচ্ছে বিশ্বকাপ। ওয়ান ডে বিশ্বকাপের দ্বাদশ সংস্করণে উদ্বোধনী ম্যাচ মুখোমুখি আয়োজক ইংল্যান্ড ও চোকার্স তকমা পাওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে ৫ জুন। টাইটানিকের শহর সাউদাম্পটনের রোজ বোলে বিশ্বকাপে বিরাটরা প্রথম ম্যাচ খেলবে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধেই।ব্যাটসম্যান ও ক্যাপ্টেন হিসেবে বেশ কিছু মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন কোহলি। এর মধ্যে সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া সফরে টেস্ট ও ওয়ান ডে সিরিজ জয়। চার টেস্টের সিরিজ ২-১ জেতার পর তিন ওয়ান ডে সিরিজে ২-১ জয়। তিন ম্যাচের টি-২০ সিরিজ ড্র(১-১) হয়েছে।ভারত অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত প্রথমবার টেস্ট সিরিজ জেতার পাশাপাশি প্রথমবার কোনও সিরিজ না-হেরেছে ফিরেছে টিম ইন্ডিয়া। ক্যাপ্টেন কোহলির মুকুটে এ নিঃসন্দেহে বিরাট সাফল্য। কারণ এর আগে ১১বারের অস্ট্রেলিয়া সফরে কখনও টেস্ট সিরিজ জেতেনি ভারত। শুধু তাই নয়, এশিয়ার প্রথম ক্যাপ্টেন হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ জিতেছেন বিরাট।অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট সিরিজ জয়কে বিশ্বকাপ জয়ের সঙ্গে তুলনা করে কোহলি বলেন, ''অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জয় বিশ্বকাপ জয়ের মতোই। বিশ্বকাপ একটি গ্লোবাল টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের চার্মই আলাদা। বিশ্বক্রিকেটে এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। কিন্তু টেস্টের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ করলে অস্ট্রেলিয়ায় সিরিজ জয়ের সঙ্গে সমান।''বিশ্বকাপে প্রথমবার ভারতকে নেতৃত্ব দেবেন কোহলি। আইসিসি ব্যাংকিংয়ে দু''নম্বরে থেকে বিশ্বকাপ নামবে ভারত। টিম ইন্ডিয়ার এই সাফল্যের পিছনে ক্যাপ্টেন কোহলির সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক কথা জানিয়েছেন কোচ রবি শাস্ত্রী।

# বিশ্বকাপ জিতলে মিলবে ২৮ কোটি টাকা! পুরস্কার মূল্য ঘোষণা আইসিসির

মহানগর ওয়েবডেস্ক: আর কদিন পরেই শুরু হতে চলেছে বিশ্বকাপ। বিশ্বসেরার লড়াইয়ে একে অপরের মুখোমুখি হবে পৃথিবীর দশটি দেশ। প্রায় দেড় মাস ধরে নিজেদের মধ্যে খেলার পর টুর্নামেন্টের সেরা দুই দল ১৬ জুন ঐতিহাসিক লর্ডসে ফাইনাল ম্যাচ খেলবে। কিন্তু যে দল বিশ্বজয়ী হবে সেই দল কী পাবে?লর্ডসে যে দল চ্যাম্পিয়ন হবে সেই দল বিশ্বকাপ ট্রফি ছাড়াও পাবে চার মিলিয়ন আমেরিকান ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা দাঁড়ায় প্রায় ২৮ কোটি টাকা। আইসিসি বিশ্বকাপের ইতিহাসে এত পুরস্কার মূল্য আগে কখনও দেওয়া হয়নি।অন্যদিকে, যে দল রানার্স আপ হবে সেই দলকে পাবে ২ মিলিয়ন ডলার বা ১৪ কোটি টাকা। আর সেমিফাইনালে যে দল দুটি হেরে যাবে, তারা পাবে ৮ লক্ষ ডলার বা করে ৫ কোটি টাকা করে। এছাড়া বাকি রাউন্ড রবিন লিগের ম্যাচগুলির বিজেতা দলগুলিও ম্যাচ প্রতি আলাদা পুরস্কারও থাকবে।

# বিশ্বকাপে কোহলির বিরাট ভরসা হার্দিক

স্পোর্টস ডেস্কঃ সদ্য সমাপ্ত আই পি এলে টুর্নামেন্টে মুম্বাইকে চ্যাম্পিয়ন করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া। আই পি এলে দর্শকদের সবচেয়ে বেশি মন ভরেছে তাঁর হেলিকপ্টার শর্ট। ব্যাপারটা বেশ ভালোই রপ্ত করেছেন হার্দিক। আই পি এলে মুম্বাইকে চ্যাম্পিয়ন করার পর এবার তাঁর লক্ষ্য শুধুই বিশ্বকাপ।আই পি এল ভুলে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপে ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করতে প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছেন অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া তিনি বলেন আই পি এলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছি ভালো কথা, নিজেও ভালো পারফর্ম করেছি। ফলে আত্মবিশ্বাস কিছুটা হলেও বেড়েছে। তবে আই পি এলে

চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা এখন আমার কাছে অতীত। লক্ষ্য আসন্ন বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপটা হাতে নিতে চাই।চতুর্থবার আই পি এলে মুম্বাইকে চ্যাম্পিয়ন করে খুশি হলেও এবার ইংল্যান্ডের মাটিতে বিশ্বকাপে হার্দিক ভারতকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারে কিনা! তা অবশ্য সময়ই বলবে। তবে টিম ইন্ডিয়া অধিনায়ক কোহলির বড় ভরসা যে অলরাউন্ডার হার্দিক পান্ডিয়া তা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা।

# চার বছরের চুক্তিতে ইস্টবেঙ্গলে নাওরেম

মহানগর ওয়েবডেস্ক: নতুন মরশুমের জন্য দল গোছাতে বেশ কয়েকদিন ধরেই সচেষ্ট ইস্টবেঙ্গল। সেই লক্ষ্যেই বৃহস্পতিবার নতুন পাহাড়ি মিডিওকে সই করাল কোয়েস ইস্টবেঙ্গল। নেরোকা এফসি থেকে লাল-হলুদে যোগ দিলেন মিডিও নাওরেম তন্ডোম্বা সিং। তার সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছে ইস্টবেঙ্গল।তরুণ নাওরেমের জন্ম মনিপুরে, ১৯৯৯ সালে। মাত্র ১১ বছর বয়সেই নেরোকার ইয়ুথ দলে যোগ দেন। ২০১৭ সালে নেরোকার এফসির সিনিয়র দলে খেলার সুযোগ পান। আই লিগে প্রথম ম্যাচ মিনার্ভা পঞ্জাবের বিরুদ্ধে। যদিও সেই ম্যাচ হারে নেরোকা।২০১৭-১৮ মরশুমে দলের হয়ে ১৮টি ম্যাচ খেলেছিলেন তিনি। ২০১৮-১৯ মরশুমেও ১৩ ম্যাচ খেলেন তিনি। তবে কোনও মরশুমেই দলের হয়ে কোনও গোল করতে পারেননি তিনি। লাল-হলুদ সূত্রে জানানো হয়েছে, বেশ কিছুদিন ধরেই নাওরেমের উপর নজর ছিল দলের। তাঁকে পছন্দ কোচ আলেহান্দ্রোরও। তাঁর থেকে গ্রিস সিগন্যাল পাওয়ার পরেই তাঁকে নিতে ঝাপায় কোয়েস। তন্ডোম্বার সঙ্গে চার বছরের চুক্তি করেছে কোয়েস ইস্টবেঙ্গল।

জাগরণ 18 May, 2019, Saturday আগরতলা ১৮ মে, ২০১৯ ইং, ৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শনিবার
■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

২৩ মে লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা নিয়ে ভোট কর্মীদের ভোট গণনার মহড়া। ছবি- নিজস্ব।

# অবস্থান বদল বিজেপির : প্রজ্ঞা-হেগড়ে-নলিনের বক্তব্যের ব্যাখা চাইল শৃঙ্খলা কমিটি

নয়াদিল্লি, ১৭ মে (হি.স.): প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর মানেই বিতর্কের সূত্রপাত। তাঁর বক্তব্য মানেই নতুন করে বিতর্কের সূত্রপাতঊ ভোপালের বিজেপি প্রার্থী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরের পর এই তালিকায় নতুন সংযোজন কেন্দ্রীয় অনন্ত কুমার হেগড়ে এবং কর্ণাটকের বিজেপি সাংসদ নলিন কুমার কাতিলঊ অপেক্ষাকৃত কড়া অবস্থান নিয়ে প্রজ্ঞা, অনন্তকুমার হেগড়ে এবং নলিন কুমার কাতিলকে ডেলে পাঠাল ভারতীয় জনতা পার্টিঊ পাশাপাশি প্রজ্ঞা-হেগড়ে-নলিনের বক্তব্যের ব্যাখা চাইল শৃঙ্খলা কমিটিঊ আগামী ১০ দিনের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহ বলেছেন, 'অনন্তকুমার হেগড়ে, প্রজ্ঞা ঠাকুর ও নলিন কাটিলের বক্তব্য তাঁদের নিজস্ব অভিমত।

এর সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও সম্পর্ক নেই। তাঁরা নিজেদের বক্তব্য প্রত্যাহার করেছে এবং ক্ষমাও চেয়েছেঊ তাঁদের বক্তব্যকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখছে বিজেপি এবং সমস্ত বক্তব্য শৃঙ্খলা কমিটির কাছে পাঠানো হয়েছে। অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'তিনজনের কাছ থেকেই তাঁদের বক্তব্যের ব্যাখা চাওয়া হয়েছে, আগামী ১০ দিনের মধ্যেই রিপোর্ট জমা দেবে শৃঙ্খলা কমিটি।

বিতর্ক উস্কে দিয়েছিলেন দক্ষিণী সুপারস্টার তথা মাকাল নিধি মাইয়াম প্রধান কমল হাসানঊ মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকারী নাথুরাম গডসেকে 'স্বাধীন ভারতের প্রথম সন্ত্রাসবাদী' আখ্যা দিয়েছিলেন কমল হাসানঊ কমল হাসানের সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর বলেছেন, 'নাথুরাম গডসে দেশপ্রেমিক ছিলেন, দেশপ্রেমিক আছেন এবং দেশপ্রেমিকই থাকবেনঊ' পরে অবশ্য ক্ষমা চেয়ে প্রজ্ঞা বলেছিলেন, 'কারও ভাবাবেগকে আঘাত করার অভিপ্রায় ছিল না আমারঊ যদি কাউকে আঘাত করে থাকি, তবে আমি ক্ষমাপ্রার্থীঊ' এছাড়াও কাতিল টুইটারে লিখেছিলেন, 'গডসে একজনকে হত্যা করেছিলেন, কাসভ ৭২ জনকে এবং রাজীব গান্ধী ১৭ হাজার মানুষকে খুন করেছিলেনঊ আপনারাই বিচার করুন কে সবচেয়ে নিষ্ঠুরঊ' আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হেগড়ে টুইট করেছিলেন, 'যাঁকে শুধুই ঘৃণা করা হয়েছে, সাত দশক পরেও যে তাঁকে নিয়ে অন্য রকম ভাবনা শুরু হয়েছে, তাতে আমি খুশি।

# ফরোয়ার্ড ব্লকের অফিস দখলের অভিযোগ বৈশালী ডায়মিয়ার বিরুদ্ধে

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): ফরোয়ার্ড ব্লকের অফিস দখলের অভিযোগ উঠল তৃণমূল বিধায়ক বৈশালী ডায়মিয়ার বিরুদ্ধে। অবশ্য বৈশালী ডায়মিয়ার অভিযোগ, তাদের বাড়ি দখল করে পার্টি অফিস চালাচ্ছে ফরওয়ার্ড ব্লক। যদিও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের অভিযোগ, জোর করে তাদের জমি দখল করার চেষ্টা করছেন বৈশালী।

শেক্সপিয়ার সরণি থানা থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে ২ কাটা জায়গার ওপর রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্টোল বোর্ডের প্রয়াত কর্তা জগমোহন ডালমিয়ার কন্যা বৈশালী ডালমিয়ারর পৈত্রিক বাড়ি। গতরাতে তিনি সেখানে যান। দেখেন তাঁর বাড়ি দখল করে চলছে ফরওয়ার্ড ব্লকের কাজকর্ম। এরপরই তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। যদিও ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের দাবি, তাদের পার্টি অফিস জোর করে দখল করা হয়েছে। এই ঘটনায় শেক্সপিয়ার সরণি থানায় তৃণমূল বিধায়ক বৈশালী ডালমিয়া, তাঁর নিরাপত্তারক্ষী ও তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জানা গেছে, এই জমি নিয়ে আগে থেকেই মামলা চলছে নিম্ন আদালতে। ফরওয়ার্ড ব্লক নেতৃত্বের অভিযোগ, অফিস দখল করতে এসে আদালতের নির্দেশ অবজ্ঞা করেছেন বিধায়ক। এই বিষয়ে বৈশালী ডালমিয়া অবশ্য কিছু বলতে চাননি।

# পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন : বিজয় রূপানি

আহমেদাবাদ, ১৭ মে (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এবার 'মানসিক ভারসাম্যহীন' বলে কটাক্ষ করলেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি। শুক্রবার তিনি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি "দিদিগিরি" করছেন।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী বিজয় রূপানি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিয়ে শুক্রবার গুজরাটের ভাদোদরা শহরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কলকাতায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের জনসভাকে ঘিরে যে হিংসাত্মক পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় "দিদিগিরি" করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁকে ও তাঁর দলকে যোগ্য জবাব দেবে।

গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দিদি সম্পূর্ণভাবে তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি তাঁর জমি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি "দিদিগিরি" করে গণতন্ত্রকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। ভারত এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁর এই ধরণের ব্যবহার সহ্য করবে না। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তাঁর উত্তর দেবে।

সপ্তম এবং শেষ দফার নির্বাচনের প্রচারে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ব্যাপক সংঘর্ষ বাধে। গত মঙ্গলবার কলকাতায় বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি অমিত শাহের রোড শো-কে ঘিরে উত্তেজনা তৈরি হয়। বিদ্যাসাগর কলেজে মনীষী বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙ্গচুর করা হয়। এই ঘটনায় দুটো দল একে অপরকে দোষারোপ করে।

# বর্ষার মরশুমে ব্যাপক প্রস্তুতি রেল প্রশাসনের, পাঁচ মাসের জন্য ৬,৫০০ কিমি সড়কে অতিরিক্ত প্রহরা

গুয়াহাটি, ১৭ মে (হি.স.) : আসন্ন বর্ষার মরশুমে সম্ভাব্য যে-কোনও পরিস্থিতে মোকাবিলায় ব্যাপক প্রস্তুতি শুরু করেছে রেল প্রশাসন। ওই সময় উদ্ভূত যে-কোনও সমস্যার মোকাবিলা করতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল যথেষ্ট কর্মী এবং প্রয়োজনীয় সরঢাম ও সামগ্রী মজুত করেছে। ৬, ৫০০ কিলোমিটারের বেশি রেলপথ সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল পশ্চিমবঙ্গ, বিহারকে নিয়ে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ক্ষেত্রাধিকারে বিগত বেশ কিছু মাস ধরে এই সমস্ত কর্মীদের তথা সামগ্রী তৈরি করে রাখা হয়েছে।

উঁচু-নিচু সমভূমি পাহাড়ি অঞ্চলকে নিয়ে বিভিন্ন ধরনের বিস্তৃত ভৌগোলিক খণ্ড বিস্তৃত রেলপথে বর্ষার সময় উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েকে এক চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ত হয়। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর জন্য এই অঞ্চলে প্রতিবছর এপ্রিল থেকে অক্টোবরের শেষ পর্যন্ত ৯০ শতাংশ বৃষ্টিতে ভূমিধস, রেললাইন বিচ্ছিন্ন হওয়া, সেতু ভেঙে পড়া, সেতু ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যাবলি নাজেহাল করে তুলে। এজন্য রেলওয়ে দফতর রেলসড়কগুলিকে সুরক্ষিত ও উত্তম অবস্থায় রাখার জন্য এবং রেলযাত্রীদের সুরক্ষার সঙ্গে কোনও আপস না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

# কাজ থেকে ছাঁটাই হওয়া, কাঁকসায় অবসাদে আত্মঘাতী ঠিকাশ্রমিক

দুর্গাপুর, ১৭ মে (হি. স.) : চাকরি থেকে ছাটাই হওয়ায় অবসাদে ভুগছিল। আর তার জেরে আত্মঘাতী করল এক ঠিকাশ্রমিক। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসার ২ নং কলোনী এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম বিশ্বজিত দাস (৪৫)। ওই এলাকায় এক বেসরকারী স্প্রিং মিলে ঠিকাশ্রমিক ছিল। শুক্রবার সকালে বাড়ীর পাশে জঙ্গলে গাছের মধ্যে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়। পরিবার সুত্রে জানা গেছে, বিশ্বজিত দাসের স্ত্রী ও দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে সংসার। তাঁর স্ত্রী অঞ্জলীদেবী জানান,' বেসরকারি কারখানায় কাজ করত। তাতেই সংসার চলত। অনটনের কারনে মাঝপথে ছেলে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর পড়াশোনা ছেড়ে দেয়ে। মেয়ে এবারে উচ্চমাধ্যমিক দেবে। মাসদুয়েক আগে কারখানার কাজ থেকে ছাটাই করে দেয়। ফলে সংসারে চরম আর্থিক অনটন দেখা দেয়। তাই নিয়ে মানসিক অবসাদে ভুগছিল। গতকাল রাতে বাড়ীতে একটু অশান্তিও হয়। রাতে বাড়ি থেকে কখন বেরেয়েছে বুঝতে পারিনি।' শুক্রবার সকালে গ্রামবাসীরা প্রতঃভ্রমনে বেরিয়ে জঙ্গলের গাছে ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে কাঁকসা থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

# 'এরকম শিক্ষা হওয়াই উচিত' বিমান

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স): 'এরকম শিক্ষা হওয়াই উচিত' শুক্রবার রাজীবকুমার প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এদিন সকালেই রাজীব কুমারকে গ্রেফতারের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ, রাজীবকুমারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে পারবে সিবিআই। এরাজ্যের বিরোধীদের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে রাজীবকুমার সহ রাজ্য সরকারের মুখ পুড়ল। এরকম শিক্ষা হওয়াই উচিত।বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু রাজ্য সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন, 'যারা পুলিশ প্রশাসনকে দলদাসে পরিণত করে, তাদের এরকম শিক্ষা হওয়াই উচিত'। তিনি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন, 'অপরাধমূলক কাজের ক্ষেত্রে যদি কেউ সার্ভিস রুল ভাঙেন, তবে তিনি যে পদেই থাকুন না কেন তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত। না হলে প্রশাসন নিরপেক্ষভাবে তার কাজ চালাতে পারে না। সমস্ত আইএএস , আইপিএস আধিকারিকদের সবসময় কোড বা নীতি মেনে চলা উচিত'। অন্যদিকে, কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন, 'এরকম ঘটবে এটা অনেকেই মনে করেছিলেন। মামলার তদন্ত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। সুতরাং আইন আইনের মতো চলবে'। কংগ্রেস সাংসদ জানান, 'রাজীবকুমার সম্পর্কে অনেকদিন ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগগুলোর যথেষ্ট সারবত্তা ছিল। এই নির্দেশ যে রাজ্যের শাসকদলের পক্ষে অস্বস্তিদায়ক হবে, এটাই স্বাভাবিক। প্রমাণিত হবে, প্রাক্তন নগরপালকে সরকারের সুরক্ষা দেওয়ার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে'।

# মুকুল-শমীকের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় রিপোর্ট তলব কমিশনের

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): দমদমে বিজেপি নেতা মুকুল রায় ও বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের গাড়ি ভাঙচুরের ঘটনায় রিপোর্ট তলব করল নির্বাচন কমিশনঊ বিজেপি প্রার্থী শমীক ভট্টাচার্যের গাড়িতে টাকা রয়েছে এই অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। ভাঙচুর চালায় কিছু দুষ্কৃতী। বিজেপি অভিযোগের তীর যায় তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। এই ঘটনায় ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ তৃণমূলের তরফ থেকে অভিযোগ করা করা হয়, টাকা দিয়ে ভোট করাচ্ছে বিজেপি। কীভাবে ভোট ম্যানেজ করা যায় এই নিয়ে স্থানীয় সিপিএম নেতা পল্টু দাসগুপ্তের সঙ্গে গত রাতে মিটিং করছিলেন মুকুল রায় ও শমীক ভট্টাচার্য। এই অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নাগেরবাজার। বৃহস্পতিবার, রাত ৯ নাগাদ দমদমের বিজেপি নেতা রাজু সরকারের বাড়িতে আসেন মুকুল রায়, শমীক ভট্টাচার্য। সেখানে ছিলেন সিপিএম নেতা পল্টু দাশগুপ্তও। এরমধ্যেই এই খবর পেয়ে বেশ কয়েকজন জড়ো হয়ে যায় রাজুবাবুর বাড়ির নীচে। তখনই শুরু হয় বিক্ষোভ।

দক্ষিণ দমদমের স্থানীয় কাউন্সিলর অমিত পোদ্দারের নেতৃত্বে চলে বিক্ষোভ । মুকুল রায়, শমীক ভট্টাচার্যের গাড়ির পাশাপাশি ভাঙা হয় সিপিএম নেতার গাড়িও। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমদম থানার পুলিশ। যদিও পুলিশের সামনেই মুকুল রায়ের গাড়ি ঘিরে চলে বিক্ষোভ। এরপরই লাঠিচার্জ করতে শুরু করে পুলিশ। পুরো এলাকাই ছেয়ে যায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। আটক করা হয় পঁচিশজনকে। এরপরই মুকুল রায় ও শমীক ভট্টাচার্যকে নিরাপত্তার ঘেরাটোপ বের করে নিয়ে যাওয়া হয়। অপরদিকে, শমীক ভট্টাচার্য নিজের গাড়ি নিজে ভেঙে ঘটনায় দায় তৃণমূলের ওপরে চাপানোর চেষ্টা করছেন বলে এমন দাবি করে পাল্টা বিজেপির ঘাড়ে দায় চাপালেন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক।

# বিশ্বভারতী তে ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামল পড়ুয়ারা

শান্তিনিকেতন, ১৭ মে (হি.স.) : 'ভাঙো অচলায়তন' — এই আওয়াজ তুলে পথে নামলেন ছাত্রছাত্রীরা।বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আবেদনের ফি অস্বাভাবিক বৃদ্ধির প্রতিবাদে আন্দোলনে নামল ছাত্র ছাত্রীরা। রবীন্দ্রসঙ্গীত গান গেয়ে প্রতিবাদ জানাল ছাত্র ছাত্রীরা।

শুক্রবার দুপুরে চড়া রোদে যখন লু বইছে শান্তিনিকেতনের জুড়ে তখন রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে গাইতে বিশ্বভারতীর ক্যাম্পাস জুড়ে সাধারন ছাত্রছাত্রীদের ঐক্য মঞ্চ জোরালো আওয়াজ তুলেছেন অবিলম্বে কমাতে হবে ফি। প্রতিবাদী পড়ুয়ারা মিছিল করে আশ্রম প্রাঙ্গন প্রদক্ষিণ করে। প্রতিবাদী ছাত্র ছাত্রীরা মিছিল থেকে সভা করেছেন গৌড়প্রাঙ্গনে। এরপর উপাচার্যের দফতরে স্মারকলিপি জমা দিতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বাঁধার মুখে পড়েছেন আন্দোলনরত পড়ুয়ারা। তারা বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় কার্য্যালয়ের মূল ফটকের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গেটের সামনে বসে শুরু হয় অভিনব প্রতিবাদ। 'বাঁধ ভেঙে দাও' থেকে শুরু করে একের পর এক রবীন্দ্র সঙ্গীত সমবেত ন্ট্রে গাইতে থাকে ছাত্র ছাত্রীরা।

এহেন প্রতিবাদে নড়েচড়ে বসে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। পরে বিশ্বভারতীর কর্ম সচিব পড়ুয়াদের স্মারকলিপি গ্রহণ করেছেন। কতৃপক্ষ আন্দোলনরত ছাত্র ছাত্রী দের উদ্দেশ্য জানিয়েছে, আগামী ১৯শে মে বিশ্বভারতীর উপাচার্য দিল্লী থেকে ফিরে পড়ুয়াদের সাথে এই বিষয়ে আলোচনায় বসবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। এদিকে বিক্ষোভ দেখাতে গিয়ে প্রখর রৌদ্রের কারনে মধুরীমা সাহা নামে বিশ্বভারতীর এক ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে তড়িঘড়ি বিশ্বভারতীর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২০১৯ সালে বিশ্বভারতীতে বিভিন্ন কোর্সে ভর্তির জন্য বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে গত ৮ ই মে। বিশ্বভারতীর নিজস্ব ওয়েবসাইটে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি দেখে মাথায় হাত পড়েছে পড়ুয়াদের। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১০ই জুন পর্যন্ত একাদশ শ্রেণির, স্নাতক, স্নাতকোত্তর, এমফিল, পিএইচডি,সার্টিফিকেট, ডিপ্লোমা এবং অ্যাডভান্স ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করা যাবে। কিন্তু ভর্তির জন্য আবেদন-ফি এ বছর বেড়ে গিয়েছে দ্বিগুন। কোনোক্ষেত্রে আবার বৃদ্ধির পরিমান দশগুন ছুঁয়েছে! একই সঙ্গে নতুন যাঁরা ভর্তি হবেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও ভর্তির ফি গতবারের তুলনায় কিছু বাড়বে বলে খবর মিলেছে বিশ্বভারতী সূত্রে। ছয়ের পাতায় দেখুন

পঃবঙ্গে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা নিয়ে শুক্রবার রাজধানীতে সরব সিপিএম। ছবি- নিজস্ব।

# বিদ্যাসাগরের নতুন মূর্তির পাশাপাশি তৈরী হবে সংগ্রহশালাও : পার্থ

কলকাতা,১৭ মে (হি.স.): আরও একবার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নতুন মূর্তি তৈরী করা হবে ঊ আর সেই মূর্তি বসবে বিদ্যাসাগর কলেজেই আগে যেখানে মূর্তি ছিল সেখানেই ঊপাশাপাশি তৈরী হবে বিদ্যাসাগরের ব্যবহৃত সামগ্রী নিয়ে সংগ্রহশালাওঊ সব দায়িত্ব নিয়ে তৈরী করবে রাজ্য সরকারঊ শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানালেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে পার্থবাবু বলেন, 'গেরুয়া উত্তরীয় পড়া কয়েকজন মূর্তি ভেঙেছে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মূর্তি নতুন ভাবে তৈরি করবে রাজ্য। পাশাপাশি, তাঁর ব্যবহৃত সামগ্রী নিয়ে সংগ্রহশালাও তৈরি হবে'।

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের রোড শোকে কেন্দ্র করে বিদ্যাসাগর কলেজের ভিতরে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনা ঘটে । অমিত শাহের রোড-শো চলাকালীনই টিএমসিপি ও এবিভিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। বিদ্যাসাগর কলেজের গেটে ভেঙে কলেজ ক্যাম্পাসেই শুরু হয় দৌরাত্ম্য ঊ বিজেপি সমর্থকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁরাই বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেয়। যদিও বিজেপির দাবি সেসময় বিদ্যাসাগর কলেজের গেটে তালা দেওয়া ছিল ঊ তাই বিজেপির বিরুদ্ধে তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন।

# চরম ব্যস্ততায়েও অবসর যাদবপুরের কংগ্রেস অফিসে

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স.): ভোটের শেষ মুহুর্তে যখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলের ব্যস্ততা তুঙ্গে তখন ঠিক তখনই অবসরে দিন কাটছে কংগ্রেসের দলীয় কর্মীদেরঊ এই ছবি যাদবপুরেরঊ কারণ যাদবপুরে প্রার্থী দেয়নি কংগ্রেস। তাই চরম ব্যস্ততার মুহূর্তেও তালা ঝুলছে কংগ্রেসের দলীয় অফিসগুলিতেঊ তবে এখন তাঁদের চিন্তার বিষয় ভোটটা কাকে দেবেন তাঁরা।

যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে যে জায়গাগুলি পরে সেইসব জায়গারই ছবিটা মোটামুটি একই ধরনেরঊ রাজনীতির পাতায় যাদবপুর কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাঙড়ের ইতিহাস কারোর অজানা নয়ঊ সেক্ষেত্রে ২০১৯ সপ্তদশ লোকসভায় ভাঙড় কার্যত নিশ্চুপঊ দিন কাটছে পুরোন ছবি দেখেই। ভোটের আগে অন্যান্য দলের যখন দম ফেলার ফুরসত নেই, ঠিক তখনই উলটো ছবি কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে।শাসকদলকে ভোট দেওয়া নিয়ে দোনোমনোতে ভুগছেন কংগ্রেস কর্মীরা।

# সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেলেন রাজীব কুমার

কলকাতা, ১৭ মে (হি.স): সুপ্রিম কোর্টে জোর ধাক্কা খেলেন রাজীব কুমার। রাজীব কুমারের গ্রেফতারের অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ সরিয়ে নিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনারকে গ্রেফতার করতে আর কোনও বাধা রইল না সিবিআইয়ের। চাইলে রাজীব কুমারকে গ্রেফতার করতে পারবে সিবিআই। তবে আইনি পদক্ষেপের জন্য রাজীবকে ৭ দিনের সময় দিয়েছে আদালত। ফলে আগামী ৭ দিন রাজীবকে গ্রেফতার করতে পারবে না সিবিআই। এই ৭ দিনের মধ্যে আগাম জামিনের আবেদন জানাতে পারেন রাজীব কুমার। এরআগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি দীপক গুপ্ত এবং বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার ডিভিশন বেঞ্চ রাজীবকুমারের গ্রেফাতারির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। এখন দেশ জুড়ে সমস্ত আদালতে গ্রীষ্মকালীন ছুটি চলছে। তাই ছুটিতে আছেন বিচারপতি রঞ্জন গগৈ, বিচারপতি দীপক গুপ্ত, প্রমুখ বিচারপতিরা। কিন্তু বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এই রায় শোনাবার দায়িত্ব দিয়ে যান অবকাশ কালীন বেঞ্চের বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি ইন্দিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চের ওপর। শুক্রবার সেই বেঞ্চই রায় ঘোষনা করে। পরে তাতে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈর বাংলোতে গিয়ে তাকে দিয়ে সই করিয়ে আনা হয়। খবর হল, রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে এফআইআর করার জন্য শুক্রবারই তোড়জোড় শুরু করেছে সিবিআই। ইতিমধ্যে তাকে দিল্লির বঙ্গ ভবনে নজরবন্দী করে রেখেছে সিবিআই। বুধবার রাতেই রাজ্য থেকে রাজীব কুমারকে তুলে নেওয়া হয়। নির্বাচনের কমিশনের নির্দেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ ওই আইপিএস অফিসারকে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে সরানো হয়। বৃহস্পতিবার তাকে বেলা দশটা নাগাদ হাজিরা দেবার কথা বলা হলেও তিনি দেড়টা নাগাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকে হাজির হন। দেরী হবার জন্য যুক্তি দেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাকে রিলিজ করতে দেরী করাতেই তাঁরও দিল্লিতে হাজির হতে দেরী হয়েছে। সেই যুক্তি মেনে নেয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এর আগে সিআইডি এডিজি পদে ছিলেন রাজীব কুমার। কিন্তু কলকাতার ভোটে রাজীব প্রভাব খাটাতে পারেন, এই আশঙ্কায় তাঁকে কমিশন সরাল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। ভোটের মধ্যেই রাজীব কুমার মামলা যে পথে এগোল, তা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সারদাকাণ্ডের তদন্তে তথ্য প্রমাণ লোপাটের অভিযোগ উঠেছে কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে। কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বারবার জানিয়ে এসেছে সিবিআই। সারদা তদন্তে রাজীবকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গিয়ে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থাকে। দীর্ঘ টালবাহানার পর শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে গত ফেব্রুয়ারিতে শিলংয়ে রাজীবকে টানা ৫ দিন ধরে জিজ্ঞাসাবাদ চালায় সিবিআই। সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদে কার্যত 'বেকায়দায়' পড়তে হয় কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে। একথা দাবি করেছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষও। শিলংয়ে কুণাল ঘোষ ও রাজীব কুমারকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন গোয়েন্দারা। জিজ্ঞাসাবাদের পরও সন্তুষ্ট হয়নি সিবিআই। তদন্তের স্বার্থে রাজীবকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করা প্রয়োজন, এই আর্জিই শীর্ষ আদালতে রাখে সিবিআই। এদিকে, তিনি তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করেছেন। ফলে, তাঁকে হেফাজতে নিয়ে জেরা করার কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই বলে আদালতকে জানান রাজীব কুমার। ছয়ের পাতায় দেখুন

# তাল পাড়তে গিয়ে মৃত্যু হল যুবকের

ঝাড়্গাম, ১৭ মে ( হিঃ স)ঃঃ- তাল পাড়তে গিয়ে তাল গাছ থেকে পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার ঝাড়্গাম জেলার বেলপাহাড়ী থানার পুকুরিয়া গ্রামে। পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে মৃত ওই যুবকের নাম সোয়েন সর্দার ( ২৭) বাড়ি ওই গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ গ্রামের পাশে একটি তাল গাছে তাল পাড়তে গাছে উঠেছিল। সেই সময় হঠাৎ অসাবধানতা বসত পা ফসকে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর ভাবে জখম হয়। ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।